Jochna O Jononir Golpo by Humayun Ahmed

[Part.3]

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

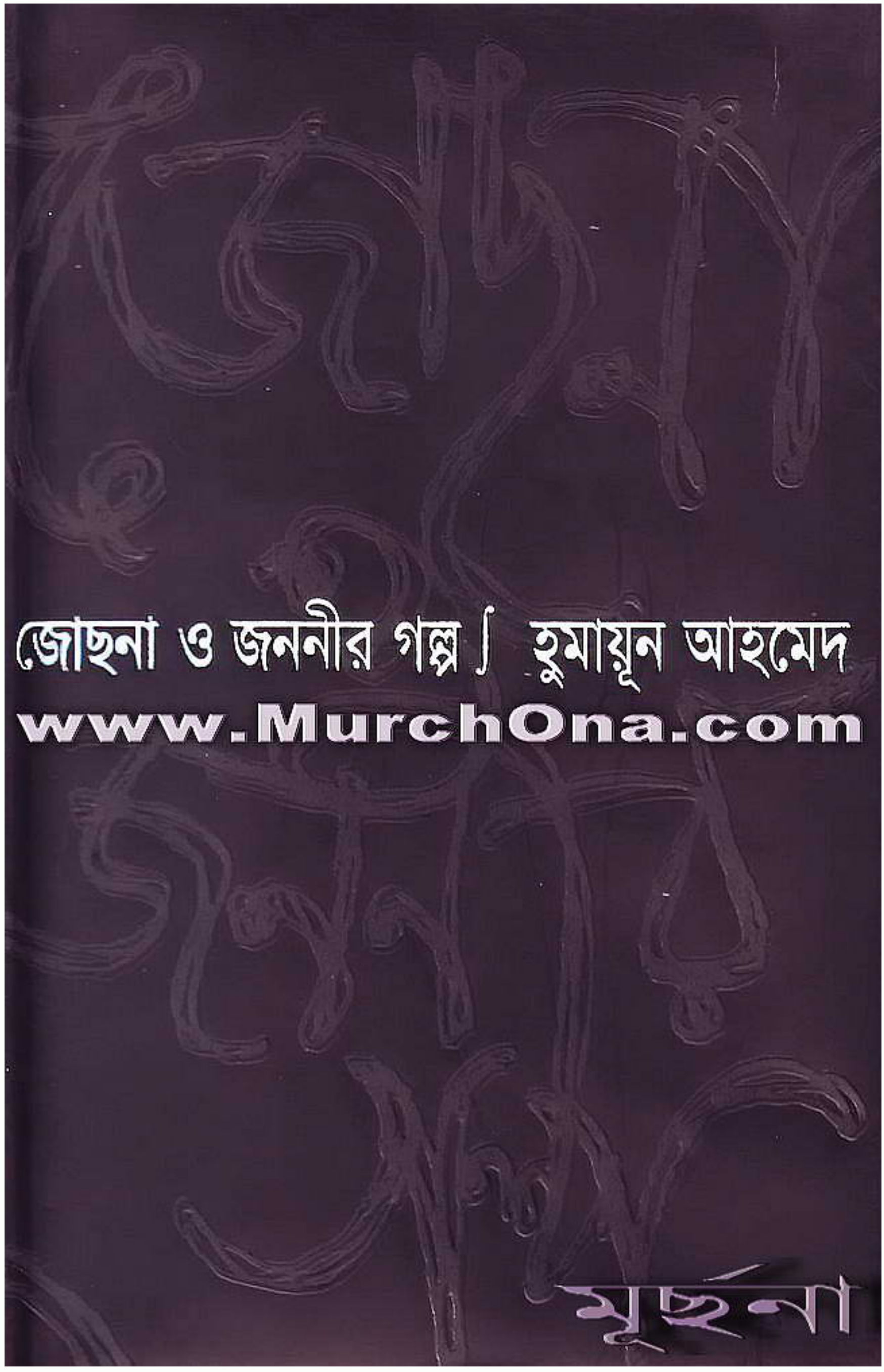
জোছনা ও জননীর গল্প
হুমায়ূন আহমেদ
www.MurchOna.com
মূর্ছনা

মুক্তির মন্দির সোপানতলে
কত প্রাণ হলো বলিদান,
লেখা আছে অশ্রুজলে।
কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা,
বন্দিশালার ঐ শিকলভাঙা
তারা কি ফিরিবে আর সুপ্রভাতে ?
যত তরুণ অরুণ গেছে অস্তাচলে॥

যারা স্বর্গগত তারা এখনো জানে,
স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি
এসো স্বদেশ ব্রতের মহাদীক্ষা লভি,
সেই মৃত্যুঞ্জয়ীদের চরণ চুমি।

যারা জীর্ণ জাতির বুকে জাগালো আশা,
মৌন মলিন মুখে জাগালো ভাষা।
সেই রক্তকমলে গাঁথা মাল্যখানি,
বিজয় লক্ষ্যে দেব তাদেরই গলে॥

—মোহিনী চৌধুরী

মূর্ছনা

www.MurchOna.com

Archives of eBooks, Music & Videos

বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত

suman_ahm@yahoo.com

ঢাকা শহরে আজ শাহেদের শেষ রাত্রিযাপন।

সে মনস্থির করে ফেলেছে ভোরবেলা কুমিল্লা রওনা হবে। কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে আসমানীর দাদার বাড়ি। শাহেদ সেখানে কখনো যায় নি। তাতে সমস্যা নেই। খুঁজে বের করতে পারবে। আসমানীর দাদা তাঁর গ্রামের প্রভাবশালী মানুষ ছিলেন। তিনি রেঙ্গুনে ব্যবসা করতেন বলে গ্রামের বাড়ি 'রেঙ্গুন বাড়ি' নামে পরিচিত। আসমানীর দাদার নাম শাহেদের মনে নাই। 'রেঙ্গুন বাড়ি' নাম মনে আছে। শাহেদের ধারণা 'রেঙ্গুন বাড়ি'তে উপস্থিত হলেই সে একসঙ্গে সবার দেখা পাবে।

কুমিল্লার পাশেই আগরতলা। এমনও হতে পারে সবাই বাড়িঘর ছেড়ে আগরতলা চলে গেছে। সে-রকম হলে শাহেদও আগরতলা যাবে। শরণার্থী শিবির ঘুরে ঘুরে দেখবে। এতগুলি মানুষ হারিয়ে যেতে পারে না।

আবার এটাও হতে পারে শাহেদ যেদিন রওনা হবে, সেদিন দুপুরে বা সন্ধ্যায় আসমানীরা এসে উপস্থিত হবে। আসমানী যেন তার খোঁজ পায়, সে ব্যবস্থাও শাহেদ করেছে। বাথরুমের আয়নায় একটা চিঠি ঝুলিয়ে রেখেছে। চিঠিতে লেখা—

আসমানী,

তুমি যদি এই চিঠি পড়, তাহলে ধরে নিও আমি এখনো নিরাপদে আছি। আমি তোমাদের খোঁজ বের করার চেষ্টায় ঢাকা ছেড়েছি। আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না। একটা বড় বিপদ বারবার আসে না। কাজেই ধরে নাও আমি নিরাপদেই থাকব। তুমি আমার জন্যে এই বাড়িতেই অপেক্ষা করবে। রান্নাঘরে চাল, ডাল, আটা এবং তেল রেখে দিয়েছি। ডালের কৌটা ভালোমতো দেখবে।

ইতি

শাহেদ

www.MurchOna.com

'ডালের কৌটা' সে আন্ডারলাইন করে দিয়েছে। ডালের কৌটায় ডালের নিচে টাকা রাখা আছে। আসমানী হয়তো খালিহাতে উপস্থিত হবে। তার টাকার দরকার হবে।

শাহেদের নিজের টাকা এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। সে চলছে গৌরাঙ্গের টাকায়। গৌরাঙ্গের কোনো খোঁজ নেই। গৌরাঙ্গের খোঁজ বের করার জন্যে সে ভয়ে ভয়ে একদিন পুরনো ঢাকায় গিয়েছিল। গৌরাঙ্গের বাড়ি তালাবন্ধ। শাহেদ দরজার নিচ দিয়ে একটা চিঠি দিয়ে এসেছে। সেই চিঠি পড়লে গৌরাঙ্গ অবশ্যই তার সঙ্গে দেখা করত। বোঝাই যাচ্ছে গৌরাঙ্গ চিঠি পায় নি।

শাহেদের কুমিল্লায় যাবার ব্যাপারে তার অফিসের 'বি হ্যাপী স্যার' অনেক সাহায্য করেছেন। এই অফিসে আইডেনটিটি কার্ডের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তিনি আইডেনটিটি কার্ড ছাপিয়ে, ছবি লাগিয়ে সব কর্মচারীকে দিয়েছেন। শাহেদের জন্যে আলাদা যে কাজটা করেছেন তা হলো— এক কর্নেল সাহেবের দেয়া পাশের ব্যবস্থা করেছেন। সেই পাশে লেখা— 'শাহেদুদ্দিন নামের এই লোক খাঁটি পাকিস্তানি। তাকে যেন কোনো হ্যারাসমেন্ট না করা হয়।' বি হ্যাপী স্যারের কিছু কথা শাহেদের কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছে। এই অবাঙালি মানুষ শাহেদকে তার খাসকামরায় নিয়ে দরজা বন্ধ করে নিচু গলায় বলেছেন, আমি ঠিক করেছি মুক্তিযোদ্ধা হবো। আমার বয়স যুদ্ধে যাবার মতো না। তারপরেও চেষ্টা করছি। যোগাযোগ বের করতে পারছি না। তবে পারব।

শাহেদ বলেছে, আপনি যুদ্ধ করবেন কেন?

বি হ্যাপী স্যার বলেছেন, কেন করব না বলো? আমি এই দেশে পথের ফকির হয়ে ঢুকেছিলাম। এই দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করে আমি অবস্থার পরিবর্তন করেছি। আজ আমার বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, ব্যাংকে টাকা আছে। যে দেশ আমাকে এত কিছু দিয়েছে, সেই দেশকে আমি কিছু দেব না?

আপনার ফ্যামিলি? তারা কি আপনার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জানেন?

জানে। তারা পাকিস্তান চলে গেছে। তাদের চিন্তা ভিন্ন। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মতো চিন্তা করে।

শাহেদ বলল, স্যার, আপনার কি মনে হয় দেশ স্বাধীন হবে?

হবে। পাকিস্তানিদের দিন শেষ হয়ে আসছে। তারা মেয়েদের উপর অত্যাচার করছে। নারীদের উপর অত্যাচার আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। যাই হোক, তুমি যাও। স্ত্রী-কন্যার খোঁজ বের করো। যে চিঠিটা তোমাকে জোগাড় করে দিয়েছি, সেই চিঠি তাবিজের মতো যত্ন করে রাখবে। বিপদে কাজে দিবে। বি হ্যাপী ম্যান। বি হ্যাপী।

www.MurchOna.com

ঢাকা থেকে বের হবার মুখে বেশ কিছু চেকপোস্ট পার হতে হয়। রাজাকারদের চেক পোস্ট, পশ্চিমা পুলিশের চেক পোস্ট। সবশেষে সেনাবাহিনীর চেক পোস্ট। সব জায়গায় 'ডান্ডি কার্ড' দেখাতে হয়। ডান্ডি কার্ড দেখার পর চলে ব্যাগ স্যুটকেস তল্লাশী। একজন এসে ঘাড় টিপে দেখে ঘাড় নরম না শক্ত। ঘাড় শক্ত হলে পলাতক বাঙালি পুলিশ বা বিডিআর। রাইফেল কাঁধে ট্রেনিং-এর ফলে ঘাড় শক্ত হয়ে গেছে।

সবচে' অপমানসূচক পরীক্ষাটা হলো খৎনা পরীক্ষা। প্যান্ট খুলে দেখাতে হয় সত্যি খৎনা আছে কি-না! পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশরা এই পরীক্ষাটার সময় বেশ আনন্দ পায়। নানান ধরনের রসিকতা করে। হেসে একে অন্যের গায়ে গড়িয়ে পড়ার মতো অবস্থা হয়।

শাহেদকে এই পরীক্ষাও দিতে হলো। প্যান্ট-আন্ডারওয়ার খুলতে হলো। যে পরীক্ষা নিচ্ছে, তার হাতে অর্ধেক লাল অর্ধেক নীল রঙের মোটা একটা পেন্সিল। সে পেন্সিল দিয়ে খোঁচার মতো দিল। মনে হচ্ছে এই খোঁচা দেয়াতেই তার আনন্দ।

নাম বলো।

শাহেদ।

কিধার যাতা ?

কুমিল্লা চৌদ্দগ্রাম।

ইধার যাতা কেঁউ ?

মেরা পিতাজি বিমার। হাম মিলনা চাতে হে।

শাহেদ যে অসুস্থ পিতাকে দেখার জন্যেই যাচ্ছে, এটা দেখানোর জন্যে সে সঙ্গে একটা ঠোংগায় আঙ্গুর, আপেলও নিয়েছে। শাহেদ ফলের ঠোংগা দেখাল। তার ভাগ্য ভালো কর্নেল সাহেবের পাশ ছাড়াই সে বাসে উঠার সুযোগ পেল। কয়েকজন ছাড়া পায় নি, আটকা পড়ে আছে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। তারা হয়তো ছাড়া পাবে, হয়তো পাবে না। অনিশ্চয়তা। The day and nights of uncertainity.

মেঘনা ফেরিতে উঠার সময় আবারো চেকিং। এবার চেক করতে এসেছে মিলিটারিরা। বোরকা পরে যে সব মহিলা এসেছেন, তাদেরও নেকাব খুলে মুখ দেখাতে হচ্ছে। তারা যে আসলেই 'জেনানা', মিলিটারি সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চায়। যে মিলিটারির দায়িত্ব পড়েছে মহিলাদের চেক করা, সে ভদ্র। সবাইকেই বলছে, ডরো মৎ। তোম মেরা বহিন হ্যায়।

www.MurchOna.com

শাহেদের জীবনের অতি বিস্ময়কর ঘটনার একটি ফেরিতে ঘটল। সে এক ঠোংগা ঝালমুড়ি কিনেছে। সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নি, ক্ষিধেয় নাড়িভুঁড়ি জ্বলে যাচ্ছে। ঝালমুড়ি খেয়ে ক্ষিধেটা কোনোমতে চাপা দেয়া। সে যখন মুড়ি মুখে দিতে যাচ্ছে, তখনই রুনির বয়েসি ভিখিরী ধরনের এক মেয়ে ঝাঁপ দিয়ে তার গায়ে পড়ল। তার ঝাপ্টায় হাতের মুড়ির ঠোংগা পড়ে গেল।

শাহেদ মেয়েটিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে 'তুই কে' বলে চিৎকার করতে গিয়ে থমকে গেল। এই মেয়ে তার অতি পরিচিত। এর নাম কংকন। মেয়েটার নিজের নাম 'কংকন' বলতে পারে না। সে বলে 'ককন'।

তুমি ? তুমি কোত্থেকে ? তোমার মা কোথায় ? তোমার দাদু কোথায় ?

মেয়েটি কোনো প্রশ্নেরই জবাব দিচ্ছে না। শাহেদের পায়ে ক্রমাগত মুখ ঘষছে।

কংকন আমার কথা শোন, এইখানে তুমি কার সঙ্গে এসেছ ?

মেয়েটা এই প্রশ্নেরও উত্তর দিল না। শাহেদকে ঘিরে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেল।

কংকন এখানে কার সঙ্গে এসেছে, সেই রহস্য ভেদ হলো। তার নাম রমজান। সে বাড্ডায় রং মিস্ত্রির কাজ করে। সে শাহেদকে পেয়ে পরম স্বস্তিবোধ করছে এটা বোঝা যাচ্ছে। ঘটনা হলো, ক্র্যাকডাউনের পর সে তার ছোটশালাকে নিয়ে বুড়িগঙ্গা পার হয়ে ওপারে চলে গিয়েছিল। সে একা না, তার সঙ্গে শত শত মানুষ। তখন মিলিটারি শুরু করল বোম্বিং। যে যেখানে পেরেছে, দৌড় দিয়ে পালিয়েছে। অবস্থা কিছুটা যখন শান্ত, তখন সে দেখে এই মেয়ে তার সঙ্গে। মেয়ে তার সার্ট ধরে আছে। কিছুতেই সার্ট ছাড়ে না।

বুঝছেন ভাইসাব, মেয়ে কিছুই বলতে পারে না। বাপ-মায়ের নাম জানে। বাপ-মায়ের নাম দিয়া আমি কী করুম কন ? আমার দরকার ঠিকানা। আমি রঙ মিস্ত্রি। কাজকর্ম নাই— খায়া না-খায়া আছি। এরে পালব ক্যামনে ?

শাহেদ বলল, এখন যাচ্ছেন কোথায় ?

আমার বড়শালার বাড়িতে। সে বিবাহ করেছে মাইজদি। সেখানে তার দোকান আছে। ঠিক করেছিলাম তার কাছে মেয়েটারে রাইখা আসব। আল্লাহপাক আপনেরে মিলায়ে দিয়েছে। যন্ত্রণা ঘাড় থাইক্যা নামছে। ভাইজান, আপনে তার কে হন ?

আমি তার চাচা।

আলহামদুলিল্লাহ, থাকেন এখন চাচায়-ভাইস্তিতে।

www.MurchOna.com

কংকন এখনো খামচি দিয়ে শাহেদের পা ধরে আছে। কিছুতেই মুখ তুলছে না। বারবার তার ছোট্ট শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। শাহেদ তার পিঠে হাত রেখে বলল, কংকন ভয় পেও না। আমি তোমাকে তোমার বাবা-মা'র কাছে নিয়ে যাব। কংকন, ঠিক আছে ?

হুঁ।

ক্ষিধে লেগেছে ? কিছু খাবে ? কলা খাবে ? কলা কিনে দেই, একটা কলা খাও ?

হুঁ।

শাহেদ কলা কিনে কংকনের হাতে দিতে গিয়ে দেখল, মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েছে। তার গা গরম। জ্বর এসেছে। ঘুমের মধ্যে বমি করে সে শাহেদের প্যান্ট ভিজিয়ে দিল।

কংকনের সঙ্গে আমার দেখা হয় নিউইয়র্কে। মুক্তধারার বিশ্বজিৎ আমাকে বইমেলায় নিয়ে গেছে। বাংলাদেশের প্রবাসী বাঙালিরা বইমেলা উপলক্ষে খুব হৈচৈ আনন্দ করছে। খাবারের দোকান বসেছে। একদিকে ভিডিও প্রদর্শনী, বড় প্রজেকশন টিভিতে নাটক দেখানো হচ্ছে। শাড়ি-গয়নার দোকানও আছে। অতি জমজমাট অবস্থা। এর মধ্যে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের অতি রূপবতী এক তরুণী এসে পুরো বাঙালি কায়দায় আমাকে পা ছুঁয়ে সালাম করল। আমি চমকে পা সরিয়ে নিলাম।

তরুণী বলল, আপনাকে চাচা ডাকব, না স্যার ডাকব ?

আমি বললাম, তোমার যা ডাকতে ইচ্ছা করে ডাক।

তাহলে চাচা ডাকি। স্যার ডাকলে মনে হবে আপনি সত্যি আমার স্যার। এক্ষুনি আমাকে ধমক দেবেন। তাছাড়া আপনার চেহারাও রাগী রাগী।

তরুণীর গুছিয়ে কথা বলার ভঙ্গি বেশ ভালো লাগল। সে বলল, আমি আপনাকে আমার বাসায় নিয়ে যাব। আপনি তো লেখক মানুষ, আপনাকে সুন্দর একটা গল্প শুনাব।

আমি বললাম, শোনা গল্প আমি লিখি না।

সে বলল, আমার গল্পটা আপনার লিখতে ইচ্ছা করবে। এই নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে এক হাজার ডলার বাজি রাখতে পারি।

মেলা শেষ করে আমি কংকনের সঙ্গে তার অ্যাপার্টমেন্টে গেলাম। নিউ ইয়র্কের অ্যাপার্টমেন্টগুলি যেমন হয় সেরকম। ছোট কিন্তু খুব গোছানো। এক কথায় বললে বলতে হবে, ছবির মতো সাজানো সংসার। কংকন বিয়ে করেছে

www.MurchOna.com

এক আমেরিকানকে। সে কনস্ট্রাকশান ফার্মে চাকরি করে। তাদের একটা ছেলেও আছে। ছেলের নাম রবিন। তবে তাকে ডাকা হয় রবি নামে। ছেলে তার বাবার সঙ্গে লায়ন কিং ছবি দেখতে গিয়েছে। কংকন বলল, আপনি থাকতে থাকতেই ওরা এসে পড়বে। আমরা একসঙ্গে ডিনার করব।

আমাকে ডিনার পর্যন্ত থাকতে হবে ?

অবশ্যই। তবে আপনার ভয় নেই— বাংলাদেশের মতো রাত দশটায় ডিনার না। এখানে সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গেই ডিনার করা হয়। আপনি যেভাবে পা তুলে বসেন, সেইভাবে আরাম করে বসুন, আমি গল্প করি।

আমি পা তুলে বসি তুমি জানো কীভাবে ?

বইমেলায় দেখলাম। আপনাদের লেখকদেরই শুধু পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা থাকবে, আমাদের পাঠকদের থাকবে না ?

আমি নরম সোফায় পা তুলে বসেছি। কংকন গল্প শুরু করেছে।

খুব ছোট ছিলাম তো, পরিষ্কার কিছু মনে নেই। আবছা আবছা সব স্মৃতি। সেই আবছা স্মৃতির মধ্যেও কিছু কিছু আবার খুবই স্পষ্ট। যেমন ধরুন, আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে— শাহেদ চাচা বাজারের মতো একটা জায়গায় আমাকে গোসল করাচ্ছেন। মাথায় পানি ঢালছেন কেতলি দিয়ে। সেই পানিটা গরম। কিছুক্ষণ মাথায় পানি ঢালেন, তারপর গায়ে সাবান ডলেন। সাবান থেকে লেবুর মতো গন্ধ আসছিল— এটা পরিষ্কার মনে আছে। সেই স্মৃতি এমনভাবে মাথায় ঢুকে আছে যে আমি এখনো লেমন ফ্লেভারের সাবান ছাড়া অন্য সাবান ব্যবহার করি না।

শাহেদ চাচা আমাকে নতুন জামা কিনে দিলেন। জুতা কিনে দিলেন। সস্তা ধরনের প্লাস্টিকের পুতুল কিনে দিলেন। পুতুলটা এখনো আমার সঙ্গে আছে। আপনাকে দেখাব। আমরা এক রাত থাকলাম হোটেলে। চাচাকে জড়িয়ে ধরে কী আরাম করে যে সেই হোটেলে ঘুমালাম! আমি ঠিক করেছি যদি কোনোদিন বাংলাদেশে যাওয়া হয়, তাহলে হোটেলটা খুঁজে বের করব। এক রাত থাকব সেই হোটেলে।

হোটেল খুঁজে বের করতে পারবে ?

অবশ্যই পারব। হোটেলটা দাউদকান্দি নামের এক জায়গায়। টিনের ঘর। হোটেল থেকে নদী দেখা যায়। হোটেলের সব খুঁটিনাটি আমার মনে আছে।

তারপর বলো।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, মাইলের পর মাইল শাহেদ চাচা আমাকে ঘাড়ে নিয়ে হেঁটেছেন। আমরা তখন বর্ডার ক্রস করছি। বাংলাদেশ থেকে যাচ্ছি

www.MurchOna.com

আগরতলায়। চাচা ক্লান্ত হয়ে যান। আমাকে ঘাড় থেকে নামিয়ে বলেন, মা, কিছুক্ষণ হাঁটতে পারবে? আমি বলি, হ্যাঁ। আমি হাঁটতে পারি না। চাচা আবার আমাকে ঘাড়ে তুলে নেন। আমার কোনো কষ্ট হচ্ছিল না। আমার খুবই মজা লাগছিল। আমাদের সঙ্গে আরো অনেক লোক যাচ্ছিল। একজন বৃদ্ধা মহিলা যাচ্ছিলেন। তাঁর ছেলে তাঁকে কোলে করে নিচ্ছিল।

বৃদ্ধা মহিলার কথা তোমার মনে আছে?

জি আমার মনে আছে। কারণ শাহেদ চাচা আমাকে বলছিল— ছেলে তার মা'কে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে আর আমি আমার মা'কে ঘাড়ে করে নিয়ে যাচ্ছি। মজা না?

তারপর কী হলো বলো।

আমরা আগরতলা পৌঁছলাম সন্ধ্যায়। সেখান থেকে শরণার্থী শিবিরে ট্রাকে করে যেতে হয়। ট্রাকে ওঠার সময় শাহেদ চাচা বললেন, মা শোন, অনেকগুলো শিবির আছে। আমরা তোমার মা'কে প্রত্যেকটা শিবিরে খুঁজব। তাঁকে পাওয়া যাবে— সে সম্ভাবনা খুবই কম। পাওয়া না গেলে তুমি মন খারাপ করবে না। আমি তো তোমার সঙ্গে আছি। আমি যেভাবেই হোক তোমাকে তোমার মা'র কাছে পৌঁছে দেব। ঠিক আছে মা? আমি বললাম, ঠিক আছে।

ট্রাকে আমার জ্বর এসে গেল। চাচা চাদর দিয়ে আমাকে ঢেকে জড়িয়ে ধরে বসে রইলেন। আমার কাছে মনে হচ্ছিল, আমি যেন আমার মা'কে জড়িয়ে ধরে আছি। মজার ব্যাপার কী জানেন? প্রথম শরণার্থী শিবিরেই আমার মা এবং দাদুকে পাওয়া গেল।

বলো কী?

জি। তবে আমাদের দেখা হওয়ার কোনো স্মৃতি আমার মাথায় নেই। শুধু মনে আছে আমার মা, দাদু আর শাহেদ চাচা তিনজনেই খুব কাঁদছিলেন। শাহেদ চাচার কান্না দেখে আমার খুবই মজা লাগছিল। আমি তাকিয়েছিলাম শাহেদ চাচার দিকে।

কংকন কাঁদছে। প্রথমে নিঃশব্দে কাঁদছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'হাতে মুখ ঢেকে শব্দ করে কাঁদতে শুরু করল। অ্যাপার্টমেন্টের বেল বাজছে। হয়তো কংকনের স্বামী তার সন্তানকে ছবি দেখিয়ে ঘরে ফিরেছে। কংকন দরজা খোলার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছে না। সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে নিজের কান্না থামাতে।

রোরুদ্যমান তরুণীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার মনে হলো, কংকন কাঁদছে না। কাঁদছে আমাদের বাংলাদেশ। আমাদের জননী।

www.MurchOna.com

আগরতলার যে হোটেলে শাহেদ উঠেছে তার নাম নিরালা। স্কুলঘরের মতো লম্বা একতলা দালান। টিনের ছাদ। জানালা দিয়ে টিলা এবং দূরের শালবন দেখা যায়। হোটেলের রুম খুপড়ির মতো হলেও প্রচুর আলো-বাতাস খেলে। হোটেলের রান্না ভালো। সবজি এবং অড়হড়ের ডালের মিশ্রণে যে খাদ্যটি তৈরি হয় তা অতি স্বাদু। হোটেলের মালিকের নাম মিশ্র। তিনি প্রথম পরিচয়েই শাহেদকে বলেছেন, বাংলাদেশের সব মানুষ আমারে ডাকে মিছরি বাবু। আপনিও তাই ডাকবেন। আমি আসলে বাংলাদেশেরই মানুষ। কুমিল্লার নবীনগরে আমার মায়ের বাড়ি।

শাহেদ বলল, কেমন আছেন ভাই ?

মিছরি বাবু আনন্দিত গলায় বললেন, ভালো আছি, তবে আপনাদের দুঃখ-কষ্ট দেখে মনটা অস্থির।

শাহেদ বলল, আপনার হোটেলটা ভালো। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

মিছরি বাবু বললেন, জলের কিছু সমস্যা আছে। মানুষ বেশি হয়ে গেছে। সাপ্লাই-এর জল পাওয়া যায় না। নিজগুণে ক্ষমা করবেন। প্রতিদিন স্নান করা সম্ভব না। ফতু বলে একটা ছেলে আছে, তারে একটা টাকা দিলে দুই বালতি জল এনে দিবে।

শাহেদ এই হোটেলে আছে চারদিন ধরে। প্রতিদিনই সে এক টাকা খরচ করে দুই বালতি পানি আনাচ্ছে। ঘুমুতে যাবার আগে দুই বালতি পানি খরচ করে দীর্ঘ গোসল করে। রাতে খুব ভালো ঘুম হয়। ভোরবেলায় ঘুম ভাঙার পর তার মনে হয়, এত শান্তির ঘুম সে দীর্ঘদিন ঘুমায় নি। রাতে ঘুম ভাঙিয়ে মিলিটারি ধরে নিয়ে যাবে— এ ধরনের কোনো দুশ্চিন্তা নেই। বিহারিরা ঘুমন্ত অবস্থাতেই জবাই করে যাবে সেই আশঙ্কা নেই। প্রায়ই তার মনে হয়, সে পৃথিবীতে বাস করছে না। সে বেহেশতি আরামে আছে।

কংকনকে সে তার মায়ের হাতে তুলে দিতে পেরেছে— এই ঘটনাটা তার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়। এই অসম্ভব কীভাবে সম্ভব হয়েছে ? তাহলে কি সত্যি

www.MurchOna.com

এমন কেউ আছেন যিনি আমাদের দিকে লক্ষ রাখছেন ? তিনি তাঁর বিচিত্র কৌশলে হারানো শিশুদের ফিরিয়ে দিচ্ছেন বাবা-মা'র কোলে ? পঁচিশে মার্চের পর এই বিশ্বাস প্রায় ভেঙে পড়তে বসেছিল। এখন আবার ফিরে আসছে।

কংকনের ঘটনার পর শাহেদের ভেতর কেমন এক আলস্য এসে গেছে। তার কাছে মনে হচ্ছে, তার দায়িত্ব শেষ হয়েছে। এখন সে বিশ্রাম করতে পারে। আগরতলা নামের এই দেশ যার নাম শুনেছে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র সময়, সেই আগরতলা এখন ট্যুরিস্টের মতো দেখা যেতে পারে। নিশ্চয়ই অনেক কিছু দেখার আছে। শাহেদের এইটাই প্রথম বিদেশ ভ্রমণ। বিদেশ ভ্রমণ সে কীভাবে করবে ? তার পাসপোর্টও নেই। এখন পাসপোর্ট ছাড়াই চলে এসেছে বিদেশে।

আসমানীদের খোঁজ সে প্রথম দুই দিনেই নিয়েছে। সবক'টা শরণার্থী শিবির দেখেছে। লস্ট পারসন ব্যুরোতে খোঁজ নিয়েছে। এখানকার প্রতিটি হোটেলের অতিথি তালিকা দেখেছে। আসমানীরা আগরতলায় নেই। তারপরেও কিছুই বলা যায় না, হয়তো দেখা যাবে কোনো একদিন সে রাস্তায় ভাড়ে করে চা খাচ্ছে— হঠাৎ বাচ্চা একটা মেয়ে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। ধরার সময় এমন ধাক্কা লেগেছে যে তার হাত থেকে চায়ের খুড়ি পড়ে ভেঙে গেল। সে বিরক্ত হয়ে ধমক দিতে যাবে তখন মেয়েটা বলবে— বাবা বাবা আমি। কংকনের ক্ষেত্রে যদি এ রকম ঘটতে পারে, তার মেয়ের ক্ষেত্রে কেন ঘটবে না ?

শাহেদ এক সন্ধ্যায় সিনেমাহলে গিয়ে সিনেমা দেখে এলো। উত্তম-সুচিত্রার ছবি *সাগরিকা*। খুবই ভালো লাগল ছবি দেখে। ছবিঘর থেকে বের হয়ে মনে হলো, সব ঠিক আছে। আমি ভালো আছি। আসমানীরাও ভালো আছে। এই ছবিটাই আমি কোনো একদিন আসমানীকে নিয়ে দেখব। অবশ্যই দেখব।

কংকনরা যে শরণার্থী শিবিরে ছিল, শাহেদ সেখানে আর যায় নি। যদিও তার উচিত প্রতিদিন একবার গিয়ে খোঁজ নেয়া। কেন জানি শাহেদের এটা করতে ইচ্ছা করে না। একদিন শিবিরের কাছাকাছি গিয়ে ফিরে এলো। কেন এ রকম হচ্ছে কে জানে ? কংকনকে দেখলেই নিজের মেয়ের কথা মনে পড়বে— এই ভেবেই কি এ রকম হচ্ছে ? হতে পারে।

মিছরি বাবুর কাছে ঠিকানা নিয়ে একদিন সে নীরমহল দেখে এলো। ত্রিপুরার মহারাজাদের প্রাসাদ। পানিতে প্রাসাদের ছায়া পড়েছে। দূরে নাগকেশর ফুলের বন। কী অপূর্ব দৃশ্য! শাহেদ তৎক্ষণাৎ ঠিক করল, দেশ স্বাধীন হলে অতি অবশ্যই সে আসমানীকে নিয়ে এদিকে আসবে। উঠবে হোটেল নিরালায়। সেখান থেকে কোনো এক সন্ধ্যায় যাবে নীরমহল দেখতে। সেখান থেকে শালবন, শালবন দেখে নাগকেশরের বন। ঐ গানটা যেন কী ?

www.MurchOna.com

হেলিয়া দুলিয়া পড়ে নাগকেশরের ফুল।
বালা নাচ তো দেখি।
বালা নাচ তো দেখি।

একদিন সে গেল মুক্তিযোদ্ধারের ক্যাম্প দেখতে। জায়গাটার নাম মেলাঘর। বাংলাদেশের কসবা এবং ভারতের ভিলুনিয়ার মাঝামাঝি একটা জায়গা। ক্যাম্পের দায়িত্বে আছেন দুই নম্বর সেক্টর অধিনায়ক মেজর খালেদ মোশাররফ। ঘন জঙ্গলের ভেতর সেই ক্যাম্প। পানির বড়ই অভাব। সব অভাব সহ্য করা যায়, পানির অভাব না। শত শত যুবক ছেলে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। তাদের একজনের সঙ্গে শাহেদের পরিচয় হলো। নাম ইফতেখার।* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার ছাত্র। সেকেন্ড ইয়ার অনার্স।

শাহেদ বলল, কেমন আছেন ভাই ?

ইফতেখার বলল, ভালো আছি।

আপনার কি ট্রেনিং শুরু হয়েছে ?

এখনো হয় নাই। নাম লেখালেখি চলছে।

আপনাদের খাওয়া-দাওয়া কী ?

দুইবেলা খাই। রাতের খাওয়াটা ভালো হয়।

রাতের খাওয়াটা ভালো হয় কেন ?

ইফতেখার হাসিমুখে বলল, অন্ধকারে খাই তো এই জন্যে ভালো হয়।

শাহেদ বলল, বুঝলাম না।

ভাতে অসংখ্য সাদা সাদা কীরার মতো থাকে। অন্ধকারে কীরা দেখা যায় না বলে খেতে সমস্যা হয় না। হা হা হা।

শাহেদ নিতান্তই অল্পবয়েসী এই ছেলের আনন্দময় হাসি দেখে মুগ্ধ হলো। সে বলল, ভাই, আপনি যদি কিছু মনে না করেন আপনাকে কি আমি হোটেলে একবেলা খাওয়াতে পারি ? একদিনের ছুটি নিয়ে আমার সঙ্গে শহরে আসবেন ?

ইফতেখার বলল, না। তবে আপনি আমাকে একটা সিগারেট খাওয়াতে পারেন। আগে সিগারেট খেতাম না। এখন ধরেছি।

---

*দুর্ধর্ষ ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্য হিসেবে ইফতেখার ঢাকা শহরে যথাসময়ে প্রবেশ করে। এই ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্যরা ব্যতিব্যস্ত করে রাখে ঢাকা শহরের পাকিস্তানি বাহিনীকে। 'মুক্তি' শব্দটাই তাদেরকে তখন আতঙ্কে অস্থির করে তুলত। তারা তখন ঘরে ঘরে অনুসন্ধান চালাত, একটাই তাদের প্রশ্ন— 'মুক্তি কাহা ?' কোথায় মুক্তি ? শহীদ জননী জাহানারা ইমামের পুত্র দুঃসাহসী রুমি এই গ্রুপেরই একজন সদস্য ছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে তিনি ২৯ আগস্ট ধরা পড়েন। তারা বাংলার এই বীর সন্তানকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

www.MurchOna.com

শাহেদ খুবই লজ্জার মধ্যে পড়ে গেল। তার সঙ্গে সিগারেট নেই। সে বলল, আমি কাল আপনার জন্যে সিগারেট নিয়ে আসব। কয়েক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আসব।

কোনো দরকার নেই।

শাহেদ বলল, দরকার আছে। অবশ্যই দরকার আছে। আমি কাল আসব। এমনিতেই আমার আসতে হবে। আমি আপনাদের সঙ্গে যোগ দেব। এখানকার রিক্রুটিং অফিসার কে ? মুক্তিযোদ্ধা হতে যোগ্যতা কী লাগে ? নিশ্চয়ই সাহস লাগে। আমার একেবারেই সাহস নেই।

ইফতেখার বলল, আমারো নাই।

শহরে ফিরতে শাহেদের অনেক রাত হলো। ট্রাকের পেছনে চড়ে উঁচু-নিচু রাস্তায় অনেক দূর আসা। পথে কয়েক দফা বৃষ্টির মধ্যে পড়তে হলো। পাহাড়ি বৃষ্টি। এই আছে এই নাই। তার জ্বর উঠে গেল ট্রাকেই।

রাতে শাহেদ কিছু খেতে পারল না। জ্বর হু-হু করে বাড়তে লাগল। একটা কম্বলে শীত মানে না। হোটেলের বয়কে দিয়ে আরেকটা কম্বল আনানো হলো। মিছরি বাবু একবার এসে দেখে গেলেন। কিছু ট্যাবলেট দিলেন। প্রবল জ্বরের ঘোরে শাহেদ স্বপ্ন দেখল আসমানীকে। যেন আসমানী ঢাকায়, তার বাসার শোবার ঘরে বসে আছে। রুনির জ্বর এসেছে। সে রুনির মাথায় জলপট্টি দিচ্ছে। রুনির সঙ্গে রাগী রাগী গলায় কথা বলছে— তোর বাবার কাণ্ডটা দেখেছিস ? আমরা ঢাকায় এসেছি আর সে বসে আছে আগরতলায়। তার কি বুদ্ধিশুদ্ধি পুরোটাই গেছে ?

রুনি বলল, বাবাকে বকা দিও না মা।

আসমানী বলল, বকা দিব না তো কী করব ? আমি একা মানুষ। আমি তোকে এখন কার কাছে নিয়ে যাব ? কে ডাক্তার ডেকে আনবে ?

রুনি বলল, বাবা ডাক্তার ডেকে আনবে। বাবা চলে আসবে।

স্বপ্ন দেখে শাহেদের ঘুম ভেঙে গেল। পরদিন ভোরেই গায়ে একশ' দুই ডিগ্রি জ্বর নিয়ে সে রওনা হলো ঢাকার দিকে।

www.MurchOna.com

৩০ জুলাই, ১৯৭১

বিকালে বৌমা আমি হাসিনার* ছেলে দেখতে হাসপাতালে গেলাম। কী ভীষণ দুর্ব্যবহার যে করল ওখানের মিলিটারি পাহারাদারটা! হাসিনার মা মাত্র দশ মিনিটের জন্যে গতকাল ওদের দেখতে পেয়েছিলেন। আজ হতে কড়া নিয়ম চালু করা হলো, কোনো মানুষই আর ওদের দেখতে যেতে পারবে না। এ যে কী অমানুষিক ব্যবহার! জেলখানার কয়েদিও সাক্ষাতের জন্য সময় পায়। আল্লাহ্ আর কত যে দেখাবে! আজও ছোটনের চিঠি নেই, কারোর কোনো খবর নেই। আল্লাহর হাতে সঁপে দিয়েছি, আল্লাহ্ মেহেরবান।*

*সূত্র : বেগম সুফিয়া কামালের দিনলিপি— মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তির জয়।
হাসিনা— শেখ হাসিনা। পরে প্রধানমন্ত্রী। পুত্রের নাম জয়।

www.MurchOna.com

৮ আগস্ট, ১৯৭১

'সানডে টাইমস'-এ প্রকাশিত সাংবাদিক রালফ্ শ-র নেয়া পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়ার সাক্ষাৎকার।

প্রেসিডেন্ট বলছেন, শেখ মুজিব পাকিস্তানের সর্বোচ্চ কারাগারে জীবিত ও সুস্থ আছেন। তবে আজকের পর তাঁর জীবনে কী হবে সেই ওয়াদা আমি দিতে পারছি না।

দেশের আইন অনুসারে তাঁর বিচার হবে। তার মানে এই নয় যে, আগামীকালই আমি তাকে গুলি করব। তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যুও তো হতে পারে। তাঁকে সর্বোচ্চ শ্রেণীর কারাগারে রাখা হয়েছে। তাঁকে কোনো পরিশ্রম করতে হয় না। বিছানা, পাখা ও গরম পানির ব্যবস্থা সমেত ছোট ঘর তার রয়েছে। দেখাশোনার জন্যে একজন ডাক্তারও আছেন।

পশ্চিম পাকিস্তানি খাবারের কারণে শেখ মুজিবের স্বাস্থ্য সাময়িকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছিল, তবে এখন তাকে বাঙালি খাবার দেয়া হচ্ছে। তার ওজন আবার বেড়েছে।

তিনি এখনো দৈনিক বিশ থেকে এক ডজন গালগপ্পো করেন। কথার তুবড়ি ছোটান।

www.MurchOna.com

লায়ালপুরের (বর্তমান নাম ফয়সলাবাদ) জেলের একটি বিশেষ কক্ষ। সেই বিশেষ কক্ষে আটকে রাখা হয়েছে একজন 'বিশেষ' বন্দিকে। তাঁর উপর কঠিন খবরদারি। সশস্ত্র প্রহরীদের একটি দল সার্বক্ষণিক নজর রাখছে। বন্দি এখন কী করছেন ? তাঁর অভ্যাসমতো সেলের ভেতর হাঁটাহাঁটি করছেন ? নাকি সেলের জানালায় বাইরের আকাশ দেখার চেষ্টা করছেন ?

বন্দির কর্মকাণ্ড তিনে সীমাবদ্ধ। কোরান শরীফ পাঠ করা। সেলের জানালায় আকাশ দেখার চেষ্টা করা এবং হাঁটাহাঁটি করা। প্রহরীদের কেউ কেউ বন্দিকে সালাম দেয়। বন্দি তাদের সালামের জবাব দেন। সেই খবর আবার তাৎক্ষণিকভাবে জেলারকে দিতে হয়। বন্দির কর্মকাণ্ডের প্রতিটি খুঁটিনাটি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়াকে জানাতে হয়।

বন্দির অবস্থান, তাঁর দিনযাপন বিষয়ে পৃথিবীর কোনো মানুষ কিছু জানে না। চরম গোপনীয়তা। তবে নানান গুজব দেশী এবং বিদেশী পত্রপত্রিকায় আসছে। পাকিস্তান সরকার এইসব গুজবের সত্য-মিথ্যা নিয়েও কিছু বলছে না। শেখ মুজিবর রহমান বিষয়ে তাদের কিছু বলার নেই।

একটি জোর গুজব যা কোলকাতার স্টেটমেন্ট পত্রিকাতেও এসেছে তা হলো— শেখ মুজিব অনশন করছেন। অনশন শুরু হয়েছে জুন মাস থেকে। তিনি জানিয়েছেন, স্ত্রী এবং সর্বকনিষ্ঠ সন্তান রাসেলের সঙ্গে দেখা হলেই তিনি অনশন ভঙ্গ করবেন। তিনি এখন দিনরাত লিখে চলছেন। পাতার পর পাতা লেখা হচ্ছে। কী লেখা কেউ জানে না।

এমনও রটনা হলো যে, শেখ মুজিব পাগল হয়ে গেছেন। তিনি সারাদিন সারারাত দুর্বোধ্য বক্তৃতা করেন। যখন বক্তৃতা করেন না তখন বিড়বিড় করেন।

শেখ মুজিবর রহমান অস্থির সময় কাটাচ্ছিলেন। যে চিন্তা তাঁকে গ্রাস করে রেখেছিল তা হচ্ছে— তাকে মেরে ফেলা হবে, না জীবিত রাখা হবে ? পাইপ টানতে টানতে তিনি প্রায়ই এই হিসাব করেন (কারাগারে তাঁকে তামাক নামক

www.MurchOna.com

একমাত্র বিলাসদ্রব্যটি সরবরাহ করা হতো)। পাকিস্তানি মিলিটারি যদি যুদ্ধে জয়লাভ করে, তাহলে অবশ্যই তাঁকে হত্যা করা হবে। যদি পরাজিত হয় তাহলে কী হবে ? পরাজিত হলেও তাঁকে হত্যার সম্ভাবনা। প্রতিশোধ নেবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকেই এটা করা হবে। সেই হত্যা প্রক্রিয়াটি কী রকম হবে ? তাঁকে কি ফাঁসি দেয়া হবে, নাকি ফায়ারিং স্কোয়াডে নেয়া হবে ? পুত্র রাসেলের প্রিয়মুখ কি মৃত্যুর আগে দেখে যেতে পারবেন না ? তাঁর বড়মেয়েটির সন্তান হবার কথা। তা কি হয়েছে ?

নিজের পুত্রকন্যাদের কথা যখনই তাঁর মনে হয়, তখনি তিনি খানিকটা লজ্জিত বোধ করেন। এ-কী, দেশের কথা একপাশে সরিয়ে তিনি কিনা নিজের প্রিয়মুখগুলির কথা ভাবছেন! একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপকার তিনি। দেশের প্রতিটি মানুষ তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। আর তিনি কি-না তাঁর মৃত্যু কীভাবে হবে তাই নিয়ে ভাবছেন ?

মাঝে-মাঝে তাঁর ঘোরের মতো হয়। তিনি শুনতে পান তার জীবনের মধুরতম শব্দ 'জয় বাংলা'। হৃদয়ের গভীর গোপন কোনো জায়গা থেকে কেউ একজন বলে, 'ভয় পেও না। এই মধুর শব্দ তুমি আবারো শুনবে।' তাঁর নিজের ভাষ্যমতে— 'একে বলতে পারেন স্বজ্ঞা, টেলিপ্যাথি, ইন্দ্রিয় কিংবা অন্য যা খুশি তাই। কিংবা সম্ভবত এটা এক ধরনের ঐশী প্রেরণা, আমি যেটা জানি তা হলো আমার মন বলছিল বিজয় আমাদের হবেই।'

আগস্ট মাসের তিন তারিখ টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন— 'রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে শেখ মুজিবকে বিচার করা হবে।'

অতি দ্রুত বিচারপর্ব শুরু হলো। তারিখ ৯ আগস্ট। প্রধান বিচারক পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ার। তার সঙ্গে আছেন দু'জন কর্নেল, একজন উইং কমান্ডার, একজন নেভাল কমোডর ও একজন (একমাত্র সিভিলিয়ন) জেলা সেশন জজ।

শেখ মুজিব আত্মপক্ষ সমর্থনে অস্বীকৃতির কথা জানান এবং কোনো আইনজীবীর সঙ্গে বসতে রাজি হন না। বিচার চলতে থাকে। প্রতিদিন ভোরবেলা শেখ মুজিবকে কঠিন পাহারায় বিচারকক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। বিকেল পাঁচটায় আবারো সেলে ফিরিয়ে আনা হতে থাকে।

বিচারকক্ষটি লায়ালপুর জেলের ভেতরই। লাল ইটের দালান। বন্দিকে লোহার চারটি ভারি দরজা পার হয়ে লম্বা সরু করিডোর দিয়ে আদালতে প্রবেশ করতে হতো। পাহারা থাকত সাব-মেশিনগান হাতে যুদ্ধসাজে সজ্জিত একদল কমান্ডো।

www.MurchOna.com

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে দেখে সবসময়ই নেশাগ্রস্ত মনে হয়। মনে হয় তিনি তার প্রিয় সুরা ব্ল্যাকডগে আকণ্ঠ ডুবে আছেন। অতি গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়েও তার কথাবার্তা থাকে জড়ানো। এতে তিনি কোনো অস্বস্তি বোধ করেন না।

আজ তাকে নেশাগ্রস্ত মনে হচ্ছে না। তিনি একগাদা ফাইল নিয়ে বসেছেন। দ্রুত ফাইল ক্লিয়ার করা হচ্ছে। তার হাতে সময় নেই। চীনা রাষ্ট্রদূত প্রেসিডেন্ট ভবনে তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আসছেন। দশ মিলিয়ন ডলার অর্থ সাহায্য চীনের কাছ থেকে পাওয়া গেছে। এখন আলাপ আলোচনা চলছে এক জাহাজ বোঝাই সমরাস্ত্র নিয়ে, এর মধ্যে হালকা চৈনিক ট্যাংকও আছে। চীনা রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আজকের আলোচনা এই কারণেই অতি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রেসিডেন্টের অতি ব্যস্ততার মধ্যে ঘরে ঢুকলেন জুলফিকার আলি ভুট্টো। প্রেসিডেন্ট এক ঝলক ভুট্টোর দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার যা বলার বলুন। আমি কাজ করতে করতে আপনার কথা শুনব। আজ আমার সীমাহীন ব্যস্ততা।

জুলফিকার আলি বললেন, শেখ মুজিবকে কি মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে ?

প্রেসিডেন্ট কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বললেন, অবশ্যই।

ফর গডস সেক। ডোন্ট ডু দ্যাট।

না কেন ?

আপনার হাতে মৃত্যুর চেয়ে সে বড় মাপের মানুষ।

জুলফি, আপনার ধারণা তাকে হত্যা করার মতো বড় আমি না ?

তাকে হত্যা করলে সারা পৃথিবী আমাদের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। বিশেষ করে আমেরিকানরা। আমেরিকানরা আপনাকে যত খুশি বাঙালি মারতে দেবে, কিন্তু নট শেখ মুজিব।

জুলফি, আপনি কি মনে করেন আমেরিকানদের মনোভাব আমি জানি না ? খুব ভালো যোগাযোগ তাদের সঙ্গে আমার আছে। শেখের কী হলো নিক্সন তার পরোয়া করে না। আমি নিক্সনকে ভালোমতো জানি। আমরা যোগাযোগ রেখে চলি। আপনার সঙ্গে আমি এখন আর কথা বলতে পারছি না, চীনা রাষ্ট্রদূত আসছেন। শুনুন জুলফি, আমি শেখকে অবশ্যই ফাঁসির দড়িতে ঝুলাব। যে ঝামেলায় সে আমাকে ফেলেছে তাকে তার মূল্য দিতে হবে। Good bye.*

---

*সূত্র : ১. *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব : এ লিডার উইথ এ ডিফারেন্স*। ওবায়দুল হক।
২. *পাকিস্তানের কারাগারে শেখ মুজিবের বন্দি জীবন*। আহমেদ সালিম, অনুবাদ মফিদুল হক।
৩. *দি ডিক্লাইন এন্ড ফল অব শেখ মুজিব*। রায়হান ইন্টারন্যাশনাল, তেহরান, আগস্ট ১, ১৯৭১

www.MurchOna.com

সূত্র : দৈনিক বাংলা
তারিখ : ৪ জানুয়ারি, ১৯৭২
শিরোনাম : বেগম মুজিব কিভাবে কাটিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি

বেগম মুজিবের বিষাদঘন দিনগুলোর কয়েকটি কথা

নববর্ষের দিন সূর্যের আলোয় পথ চিনে এগিয়ে গেলাম, আঠার নং রোডের দুর্গসদৃশ সেই বাড়িটার দিকে। বাইরের ঘরেই বসেছিলেন বেগম শেখ মুজিব। হাসিমুখেই আহ্বান জানালেন আমাকে। বাড়িটার উল্লেখ করতেই হেসে বললেন— এটা তো তবুও একটা মাথা গুঁজবার ঠাঁই, কিন্তু ২৫শে মার্চের পর পুরো দেড় মাস তাও কোথাও পাই নি। আজ এখানে কাল সেখানে, এমনি করে সেই মাসে কম করে হলেও চৌদ্দ পনেরটা বাসা বদল করেছি।

হাসছিলেন বেগম মুজিব, কিন্তু দেখলাম হাসির মাঝে কেমন জানি অস্পষ্ট এক বিষণ্নতার ছোঁয়ায় করুণ হয়ে উঠেছে তাঁর চোখের দৃষ্টি।

২৫শে মার্চের সেই ভয়াবহ রাত। অন্ধকার শোবার ঘরটাতে বিছানায় শুয়ে শেখ সাহেব শুনছিলেন বাইরে বোমায় বিধ্বস্ত ঢাকার আর্তনাদ। উত্তেজনায় এক এক সময় উঠে বসছিলেন তিনি।

ঠিক এমনি এক মুহূর্তে গুলির একটি টুকরো জানালা ভেদ করে ছোট ছেলে রাসেলের পায়ে আস্তে করে লাগে। অন্ধকারে হাতড়ে গুলিটা কুড়িয়ে নিয়েছিলেন শেখ সাহেব। আর সেই দুঃসহ রাতেই নরপিশাচরা তাকে বন্দি করে নিয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে তখন ছিলেন বেগম মুজিব, আর তার দু'ছেলে।

২৬শে মার্চ— সমস্ত দিন ছিল কারফিউ। গোলাগুলির শব্দ তখনও থামে নি। নিস্তব্ধ বাড়িটা জুড়ে যেনো এক ভৌতিক বিভীষিকা মাথা খাড়া করে উঠেছে। সামনে ধানমণ্ডি বালিকা বিদ্যালয়ে তাক করে রাখা বড় বড় কামানের মুখগুলো আমার

www.MurchOna.com

বাসার দিকে। ভয়ে জানালাগুলো পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে পারি নি। দুপুরে কারফিউর মধ্যেই এবাসা ওবাসা করে বড় ছেলে কামাল এসে পৌছালো।

রাত এলো। সেই আঁধার কালো রাত। ইয়াহিয়া খানের হিংস্রভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে বলা বিবৃতি শুনেই নিজেদের অবস্থা বুঝতে পারলেন বেগম মুজিব। তাই কালবিলম্ব না করে ছোট ছেলে আর মেজ ছেলেকে নিয়ে পাঁচিল টপকে প্রতিবেশী ডাক্তার সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। অন্যদিকে বড় ছেলে কামাল এবং মহিউদ্দীন সাহেব পালালেন অন্যদিকের পাঁচিল ডিঙিয়ে। রাত ১১টা থেকেই তোপ দাগার শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড়। কতকটা চেতন কতকটা অচেতন অবস্থায় বেগম মুজিব ২৬শে মার্চের সেই ভয়াবহ রাতে শুনলেন তাঁর আদরের বাড়িতে গোলাগুলির শব্দ। রাত ১১টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত। সেরাতে এভাবে না পালালে তাঁর এবং তাঁর সন্তানদের ভাগ্যে কী যে ঘটতো আজও তিনি তা ভাবতে পারেন না।

২৭শে তারিখ সকালে বাচ্চা দুটো সাথে নিয়ে তিনি আবার পালালেন। পুরো দেড় মাস এ বাসা ও বাসা করেন। শেষে মগবাজারের এক বাসা থেকে পাক বাহিনী তাঁকে আঠারো নং রোডের এই বাসায় নিয়ে আসে।

১৮নং রোডে আসবার পূর্বকার মুহূর্তটি স্মরণ করে গম্ভীর হয়ে গেলেন বেগম মুজিব। বললেন— 'আমি তখন মগবাজারে একটা বাসায় থাকি। আমার বড় মেয়ে হাসিনা তখন অন্তঃসত্ত্বা। সে, জামাই, আমার দেওর, জা, মেয়ে রেহানা, পুত্র রাসেলসহ বেশ কয়েকজন একসাথে ছিলাম মগবাজারের বাসাটাতে। হঠাৎ একদিন পাকবাহিনী ঘেরাও করে ফেলল বাসাটা। একজন অফিসার আমাকে জানাল যে আমাকে তাদের তত্ত্বাবধানে অন্যত্র যেতে হবে। জানি না কী হবে। ঠিক সেই মুহূর্তটাতে ভীষণ সাহসী হয়েছিলাম আমি। কড়াভাবেই সেই অফিসারকে বললাম, লিখিত কোনো আদেশপত্র না দেখালে আমি এক পা-ও বাড়াব না। উত্তরে সে উদ্ধতভাবে জানাল যে ভালোভাবে তাদের সাথে না গেলে তারা অন্য পন্থা গ্রহণ করবে। তখন বাধ্য হয়ে আমি বললাম যে, আমার মগবাজার বাসায় যারা আছেন তাদের প্রত্যেককে আমার সাথে থাকতে দিতে হবে। আমার কথায় তারা নিজেরা কী যেন আলোচনা করল, পরে তারা রাজি হয়ে নিয়ে এলো আমাদেরকে ১৮নং রোডের এই বাসাটাতে।

১৮নং রোডে আসার প্রথম দিনের কথা বলতে গিয়ে আবার হেসে ফেললেন বেগম মুজিব। ময়লা আবর্জনা পূর্ণ এই বাড়িটাতে

www.MurchOna.com

তখন বসবার মতো কোনো আসবাবপত্র দূরে থাক, একটা মাদুর পর্যন্ত ছিল না। জানালার পাশ ঘেঁসা ৩/৪ ফুট প্রশস্ত একফালি জায়গায় ঘেঁসাঘেঁসি করে বসেছিলেন তিনি এবং পরিবারের সমস্ত সদস্যরা।

অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে এইভাবে কষ্ট করে বসে থাকতে দেখে সেদিন বুক ফেটে যাচ্ছিল তাঁর। মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেন নি, শুধু অসহায়ভাবে তাকাচ্ছিলেন চারিদিক। হয়তো অসহায়ের করুণ ডাক আল্লাহতায়ালা সেদিন শুনেছিলেন। প্রহরী পাক-বাহিনীর এক পাঠান অফিসার অনুভব করেছিল তাঁর অসহায় অবস্থাকে। সেই অফিসার একজন ঝাড়ুদার সংগ্রহ করে পরিষ্কার করে দেয় ঘর দুয়ার— সংগ্রহ করে দিয়েছিল কয়েকটি চেয়ার এবং একটি কম্বল।

বন্দি জীবনের নৃশংস পাক-পাহারাদার বাহিনীর মধ্যে এই অফিসারটিই ছিল কিছুটা ব্যতিক্রম।

ধানমণ্ডির এই বাড়িটার মাঝে অনেক দুঃখ দৈন্যের স্মৃতি চিরদিনের মতো বেগম মুজিবের বুকে আঁকা হয়ে গেছে, তবুও এই বাসাতেই তিনি তার প্রথম আদরের নাতিকে বুকে নিতে পেরেছিলেন— এ স্মৃতি তাঁর কাছে কম উজ্জ্বল নয়।

দৈনিক বাংলা

বেগম মুজিবের সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকার

ডিসেম্বরের দুপুর। বঙ্গবন্ধুর ৩২নং রোডের বাড়ির দ্বিতলের বসবার ঘরে বসে কথা বলছিলাম বেগম মুজিবের সাথে। গত বছরের বন্দি জীবনের দুর্বিষহ ও ভয়ঙ্কর মুহূর্তগুলোর কথা। বর্ণনা করছিলেন তিনি...

২৬শে মার্চের পর পরই বড় ছেলে কামাল চলে গেছে ওপারে। হাসিনার শরীর খারাপ। তবুও অসুস্থ শরীরে সে-ই ছিল আমার সব চেয়ে ভরসা।

মে মাসের ১২ তারিখ। ১৮নং রোডের সেই একতলা কারাগৃহে আমাদের নেয়া হয়। হানাদারদের পাহারাতে জীবন কাটাচ্ছিলাম আমি। বাসার যে সব প্রহরী ছিল, তাদের মধ্যে দু'জন সাদা পোশাকধারী সিভিল আর্মড ফোর্সের লোকও ছিল। এরা কার্যত আর্মির প্রহরীদের ঠিক রাখতো।

একদিনের ঘটনা। আমার শোবার ঘরে জামাল আর রেহানা ঝগড়া করছিল। বন্দি জীবন জামালের মতো ছেলে সহ্য করতে পারছিল না। কেমন যেন ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

সেদিন তাই ওদের দু'ভাই বোনের ঝগড়াটা একটু বেশি

www.MurchOna.com

রকমের শুরু হয়েছিল। ওদের ঝগড়ার মাঝেই হুট করে ঘরের মধ্যে সিভিল আর্মড ফোর্সের একজন অফিসার ঢুকল। চোখ লাল করে হিংস্রভাবে সে জামালকে বলল, তুমি আজকাল বেশি বাড়াবাড়ি করছ। এভাবে গোলমাল করলে আমরা তোমাকে আর্মি ক্যাম্পে নিয়ে যাব। পা দু'টো উল্টো করে বেঁধে তোমাকে চাবুক মারা হবে। জীবনে আর যাতে কারো মুখ দেখতে না পাও, সে ব্যবস্থাও করা হবে। বেশ চিৎকার করেই অফিসারটি কথাগুলি বলেছিল। আমি প্রথমে পাথর হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে তাকে বেরিয়ে যেতে বললাম ঘর থেকে। একটা হিংস্র দৃষ্টি সে আমাদের ওপর নিক্ষেপ করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অফিসারটি চলে যাবার পর বেগম মুজিব তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করে নিলেন। সে দিনই তিনি অফিসারটির জঘন্য আচরণের সমস্ত ঘটনা প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে সমস্ত উপর মহলেই লিখে জানালেন।

কিন্তু এ ঘটনার পর থেকেই জামাল যেন আরও অশান্ত হয়ে উঠল। পালাবার জন্য সমস্ত সময় সে সুযোগ খুঁজত। ২৭শে জুলাই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে হাসিনার সন্তান হলো। আমাদের জীবনে এলো প্রথম নাতি। অথচ তাঁকে দেখবার জন্য আমাদের কাউকেই অনুমতি দেয়া হলো না। ঘরের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করেছিলাম সেদিন। কেঁদেছিলাম পাক করুণাময় আল্লাহতায়ালার দরগায়।

৫ই আগস্ট জামাল পালিয়ে গেল বাসা থেকে। কয়েকদিন আগে থেকেই পালিয়ে যাবার জন্য সে চেষ্টা চালাচ্ছিল। আমাকে বলছিল আমি যদি পালাতে পারি তাহলে ৩/৪ ঘণ্টা ওদেরকে কোনো খবর দিও না। জামাল পালাবার পর বুঝতে পারলাম যে ও পালিয়েছে। মন আবার অশান্ত হলো। যদি ধরা পড়ে শেষ হয়ে যায়, আবার সান্ত্বনা পেলাম বাঁচলে এবার ও বাঁচার মতো বাঁচবে। বেলা দু'টায় খাবারের সময় ওর খোঁজ পড়ল। খোঁজ খোঁজ, চারিদিকে খোঁজ। কিন্তু জামাল কোথায় ? সন্তানের খোঁজে আমি তখন দিশেহারা হবার ভান করলাম।

সরাসরি চিঠি পাঠালাম ওপর মহলে। আমার ছেলেকে তোমরা ধরেছ। এবার ফিরিয়ে দাও। হানাদারদের তরফ থেকে কিছুই বলার ছিল না। কেননা আগেই আমি এ সম্পর্কে সজাগ হবার জন্য চিঠি লিখেছিলাম সর্বত্র। তদন্তের জন্য যে কর্নেলকে পাঠানো হয় সে মনে মনে শঙ্কিত হলো। হয়তো সত্যিই ওদের বাহিনীর কেউ জামালকে গুম করেছে। আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে কর্নেল ফিরে গেলেন। কিন্তু আমাদের ওপরে কড়াকড়ির মাত্রা আরেক দফা বাড়ল।

www.MurchOna.com

আগস্ট মাসের শেষের দিকে জামালের চিঠি পেলাম। এসময় আমার শাশুড়ির শরীর বেশি খারাপ থাকায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। প্রতিদিন দু'ঘণ্টার জন্য আমাকে হাসপাতালে যাবার অনুমতি দেয়া হলো। রোগী দেখার ভান করে ওপার থেকেও অনেকেই আসত। ওদের মাথায় হাত রেখে হানাদার প্রহরীদের দেখিয়ে উপদেশ দিতাম ঠিকমতো ঘরে থেকে লেখাপড়া করার জন্য। এক ফাঁকে চিঠিটা হস্তগত করে নিজে সাথে করে নিচ পর্যন্ত পৌঁছে দিতাম ওদেরকে। ভীষণ ভয় লাগত ওদের জন্য। কিন্তু আল্লাহকে ডাকা ছাড়া কীইবা আমি করতে পারতাম তখন!

ঠিক এভাবেই কেটে গেছে আমার দিন। সামান্য যা কিছু সঞ্চয় ছিল, তা দিয়েই চলত আমার ছোট সংসার। দুঃখ-দৈন্য যন্ত্রণা দেহমনে সবকিছুই যেন আটকে গিয়েছিল। প্রতি মুহূর্ত একটি সন্দেহ দিয়ে ঘেরা মৃত্যুর রাজত্বে ধুকেধুকে দিন কাটতো আমাদের।

প্রিয়জনরা ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। জানতাম না কেমন আছে ওরা। স্বামীর জন্য আর চিন্তা করতাম না। কেননা আল্লাহ ছাড়া তাঁকে বাঁচাবার সাধ্য যে আর কারো নেই।

একথা নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। তবুও মাঝে-মাঝে শিরা উপশিরাগুলো অবশ হয়ে আসত। কোথায় আমার বুকের সন্তানেরা আর এই কারাগৃহে আবদ্ধ আমাদের জীবনের স্থায়িত্বই বা কোথায়?

নবেম্বরের শেষের দিকেই বুঝতে পেরেছিলাম ডিসেম্বরে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। আমার বন্দি জীবনে বাইরের সংবাদ আসার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু ট্রানজিস্টার সেটটা ছিল। আমরা শুনেছিলাম ভারত বাংলাদেশকে যেদিন স্বীকৃতি দেবে সেই দিনই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হবে। তিন তারিখের কলকাতার ঐতিহাসিক জনসভা শোনার জন্য তাই আমাদের প্রতীক্ষা ছিল একটু ভিন্নতর। ইন্দিরাজীর ভাষণ শেষ হলো। খুবই বিস্ময় লেগেছিল। কেন জানি ট্রানজিস্টারের সামনে থেকে নড়তে ইচ্ছা করছিল না। রাত বাড়ল, আকাশ বাণীর সংবাদ শেষ হলো। হঠাৎ ঘোষণা করা হলো শীঘ্রই বিশেষ ঘোষণা প্রচার করা হবে। সমস্ত দিনের ক্লান্ত দেহমন। পরিবারের সকলেই ঘিরে বসলাম ট্রানজিস্টারের চারিদিক। কিন্তু কোথায় সে ঘোষণা! সময় কেটে যাচ্ছিল। একে একে বাচ্চারা ঘুমুতে চলে গেল। মাথার কাছে ট্রানজিস্টারটা খোলা রেখে প্রতীক্ষা করতে করতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাঙল বিমান বিধ্বংসী কামানের কটকট শব্দে। বুঝলাম যুদ্ধ বেঁধে গেছে।

৬ই ডিসেম্বর ভারত স্বীকৃতি দিল স্বাধীন বাংলাদেশকে। সে এক অনন্য অনুভূতি। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতির সংবাদ

www.MurchOna.com

এলোমেলো করে দিচ্ছিল আমার দেহ মনকে। বাচ্চারা কাঁদছিল ওদের আব্বার জন্য। আমি চেষ্টা করছিলাম ওদেরকে সান্ত্বনা দিতে, কিন্তু স্বাধীনতার স্বীকৃতি আর অতি প্রিয়জনের মৃত্যুর আশঙ্কা আমার আত্মাকে যেন অসাড় করে তুলেছিল।

ডিসেম্বরের দিনগুলো প্রতিদিন যেন নতুন নতুন বিভীষিকা হয়ে দাঁড়াতো। ১৮ তারিখ সকালে যখন পাক আর্মিকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছিল তখন শেখ মুজিবের বাসা থেকে শুধুমাত্র সিভিল আর্মড অফিসার দুজনকে সরিয়ে নেয়া হয়। এক্ষেত্রে সিভিল আর্মড অফিসার দুজনকে ফিরিয়ে নেয়ার সাথে সাথেই আর্মি প্রহরীরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল। প্রথম দিকে ওরা আশা করেছিল যে, ওদেরও নিয়ে যাবার ব্যবস্থা নেয়া হবে। কিন্তু দুপুর পর্যন্ত যখন চারিদিক থেকে 'জয় বাংলা' ধ্বনি ভেসে আসতে লাগল তখন ভীষণ রকম ক্ষেপে গেল ওরা।

আমাদের ঘরের মধ্যে কাপড় শুকোবার জন্য তার বাঁধা ছিল। রাতে তারটা ঝনঝন করে বেজে উঠতেই সবাই দাঁড়িয়ে পড়লাম। রক্তের মতো লাল দুটো চোখ। প্রহরী দলের অধিনায়ক সুবেদার রিয়াজ দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দায়। কঠোরভাবে সে বলল, খোকাকে ডাকো। ঠাণ্ডা হয়ে বললাম, খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে। কোনো কথা থাকলে আমাকে বলতে পারো। আমার মুখের দিকে কঠোরভাবে তাকিয়ে সে বলল, সাবধানে থাকো।

মেজর তারা সিং এলেন বেলা ন'টার সময়। তারা সিং সাধারণ বেশে এসেছিলেন কিন্তু পেছনে তিনি একদল সৈন্যকে পজিশন নেয়া অবস্থাতে রেখে দিয়েছিলেন চারিদিকে। খালি হাতে শুধু ওয়্যারলেস সেট সাথে নিয়ে তিনি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ওদেরকে বুঝাচ্ছিলেন। প্রথমে ওরা সারেন্ডার করতে চায় নি। শেষে দু'ঘণ্টা সময় চেয়েছিল। গেটের সামনে থেকে ওদের কথা শুনে মেজর তারা সিং যেই পা বাড়ালেন অমনি ভেতর থেকে চিৎকার করে উঠল বাচ্চারা— আপনি যাবেন না মেজর। যাবেন না। সময় পেলেই ওরা আমাদেরকে মেরে ফেলবে। সত্যিই সময় পেলে ওরা আমাদেরকে মেরে ফেলত। কিন্তু মেজর সিং তাদের আর সে সময় দেন নি। ঢুকে পড়েছিলেন গেটের মধ্যে।

পাশের বাঙ্কার থেকে কাঁপতে কাঁপতে হানাদাররা তখন বের হয়ে আসছে আত্মসমর্পণের জন্য।

---

*সূত্র : *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ*
দলিলপত্র : ৮ম খণ্ড (পৃষ্ঠা : ৬৩৫)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়

www.MurchOna.com

হাজি মতলুব মিয়ার নির্মাণ নীলগঞ্জ জামে মসজিদ এই এলাকার সবচে' সুদৃশ্য পাকা দালান। হাজি মতলুব মিয়া জীবনের শেষপ্রান্তে এসে ধর্মকর্মে মন দেন। তিনি ঘোষণা করেন, আসল ইবাদত হলো হক্কুল ইবাদত। জনতার জন্যে কিছু করা। তিনি তখন হক্কুল ইবাদতের অংশ হিসাবে মসজিদ বানানো শুরু করেন। এই সময় তাঁর বয়স সত্তরের কাছাকাছি। নানান ব্যাধিতে আক্রান্ত। মসজিদ তৈরি যেদিন শুরু করেন, সেদিন তিনি একটা স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নে অলি ধরনের এক মানুষ, যার পরনে সাদা লম্বা কুর্তা, মাথায় পাগড়ি, হাতে বাঁকা লাঠি, তাঁকে দেখা দেন। সেই সুফি মানুষ হাতের বাঁকা লাঠি দিয়ে তাকে বুকে খোঁচা দিয়ে বলেন— 'মতলুব মিয়া, তোমার আয়ু শেষ হয়ে গিয়েছিল। তুমি একটি সৎকর্মে হাত দিয়েছ, এই সৎকর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমার মৃত্যু হবে না। সৎকর্ম সুন্দরভাবে সমাধা করো।' এই বলেই সুফি পুরুষ অদৃশ্য হয়ে যান। ঘুম ভেঙে মতলুব মিয়া দেখেন এই সুফি পুরুষ তার বুকের যে জায়গায় বাঁকা লাঠি দিয়ে খোঁচা দিয়েছেন সেই জায়গা কালো হয়ে আছে।

তিনি বিপুল উৎসাহে মসজিদ বানানো শুরু করেন। কাজ দ্রুত সমাধা করার প্রয়োজন নাই। ধীরে-সুস্থে হবে। ভালোমতো হবে। যেভাবেই হোক কাজটা লম্বা করতে হবে। মেঝেতে প্রথমে সিমেন্ট করা হলো। সেই সিমেন্ট উঠিয়ে মোজাইক করা হলো। মিনার একটা করার কথা ছিল। তিনি চার মিনারের সিদ্ধান্ত নিলেন। এতে সময় বেশি লাগবে। যত ইচ্ছা সময় লাগুক। মসজিদ নির্মাণ পুরোপুরি শেষ করা যাবে না। একটা দরজা কিংবা একটা জানালা বাকি থাকবে। এই ছিল তার পরিকল্পনা। পরিকল্পনা কার্যকর হলো না। এক মিনার তৈরি হবার পরপরই তার মৃত্যু হলো। মসজিদের শুরু হলো তার জানাজা পাঠের মাধ্যমে।

হাজি মতলুব মিয়ার মসজিদের বর্তমান নাম 'এক মিনারি মসজিদ'। ঈদের দিন দূরদূরান্ত থেকে এই মসজিদে লোকজন নামাজ পড়তে আসে। জুম্মাবারেও মুসল্লিদের ভালো সমাগম হয়।

www.MurchOna.com

নীলগঞ্জে মিলিটারি আস্তানা গাড়ার পর জুম্মাবারে লোক সমাগম আরো বেড়েছে। মসজিদের বাইরেও চাটাই বিছাতে হয়। জুম্মাবারে মিলিটারি ক্যাপ্টেন মুহাম্মদ বাসেত দু'একজনকে সঙ্গে নিয়ে মসজিদে নামাজ পড়তে আসেন। নামাজের শেষে তার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার জন্যে এক ধরনের ব্যস্ততা সমাগত মুসল্লিদের মধ্যে দেখা যায়। ঘটনাটা বিস্ময়কর হলেও সত্যি। দু'একজন কোলাকুলিও করেন।

জুম্মার নামাজ মাওলানা ইরতাজউদ্দিন পড়ান। সেদিন তাঁর পরনে থাকে ইস্ত্রি করা আচকান, ধবধবে সাদা পাগড়ি। জুম্মাবারে তিনি চোখে সুরমা দেন। কানের লতিতে আতর। নবি-এ-করিমের সুগন্ধী পছন্দ ছিল। সুগন্ধ ব্যবহার করা সেই কারণেই প্রতিটি মুসলমানের জন্যে সুন্নত।

নামাজ একটার সময় শুরু হয়, তবে মাঝে-মাঝে একটা বাজার পরেও অপেক্ষা করা হয়। ক্যাপ্টেন সাহেবের জন্যে অপেক্ষা। মসজিদের মুয়াজ্জিন মুনশি ফজলুল হক ক্যাপ্টেন সাহেবের অপেক্ষায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকেন। এখান থেকে থানা কম্পাউন্ড পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। ক্যাপ্টেন সাহেব থানা কম্পাউন্ড থেকে ঢোলা কুর্তা পরে যখন বের হন, তখন মুনশি ফজলুল হকের ভেতর অন্যরকম উত্তেজনা দেখা যায়।

ইরতাজউদ্দিন জুম্মাবারে মসজিদে বারোটার মধ্যে এসে পড়েন। তখন মুয়াজ্জিনও আসে না। মসজিদ থাকে খালি। এক একজন করে মুসল্লি আসে, তাদের আসা দেখতে তাঁর ভালো লাগে। কাউকে দেখে মনে হয় তার অসম্ভব তাড়া। বসে থাকতে পারছে না, সারাক্ষণ ছটফট করছে। আঙুল ফেটাচ্ছে। ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। কেউ কেউ আসে নিতান্তই অনাগ্রহে। তাদের চোখেমুখে থাকে 'কী বিপদে পড়লাম?' দূর দূরান্ত থেকে কিছু আগ্রহী লোকজনও আসে। এরা হাদিস-কোরান শুনতে চায়। এরা অনেক আগে চলে আসে। তাদের সঙ্গে হাদিস-কোরান নিয়ে কথা বলতে ইরতাজউদ্দিন পছন্দ করেন। ধর্মের কত জটিল বিষয় আছে। কত সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি আছে। এইসব নিয়ে আলাপ করতেও ভালো লাগে।

এখন সময় অন্যরকম। এই সময়ের নাম সংগ্রামের সময়। এই সময়ে মানুষজন কোনো বাধাধরা নিয়মে চলে না। জুম্মাবারে মুসল্লিরা প্রবল আতঙ্ক নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করেন এবং কেউ কিছু শুনতে চান না।

ইরতাজউদ্দিন মাথা নিচু করে ইমামের জায়নামাজে বসে আছেন। তাঁর হাতে তসবি। তসবির নিরানব্বইটা দানা তিনি এক এক করে টানছেন এবং একেক দানায় আল্লাহপাকের একেকটি নাম স্মরণ করছেন।

www.MurchOna.com

ইয়া রাহমানু : হে দয়াময়।

ইয়া সাদেকু : হে সত্যবাদী।

ইয়া কুদ্দুসু : হে পবিত্র।

ইয়া মুমীতু : হে মৃত্যুদাতা।

ইরতাজউদ্দিন 'ইয়া মুমীতু' বলে থেমে গেলেন। আল্লাহপাকের পরের নামগুলি এখন আর তাঁর মনে পড়ছে না। ঘুরেফিরে মাথায় আসছে 'ইয়া মুমীতু' 'ইয়া মুমীতু'।

মসজিদের বাইরে উঠানের দক্ষিণ পাশে কদমগাছের ছায়ায় চারজন হিন্দু বসে আছে। তাদের একজন মিষ্টির দোকানের মালিক পরেশ, ধুতি পরে আছে। চরম দুঃসময়ে সে ধুতি পরার সাহস দেখিয়েছে। কারণ আজ জুম্মা নামাজের পর তারা মুসলমান হবে। মুসলমান হবার পর লুঙি-পাঞ্জাবি পরবে। কাজেই শেষবারের মতো ধুতি পরা যায়। চারজন হিন্দুর মধ্যে দু'জন নমশূদ্র। নমশূদ্ররা সাহসী হয়— এমন কথা চালু থাকলেও এরা ভয়ে কুঁকড়ে আছে।

হিন্দু মুসলমান হচ্ছে— এই দৃশ্য দেখার জন্যে ক্যাপ্টেন সাহেব আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই চার হিন্দুর জন্যে মুসলমান নাম তিনিই ঠিক করে দিয়েছেন।

আবদুর রহমান।

আবদুর কাদের।

আবদুর হক।

আবদুর সালেহ।

ক্যাপ্টেন সাহেবের ইচ্ছা ছিল চারজনকেই একটা করে কোরান শরীফ দেবেন। নীলগঞ্জের একমাত্র লাইব্রেরিতে কোনো কোরান শরীফ পাওয়া যায় নি। ক্যাপ্টেন সাহেব এতে বিরক্ত হয়েছেন।

যে চারজনকে আজ মুসলমান করা হবে তাদের যেন নিয়মমাফিক খৎনা করানো হয়— সেই বিষয়েও ক্যাপ্টেন সাহেব নির্দেশ দিয়েছেন। হাজামকে খবর দেয়া হয়েছে। সে ধারালো বাঁশের চল্টা দিয়ে খৎনা করাবে। ক্যাপ্টেন সাহেবের ধারণা এই দৃশ্যও উপভোগ্য হবে। তার নিজের ক্যামেরা ছিল না। এই মজার দৃশ্য ক্যামেরায় তুলে রাখার জন্যে তিনি ক্যামেরার ব্যবস্থাও করেছেন।

পৌনে একটায় জুম্মার নামাজের আযান দেয়া হলো। আযানের পরপরই ইরতাজউদ্দিন মসজিদ থেকে বের হয়ে কদমগাছের কাছে গেলেন। গাছের নিচের চারজনই নড়েচড়ে বসল। এদের একজন শুধু তার চোখে চোখ রাখল। অন্যরা মাটির দিকেই তাকিয়ে রইল।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, আপনারা ভালো আছেন ?

তিনজন হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। একজন অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, আপনারাই শুধু মুসলমান হবেন ? আপনাদের পরিবারের কেউ হবে না ?

পরেশ বলল, সবেই হবে। প্রথমে আমরা, তারপর পরিবার।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, আপনাদের ধর্ম কী বলে আমি জানি না। আমাদের ধর্ম বলে জীবন বাঁচানো ফরজ। মুসলমান হলে যদি জীবন রক্ষা হয়, তাহলে মুসলমান হন। জীবন রক্ষা করেন।

মুকুল সাহা ধুতির এক প্রান্ত দিয়ে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল। ইরতাজউদ্দিন তার দিকে তাকিয়ে বললেন, পবিত্র কোরান মজিদে একটা বিখ্যাত আয়াত আছে— 'লাকুম দিনুকুম ওয়ালিয়া দ্বিন।' যার যার ধর্ম তার তার কাছে। ইসলাম অন্য ধর্মের উপর জবরদস্তি করে না।

ইরতাজউদ্দিনের আরো কিছু বলার ইচ্ছা ছিল, এর মধ্যেই মুয়াজ্জিন মুনশি ফজলুল হক তাঁর কাছে ছুটে এসে বলল, ক্যাপ্টেন সাহেব থানা কম্পাউন্ড থেকে বের হয়েছেন। আজ তাঁর সঙ্গে ছয়জন আছেন। ক্যাপ্টেন সাহেবকে নিয়ে সাতজন।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, জুম্মার নামাজ আমি পড়াব না। এখন থেকে আপনি পড়াবেন।

এইটা কী বলেন!

ইরতাজউদ্দিন বললেন, কেন জুম্মার নামাজ পড়াব না সেই ব্যাখ্যা আজ নামাজ শুরুর আগে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দিব না। আমি এখন চলে যাব।

জুম্মার নামাজও পড়বেন না ?

না।

এইসব কী বলতেছেন!

যা বলতেছি চিন্তাভাবনা করে বলতেছি। এখন থেকে আমি জুম্মার নামাজ পড়ব না। পরাধীন দেশে জুম্মার নামাজ হয় না। নবি-এ-করিম যতদিন মক্কায় ছিলেন জুম্মার নামাজ পড়েন নাই। তিনি মদীনায় হিজরত করার পর একটা সূরা নাজেল হয়। সূরার নাম 'জুমুয়া'। সেই সূরায় জুম্মার নামাজের নির্দেশ দেয়া হয়। তখন তিনি জুম্মার নামাজ শুরু করেন।

মাথা খারাপের মতো কথা বলবেন না। ক্যাপ্টেন সাহেব চলে এসেছেন।

আসুক। আমি চলে যাচ্ছি।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

মাওলানা ইরতাজউদ্দিন বাড়িতে ফিরে জোহরের নামাজ আদায় করলেন। নামাজের শেষে মোনাজাতের সময় তিনি বললেন, হে গাফুরুর রহিম। আমি যদি ভুল করে থাকি আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই। আমার বুদ্ধি এবং জ্ঞান দুই-ই অল্প। আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তা আমার অল্প বুদ্ধি এবং অল্প জ্ঞানের ফসল। এতে যদি ত্রুটি হয়ে থাকে, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি তোমার ক্ষমার সাগরে হাত পাতলাম।

ক্ষমা চাইবার সময় তাঁর চোখে পানি চলে এলো। তিনি অনেকক্ষণ কাঁদলেন। নামাজের সময় তাঁর চোখে পানি আসে না। অনেকদিন পর চোখে পানি এলো। তিনি মোনাজাত শেষ করে জায়নামাজে বসে রইলেন। গায়ের পোশাক বদলালেন না। কারণ তিনি জানেন ক্যাপ্টেন সাহেব তাঁকে ডেকে পাঠাবেন। জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তিনি ক্যাপ্টেন সাহেবকে যা যা বলবেন তা মোটামুটি ঠিক করা আছে। এইসব কথা ক্যাপ্টেন সাহেবের পছন্দ হবে না। যদি পছন্দ না হয় তাহলে নদীর পাড়ে তাকেও যেতে হতে পারে।

মৃত্যু নিয়ে তিনি ভীত না। কে কখন কীভাবে মারা যাবে তা আল্লাহপাক নির্ধারিত করে রেখেছেন। লাওহে মাহফুজে এইসব দলিল রাখা আছে। যে মৃত্যু আল্লাহপাক কর্তৃক নির্ধারিত— সেই মৃত্যুকে ভয় পাবার কিছুই নেই।

ওসি সাহেবের স্ত্রী কমলা এসে কয়েকবার ঘুরে গেছে। ইরতাজউদ্দিন জায়নামাজে চোখ বন্ধ করে বসেছিলেন বলে কিছু বলতে সাহস পায় নি। এইবার সে সাহস করে বলল, চাচাজি, কী হয়েছে ?

তিনি বললেন, মনটা সামান্য অস্থির হয়ে আছে। আর কিছু না।

ভাত খাবেন না চাচাজি ?

না, এখন খাব না। মা, আমি এখন কী বলব মন দিয়ে শোন। যদি আমার ভালোমন্দ কিছু হয় তুমি হেডমাস্টার সাহেবের কাছে চলে যাবে। উনি অতি শুদ্ধ মানুষ। উনি যা করার অবশ্যই করবেন। কমলা ভীত গলায় বলল, এইসব কথা কেন বলতেছেন ?

ইরতাজউদ্দিন বললেন, আমার মন অস্থির হয়ে আছে বলেই বলতেছি। অস্থির মানুষ অনেক কথা বলে।

চাচাজি, এক কাপ চা কি বানায়ে দেব ?

না গো মা, কিছুই খাব না। তবে এক গ্লাস পানি খাব। এই পৃথিবীর যাবতীয় খাদ্যের মধ্যে পানি হলো শ্রেষ্ঠ খাদ্য এবং আল্লাহপাকের দেয়া অতি পবিত্র নেয়ামত। যতবার পানির গ্লাসে চুমুক দিবে ততবারই মনে মনে আল্লাহপাকের শুকুর গুজার করবা, তোমার প্রতি এই আমার একমাত্র উপদেশ।

www.MurchOna.com

আছরওয়াক্তের আগে আগে ক্যাপ্টেন মুহাম্মদ বাসেত ইরতাজউদ্দিনকে ডেকে পাঠালেন। তাকে থানা কম্পাউন্ডে নিয়ে যাবার জন্যে থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি দু'জন কনস্টেবল নিয়ে এসেছেন। ওসি সাহেব একবারও ইরতাজউদ্দিনের দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছেন না। মনে হচ্ছে যে-কোনো কারণেই হোক এই মানুষটির দিকে চোখ তুলে তাকানোর মতো অবস্থা তাঁর না।

ইরতাজউদ্দিন থানার দিকে রওনা হবার আগে অজু করলেন। কমলার ছেলেটিকে কোলে নিয়ে আদর করলেন। নবি-এ-করিম শিশুদের পছন্দ করতেন। তাদের বলতেন, বেহেশতের ফুল। শিশুদের প্রতি স্নেহ ও মমতা দেখানো সুন্নত। সেই মমতা ইরতাজউদ্দিন কেন জানি দেখাতে পারেন না। শাহেদের মেয়ে রুনি ছাড়া কোনো শিশুই তাকে আকর্ষণ করে না। এটা অবশ্যই তাঁর চরিত্রের বড় একটা দুর্বলতা। তবে কমলার এই ছেলেটার প্রতি তাঁর মায়া পড়ে গেছে। এই ছেলেকে কোলে নিলেই সে খপ করে তাঁর দাড়ি ধরে ফেলে। তার হাত ছুটানো তখন সমস্যা হয়ে যায়। হাত ছাড়িয়ে নিতে গেলে কাঁদতে শুরু করে।

ক্যাপ্টেন বাসেতের সামনে কফির কাপ। চিনি-দুধবিহীন কালো কফি। তিনি একেকবার কফির কাপে চুমুক দিচ্ছেন, কড়া কফির তিক্ত স্বাদে মুখ বিকৃত করছেন। ইরতাজউদ্দিন তাঁর সামনে চেয়ারে বসে আছেন। তাঁকেও কফি দেয়া হয়েছে। তিনি কফিতে চুমুক দেন নি।

ক্যাপ্টেন বাসেত সিগারেট ধরালেন। লম্বা করে ধোঁয়া ছেড়ে হাত ইশারা করলেন। ঘরে দু'জন সিপাই এবং একজন হাবিলদার মেজর ছিল, তারা ঘর ছেড়ে বারান্দায় দাঁড়াল। তাদের দৃষ্টি ঘরের ভেতর। ক্যাপ্টেন বাসেত খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, আমি খবর পেয়েছি আপনি জুম্মার নামাজ পড়াবেন না, কারণ আমি জুম্মার নামাজ পড়তে যাই। আমার মতো খারাপ মানুষকে পেছনে নিয়ে নামাজ হয় না— এই জাতীয় বক্তৃতাও না-কি দিয়েছেন।

ইরতাজউদ্দিন শান্ত গলায় ব্যাখ্যা করলেন কেন তিনি জুম্মার নামাজ পড়াচ্ছেন না। ব্যাখ্যা শুনে ক্যাপ্টেন বাসেতের মুখ কঠিন হয়ে গেল।

আপনি বলতে চাচ্ছেন পরাধীন দেশে জুম্মার নামাজের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ আপনি বলতে চাচ্ছেন পূর্বপাকিস্তান পরাধীন?

জি জনাব।

আপনি কি বুঝতে পারছেন আপনি কী বলছেন?

www.MurchOna.com

বুঝতে পারছি।

আপনার এই কথার জন্যে আপনাকে কী শাস্তি দেয়া হবে তা কি জানেন ?

জি-না জনাব।

দেশের যে শত্রু তার শাস্তি একটাই। আপনি মুক্তিদের একজন। আপনি মুক্তির হয়ে কাজ করছেন।

আমি যা করেছি নিজের বিচার ও বিবেকে কাজ করেছি।

আপনি চান না পাকিস্তান থাকুক ? আপনি হিন্দুস্তানের পা-চাটা কুকুর হতে চান ?

জনাব, আমি নিজেকে খাঁটি মুসলমান মনে করি। একজন খাঁটি মুসলমানের দায়িত্ব জালিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা।

ক্যাপ্টেন বাসেত হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে নতুন সিগারেট ধরালেন। কঠিন গলায় বললেন, মাওলানা সাহেব, আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

ইরতাজউদ্দিন চুপ করে রইলেন। ক্যাপ্টেন বাসেত ঠাণ্ডা কফির কাপে চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করে বললেন, খারাপ মাথা ঠিক করার কৌশল আমি জানি। এমনভাবে মাথা ঠিক করব যে বাকি জীবন আপনি তসবি টানবেন আর বলবেন, পাকিস্তান পাকিস্তান।

ইরতাজউদ্দিন ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন।

মাওলানা, চুপ করে থাকবেন না, কথা বলেন।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, জনাব, আমার যা বলার ছিল আমি বলে ফেলেছি।

আর কিছু বলার নাই।

জি-না।

আমি আপনাকে কী শাস্তি দেব জানেন ? আপনাকে উলঙ্গ করে সারা গ্রামে ঘুরানো হবে। আমি রসিকতা করছি না। আমি বিশ্বাসঘাতককে কঠিন শাস্তি দেই।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, আল্লাহপাক যদি এই লজ্জা আমার কপালে লিখে থাকেন তাহলে এই লজ্জা আমাকে পেতে হবে। পবিত্র কোরান শরীফের সূরা বনি ইস্রায়িলে আল্লাহপাক বলেছেন— 'আমি সবার ভাগ্য সবার গলায় হারের মতো ঝুলাইয়া দিয়াছি।' আমার ভাগ্য আমার কপালে লেখা, একইভাবে আপনার ভাগ্যও আপনার কপালে লেখা।

আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছ ?

জনাব, ভয় দেখানোর মালিক আল্লাহপাক। আমি না।

www.MurchOna.com

ক্যাপ্টেন বাসেত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। টেবিলে টোকা দিতেই সেপাই এবং সুবাদার মেজর ঘরে ঢুকল। ক্যাপ্টেন বাসেত বললেন, ওসিকে বলো এই গাদ্দারকে নেংটা করে সারা গ্রামে ঘুরাতে। তোমরাও সঙ্গে থাকবে।

নীলগঞ্জের অতি শ্রদ্ধেয় অতি সম্মানিত মানুষ মাওলানা ইরতাজউদ্দিনকে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় প্রদক্ষিণ করা হলো। তাঁকে প্রথম নিয়ে যাওয়া হলো নীলগঞ্জ স্কুলে। সেখান থেকে নীলগঞ্জ বাজারে। বাজারে ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটল। দরজির দোকানের এক দরজি একটা চাদর নিয়ে ছুটে এসে ইরতাজউদ্দিনকে ঢেকে দিয়ে জড়িয়ে ধরে থাকল। ঘটনা এতই দ্রুত ঘটল যে সঙ্গের মিলিটারিরা বাধা দেবার সময় পেল না।

ইরতাজউদ্দিন এবং দরজিকে মাগরেবের নামাজের পর সোহাগী নদীর পাড়ে নিয়ে গুলি করা হলো। মৃত্যুর আগে আগে ইরতাজউদ্দিন পরম নির্ভরতার সঙ্গে আল্লাহপাকের কাছে উঁচু গলায় শেষ প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহপাক, যে মানুষটা জীবনের মায়া তুচ্ছ করে আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিল তুমি তার প্রতি দয়া করো। তুমি তার প্রতি তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।*

*নেত্রকোনা অঞ্চলের এই সত্য ঘটনাটির স্বাক্ষী যে দরজি সে গুলি খাওয়ার পরেও প্রাণে বেঁচে যায়। আমি তার কাছ থেকেই গল্পটি শুনি। —লেখক।

www.MurchOna.com

নীলগঞ্জ হাই স্কুলে হেডমাস্টার মনসুর সাহেব মাথা নিচু করে তাঁর শোবার ঘরের খাটে বসে আছেন। তাঁর সামনেই ঘোমটা দিয়ে বসে আছেন তাঁর স্ত্রী আসিয়া। বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে আসিয়া এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তাঁর মাথায় কোনো সমস্যা নেই।

মধ্যদুপুর। প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি শুরু হয়েছে কাল রাত থেকে। এত প্রবল বর্ষণ নীলগঞ্জে এর আগে কখনো হয়েছে বলে মনসুর সাহেব মনে করতে পারছেন না। তিনি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আসিয়া, তুমি যদি অনুমতি দাও তাহলে আমি একটা কাজ করতে চাই।

আসিয়া ক্ষীণ গলায় বললেন, কী কাজ ?

মনসুর সাহেব বললেন, ঘোমটা সরাও। কথাগুলি আমি তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে চাই।

আসিয়া ঘোমটা সরালেন। মনসুর সাহেব বললেন, আমার অতি প্রিয়জন ইরতাজউদ্দিন কাসেমপুরী সবসময় বলতেন, যে স্বামী স্ত্রীর মনে কষ্ট দিয়ে কোনো কাজ করবে আল্লাহপাক তাকে কখনো ক্ষমা করবেন না। যে কাজটা আমি করতে যাচ্ছি, তার জন্যে তোমার অনুমতি চাই।

আসিয়া আবারো বললেন, কী কাজ ?

মনসুর সাহেব বললেন, ইরতাজউদ্দিন কাসেমপুরীকে মিলিটারিরা গতকাল সন্ধ্যায় নদীর পাড়ে গুলি করে মেরেছে। তারা এ অঞ্চলে কারফিউ দিয়ে রেখেছে। মৃতদেহ পড়ে আছে নদীর পাড়ে। ভয়ে কেউ সেখানে যাচ্ছে না। আমি উনার ডেডবডি নিয়ে আসতে চাই। নিয়মমতো কবর দিতে চাই।

আসিয়া বললেন, আপনি একা এই কাজ পারবেন ?

কেন পারব না ? পারতে হবে।

আপনি যদি বলেন, তাহলে আমি যাব আপনার সঙ্গে।

মনসুর সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি যেতে চাও ?

www.MurchOna.com

জি যেতে চাই। মিলিটারি যদি আপনাকে গুলি করে মারে, তাহলে আপনার সঙ্গে আমিও মরতে চাই। আমি একা বেঁচে থেকে কী করব ?

নীলগঞ্জের মানুষ বিস্ময়ের সঙ্গে দেখল, হেডমাস্টার সাহেবের সঙ্গে ঘোমটা পরা একজন মহিলা প্রবল বর্ষণের মধ্যে মাওলানা ইরতাজউদ্দিনের বিশাল শরীর টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। তাদের খুবই কষ্ট হচ্ছে। অনেকেই দৃশ্যটা দেখছে, কেউ এগিয়ে আসছে না।

হঠাৎ একজনকে ভিজতে ভিজতে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। সে আসিয়া বেগমের কাছে এসে উর্দুতে বলল, মাতাজি আপনি সরুন, আমি ধরছি।

মনসুর সাহেব বললেন, আপনার নাম ?

আগন্তুক বলল, আমি বেলুচ রেজিমেন্টের একজন সেপাই। আমার নাম আসলাম খাঁ।*

*ইরতাজউদ্দিন কাশেমপুরীর নামাযে জানাজা হয় দেশ স্বাধীন হবার পর। ঐদিন তার কবর হলেও জানাজা হয় নি। জানাজার জন্যে মাওলানা খুঁজে পাওয়া যায় নি।

www.MurchOna.com

আসমানী হতাশ চোখে রুনির দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটা এত অবুঝ কী করে হয়ে গেল! সকাল থেকে ঘ্যানঘ্যান করছে, এখন দুপুর। সে সন্দেশ খাবে। সন্দেশের ব্যাপারটা মেয়ের মাথায় কী করে এসেছে আসমানী জানে না। শরণার্থী শিবিরে সে কি কাউকে দেখেছে সন্দেশ খেতে ? দেখতেও পারে। এই মেয়ে এখন নিজের মনে ঘুরঘুর করতে শিখেছে। কাউকে কিছু না বলে এখানে-ওখানে যাচ্ছে। এই পাশে আছে, এই নেই। একদিন তো সারা দুপুর তার খোঁজ নেই। চিন্তায় অস্থির হয়ে আসমানী যখন ঠিক করল, ক্যাম্প ওয়ার্ডেনকে জানাবে— তখন মেয়েকে দেখা গেল হেলতে দুলতে আসছে। হাতে একটা বনরুটি। কে দিয়েছে বনরুটি ? মেয়ে বলবে না। আসমানীর ধারণা, সে কারো কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এসেছে। মেয়েটার ভিখিরি স্বভাব হয়ে গেছে। যেখানে-সেখানে হাত পাতছে।

রুনিকে অবশ্যি দোষ দেয়া যায় না। তারা তো এখন ভিখিরি। নিজ দেশ ছেড়ে অন্য এক দেশে ভিখিরি সেজে বাস করছে। থালা হাতে খাবারের জন্যে দু'বেলা লাইন ধরতে হচ্ছে। কী লজ্জা কী লজ্জা! এই লজ্জা এই অপমানের শেষ কি হবে ? না-কি বাকি জীবন কেটে যাবে শরণার্থী শিবিরে ? এইসব নিয়ে চিন্তা করতে এখন আর আসমানীর ভালো লাগে না। তাঁর এখন একটাই চিন্তা— রুনিকে আগলে রাখা। যেন হারিয়ে না যায়। হারিয়ে গেলে এই মেয়েকে তার পক্ষে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না।

নানা হাতবদল হয়ে একসময় রুনির জায়গা হবে খারাপ পাড়ায়। রুনি ভুলেই যাবে এক সময় তার অতি সুখের সংসার ছিল।

কী দ্রুতই না মেয়েটা বদলাচ্ছে! একদিন আসমানী শুনল রুনি কাকে যেন কুৎসিত সব গালি দিচ্ছে— 'তোর হোগায় লাথি।' আসমানী ছুটে বের হয়ে মেয়ের হাত ধরে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, এইসব কী বলছ মা ? রুনি ঘাড় শক্ত করে বলল, ও তো আমাকে আগে বলেছে।

ও বললেই তুমি বলবে ?

www.MurchOna.com

হ্যাঁ, বলব।

তুমি জানো না এইসব খুব খারাপ গালি ?

আমি এরচেয়েও খারাপ গালি জানি।

আসমানী কী করবে, মেয়েকে কীভাবে সামলে রাখবে ভেবে পায় না। কী ভয়ঙ্কর পরিবেশ চারপাশে! শরণার্থী শিবিরে চুরি হচ্ছে, এক শরণার্থী অন্যজনের কাপড় চুরি করছে। ধরা পড়ছে। মারামারি হচ্ছে। ওয়ার্ডেনরা ছুটে আসছে। তাদের মুখেও গালি— 'তোমরা জান বাঁচাইতে আসছ না চুরি করতে আসছ ? কাজ তো জানো মোটে তিনটা— হাগা, মুতা আর চুরি।'

মাঝে-মাঝে বাংলাদেশ সরকারের লোকজন আসেন। তারা মুখের ভাব এমন করে রাখেন যে শরণার্থীদের দুঃখ-দুর্দশায় তাদের হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে। কী সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা— 'আমরা বাঙালি। আমরা ধ্বংস হয়ে যাব কিন্তু মাথা নোয়াবো না। আপনারা ধৈর্য ধরুন। আমাদের বীর মুক্তিবাহিনী যুদ্ধ করে যাচ্ছে। বিজয় এলো বলে।'

তারা নানান ধরনের পরিকল্পনা নিয়েও আসেন। শরণার্থী শিশুদের জন্যে স্কুল হবে। পড়াশোনা যেন বন্ধ না হয়। শরণার্থীদের দিয়ে নাটক করানো হবে। নাটকের বিষয়বস্তু দেশপ্রেম। বাইরের পৃথিবী যেন দেখে এর মধ্যেও আমরা জীবনের আলোয় উদ্ভাসিত।

প্রায়ই বিদেশীরা আসে ছবি তুলতে। কেউ আসে মুভি ক্যামেরা নিয়ে। তাদের সঙ্গে বিরাট লটবহর। সেই সময় যদি শরণার্থীদের কেউ মারা যায়, তবেই তাদের আনন্দ। কত কায়দা করেই না ডেডবডির ছবি তোলা হয়! যারা শোকে অস্থির হয়ে কাঁদছে, তাদের ছবি তোলা হয়।

বিদেশীরা প্রায়ই এটা-সেটা উপহার হিসেবে নিয়ে আসে। গায়ে মাখা সাবান, বাচ্চাদের জন্য লজেন্স, চকলেট। তখন ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়! সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই ঝাঁপিয়ে পড়ার দলে রুনিও আছে। ঝাঁপাঝাঁপি করে একবার সে গায়ে মাখা একটা সাবান এনে মাকে দিল। সেদিন তাকে দেখে মনে হয়েছিল, সে বিরাট এক যুদ্ধ জয় করে ফিরেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বড় বড় কর্মকর্তারাও আসেন। একদিন এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। তিনি খুবই সুন্দর বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে হাতজোড় করে বলেছিলেন— 'আমরা আপনাদের শুধু আশ্রয় দিতে পেরেছি। আর কিছু দিতে পারছি না। সাধ আছে, সাধ্য নেই। আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

www.MurchOna.com

কিছুদিন পর পরই খবর আসে— ইন্দিরা গান্ধীর আসার সম্ভাবনা আছে। তখন সাজ সাজ পড়ে যায়। ব্যাটন হাতে ওয়ার্ডেনরা তাঁবুতে ঢুকে অকারণেই চিৎকার চেঁচামেচি করে— 'বিছানা পরিষ্কার, বিছানা পরিষ্কার। খবরদার কেউ ঘরে হাগা-মুতা করবেন না।'

রেডক্রস সাইন লাগানো একটা ডিসপেনসারি প্রতিদিনই খোলা থাকে। সেখানে দু'জন ডাক্তার বসেন। তারা যত্ন নিয়েই রোগী দেখেন। ব্যবস্থাপত্র লিখে দেন। কিন্তু ওষুধ দিতে পারেন না। ডিসপেনসারিতে ওষুধ নেই। মাঝে-মাঝে দান হিসেবে ওষুধ পাওয়া যায়। সেই ওষুধ নিমিষেই শেষ হয়ে যায়।

গর্ভবতী মা'দের একটা তালিকা রেডক্রস করেছে। সেখানে আসমানীর নাম আছে। তালিকায় নাম উঠার কারণে আসমানী সপ্তাহে এক টিন প্রোটিন বিসকিট পায়। সেই বিস্বাদ বিসকিট রুনি একা কুটকুট করে খায়। মা'কে টিন ধরতে দেয় না। মেয়েটার জন্যে আসমানীর এত মায়া লাগে! তার বাড়ন্ত শরীর। এই শরীর খাদ্য চায়। সেই বাড়তি খাবার জোগাড়ের সামর্থ্য আসমানীর নেই।

সকাল থেকে মেয়েটা 'সন্দেশ সন্দেশ' করছে। কোত্থেকে আসমানী সন্দেশ দেবে! গতকালই তার হাত পুরোপুরি খালি হয়ে গেছে। এখন হাতে একটা টাকাও নেই। মেয়েটার জন্যে আসমানীর এতই খারাপ লাগছে যে হাতে একটা টাকা থাকলেও সে সন্দেশ কিনে দিত।

মা, সন্দেশ কিনে দেবে না ?

আসমানী বললেন, দেব।

কখন দেবে ? এখন দিতে হবে। এই এখন।

কাঁদবে না রুনি।

রুনি কঠিন মুখ করে বলল, আমি কাঁদব। আমি চিৎকার করব। আমি তোমাকে খামচি দেব।

এসো বাইরে যাই। চিৎকার চেঁচামেচি খামচা-খামচি ক্যাম্পের বাইরে করো। ভেতরে না।

না, আমি এইখানে চিৎকার করব। আমি বাইরে যাব না।

আসমানী মেয়েকে প্রায় টেনে হিঁচড়ে টিনশেডের বাইরে এনে প্রচণ্ড শব্দে মেয়ের গালে চড় বসাল। রুনি হতভম্ব হয়ে মা'র দিকে তাকিয়ে আছে। সে এর আগে কখনো মায়ের কাছ থেকে এমন ব্যবহার পায় নি।

রুনি বলল, মা, তুমি আমাকে মারছ ?

আসমানী বলল, আজ মেরে আমি তোমার হাড্ডি গুঁড়া করে দেব। বলতে বলতেই আসমানী মেয়ের গালে শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে আবার চড় বসাল।

www.MurchOna.com

ভাবি, স্লামালিকুম।

আসমানী ঘুরে তাকাল। মুখভর্তি দাড়িগোঁফের জঙ্গল নিয়ে অচেনা একজন দাঁড়িয়ে আছে। রোদে ঝলসে যাওয়া তামাটে চেহারা। মাথাভর্তি উড়ুক্কু চুল।

ভাবি, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন? চেনার অবশ্যি কথা না। আমি নিজেই এখন নিজেকে চিনি না। ভাবি, শাহেদ কি ক্যাম্পে আছে?

না, ও ক্যাম্পে নেই। ক্যাম্পে আমি মেয়েকে নিয়ে আছি।

শাহেদ কোথায়?

ও কোথায় আমি জানি না। বেঁচে আছে কি-না তাও জানি না। আপনার নাম কি নাইমুল?

ভাবি, আপনি দশে এগারো পেয়েছেন। আমি নাইমুল।

আপনি কি মুক্তিযোদ্ধা?

জি ভাবি। মেয়ের নাম রুনি না? রুনি মার খাচ্ছে কেন?

আসমানী শান্ত গলায় বলল, ও সন্দেশ খেতে চায়। আপনি কি রুনিকে একটা সন্দেশ কিনে খাওয়াতে পারবেন?

নাইমুল বলল, পারব, তবে এখন না ভাবি। আমি সন্ধ্যাবেলায় সন্দেশ নিয়ে আসব।

আসমানী তাকিয়ে আছে। মানুষটা লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে যাচ্ছে। তার চলে যাবার ভঙ্গি বলে দিচ্ছে সে ফিরবে না। এখন দুঃসময়। দুঃসময়ে কেউ কথা রাখে না।

রুনি কাঁদছে না। সন্দেশের জন্যেও হৈচৈ করছে না।

সন্ধ্যাবেলা নাইমুলের আসার কথা, সে এলো না। আসমানীর মনে হলো কোনো কারণে হয়তো আটকা পড়ে গেছে, রাতে আসবে। রাতেও এলো না। রুনি বলল, মা, আমি কি ঘুমিয়ে পড়ব? উনি মনে হয় আসবেন না।

আসমানী বলল, ঘুমাও। আমরা যখন দেশে ফিরে যাব, যখন তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হবে, তখন যত ইচ্ছা সন্দেশ খাবে।

দেশে কবে যাব মা?

জানি না কবে যাবে।

আসমানীর চোখ ভিজে উঠতে শুরু করছে। সে মেয়ের দিকে তাকাতে পারছে না। রুনির গালে হাতের দাগ বসে গেছে। গাল কালো হয়ে ফুলে উঠেছে। রুনি বলল, মা শোন, আমার এখন আর সন্দেশ খেতে ইচ্ছে করছে না।

www.MurchOna.com

তোমার যা খেতে ইচ্ছা করবে, তোমার বাবা তাই কিনে দেবে।

মা'র কান্না দেখেই হয়তো রুনির কান্না পেয়ে গেছে। মা'র শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে সে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, বাবার কি আমাদের কথা মনে আছে মা ?

রাতে রুনির জ্বর এসে গেল। ভালো জ্বর। আসমানী সারারাত মেয়ের মাথা কোলে নিয়ে বসে রইল।

নাইমুল এসে উপস্থিত হলো ভোরবেলা। লজ্জিত গলায় বলল, ভাবি, জোগাড়যন্ত্র করতে দেরি হয়ে গেল। আপনার মেয়ের জন্যে সন্দেশ আনার কথা। সেটাও ভুলে গেছি। খালিহাতে এসেছি। এখন চলুন। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন।

আসমানী অবাক হয়ে বলল, কোথায় যাব ?

বারাসাত। আমার ফুপার বাড়ি। উনি এখানে সেটেল করেছেন। আমি কাল উনার সঙ্গে কথা বলে সব ঠিক করে এসেছি। কোনো সমস্যা হবে না। আমি ক্যাম্পে আপনাদের এইভাবে ফেলে রেখে যাব না।

আসমানী বলল, ভাই, আপনি কী বলছেন!

নাইমুল বলল, কথা বলে সময় নষ্ট করবেন না তো ভাবি। আমি জিপ নিয়ে এসেছি। ক্যাম্পের লোকদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমার ফুপা-ফুফু দু'জনই অতি ভালো মানুষ। তাঁরা আপনাকে নিজের মেয়ের মতো যত্নে রাখবেন। আপনার শরীরের যে অবস্থা, আপনার যত্ন দরকার।

সত্যি যেতে বলছেন ?

অবশ্যই। ভাবি শুনুন, আপনি আপনার মনে সামান্যতম দ্বিধা বা সংকোচ রাখবেন না। আপনার মনের সংকোচ দূর করার জন্যে ছোট্ট গল্প বলি— মন দিয়ে শুনুন। আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করার সময় খুবই খারাপ অবস্থায় দিন কাটাতাম। বইপত্র কেনা দূরের কথা, ভাত খাওয়ার পয়সাও ছিল না। আমার এই অবস্থা দেখে শাহেদের বড়ভাই, মাওলানা ভাই, প্রতিমাসে মানি অর্ডারে আমাকে টাকা পাঠাতেন। আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে ছিলেন এই ঘটনা যেন শাহেদ না জানে। আমি শাহেদকে জানাই নি। আজ আপনাকে বললাম। আর আমি এতই অমানুষ যে মাওলানা ভাইকে আমার বিয়ের খবরও জানাই নি। ভাবি, উনি কেমন আছেন জানেন ?

ভাই, আমি জানি না। আমি কারোরই কোনো খবর জানি না।

www.MurchOna.com

লক্কর ধরনের জিপ রাস্তায় ধুলা উড়িয়ে ছুটে চলেছে। নাইমুল বসেছে ড্রাইভারের পাশে। রুনি বসেছে নাইমুলের কোলে। গাড়িতে উঠার পরই তার জ্বর সেরে গেছে। সে ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছে। নাইমুল খুবই মজা পাচ্ছে। রুনি একটা গল্প শেষ করে আর নাইমুল হাসতে হাসতে বলে, এই মেয়ে তো কথার রানী। শাহেদ তো কথাই বলতে পারে না, এই মেয়ে এত কথা শিখল কার কাছে?

পথে এক দোকানের পাশে নাইমুল গাড়ি থামাল। রুনিকে বলল, এসো এখন সন্দেশ খাবার বিরতি। দেখি কয়টা সন্দেশ তুমি খেতে পারো। তোমার সঙ্গে আমার কম্পিটিশন। দেখি কে বেশি খেতে পারে!

তারা বারাসাতে এসে পৌঁছল সন্ধ্যায়। ছবির মতো সুন্দর গাছ দিয়ে ঢাকা একতলা পাকা দালান। গেটের কাছে জিপ এসে থামতেই এক বৃদ্ধা ছুটে এসে আসমানীকে জড়িয়ে ধরে বললেন, এসো গো মা, এসো। সেই দুপুর থেকে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। আহা মা'র মুখ শুকিয়ে গেছে! খুব কষ্ট হয়েছে তাই না মা?

খড়ম পায়ে খালি গায় এক বৃদ্ধও বের হয়ে এলেন। তিনিও অতি মিষ্টি গলায় বললেন, দেখি আমাদের বাঙ্গাল মেয়ের চেহারা। ও আল্লা, এই মেয়ের গায়ের রঙ তো ময়লা। আমাদের হলো ফর্সা ঘর। ফর্সা ঘরে কালো মেয়ের স্থান নাই। এই মেয়ে আমরা রাখব না। বলেই শব্দ করে হাসতে লাগলেন।

অনেক অনেক দিন পর আসমানীর মনে হলো, সে নিজের বাড়িতেই ফিরেছে। এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তাঁর অতি আপনজন।

যুদ্ধ খুব অদ্ভুত জিনিস। যুদ্ধ যেমন মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়, আবার খুব কাছাকাছিও নিয়ে আসে।

www.MurchOna.com

নাইমুল বসে আছে ঢিবির মতো উঁচু একটা জায়গায়। উঁচু থেকে সমতল ভূমির অনেকখানি দেখা যায়। চারদিকে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। সে বসেছে ছায়ায়। তার মাথার উপর ছাতিম গাছের বড় বড় পাতা ছায়া ফেলে আছে। এই অঞ্চলে ছাতিম গাছের ছড়াছড়ি। কেউ নিশ্চয়ই হিসাব-নিকাশ করে ছাতিম গাছ লাগায় নি। আপনা-আপনি হয়েছে। গত সপ্তাহে সে যেখানে ছিল, সেখানে আবার শিমুল গাছের মেলা। একটু পরপর শিমুল গাছ। বসার জন্যে শিমুল গাছ ভালো না, গাছ ভর্তি কাঁটা। গাছে হেলান দিয়ে বসা যায় না। ছাতিম গাছে হেলান দেয়া যায়। তবে ছাতিম গাছ শব্দহীন বৃক্ষ। বড় বড় পাতা বলেই বাতাসে পাতা কাঁপার শব্দ হয় না।

নাইমুলের পরনে সেলাইবিহীন সবুজ রঙের লুঙ্গি। লুঙ্গির নিচে হাফপ্যান্ট আছে। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে হাফপ্যান্ট ভালো পোশাক। তবে হাফপ্যান্ট পরে চলাচল সম্ভব না। লোকজন প্রথম দেখাতেই চিনে ফেলবে। সেলাইবিহীন লুঙ্গিটার প্রয়োজন এইখানেই। অপারেশনের সময় টান দিয়ে খুলে ফেলা যায়। তার গায়ে কালো রঙের হাফ হাতা গেঞ্জি। গেঞ্জির উপর ময়লা সুতি চাদর। কাঁধে ঝুলানো স্টেইনগান লুকিয়ে রাখার জন্য এই গরমে সুতি চাদর গায়ে রাখতে হচ্ছে। স্টেইনগান নাইমুলের পছন্দের অস্ত্র না। তার সীমা পঞ্চাশ গজ। শত্রুর পঞ্চাশ গজের ভেতরে যাওয়া গেরিলাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয়ে উঠে না।

নাইমুল পা ছড়িয়ে হেলান দিয়ে বসেছে। তার পায়ের কাছে যে বসে আছে তার নাম রফিক। বসেছে ব্যাঙের মতো। দেখলেই মনে হয় লাফ দেবে। বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। ব্যাঙের মতোই বড় বড় চোখ। সামান্য উত্তেজিত হলেই চোখ কোটর থেকে বের হয়ে আসতে চায় এমন অবস্থা।

রফিক বিরাট গল্পবাজ। পরিচয়ের পর থেকেই সে বিরামহীন কথা বলে যাচ্ছে। নাইমুল কী বলছে না বলছে সে বিষয়ে তার আগ্রহ নেই। তার কথা বলাতেই আনন্দ।

www.MurchOna.com

স্যার, আপনে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার ?

নাইমুল হাই তুলতে তুলতে বলল, হুঁ। গেরিলাদের প্রধান ট্রেনিং তাদের পরিচয় গোপন রাখা। নাইমুল সেদিক দিয়ে গেল না। প্রয়োজন মনে করল না।

শম্ভুগঞ্জের ব্রিজ উড়াইতে আসছেন ? আপনের খবর আছে।

খবর আছে কী জন্যে ?

আপনের আগে আরো তিন পার্টি আসছে। সব ঝাঁঝরা। মেশিনগানের গুল্লি ছুটাইয়া ঝাঁঝরা কইরা দিছে।

তুমি মেশিনগান চেন ?

চিনব না কী জন্যে ? মায়ের কোলের নয়া আবুও অখন মেশিনগান চিনে। মর্টার চিনে। পিকেওয়ান চিনে।

পিকে ওয়ানটা কী ?

রফিক চোখ পিটপিট করে তাকাচ্ছে। লোকটা বলছে সে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার অথচ পিকেওয়ান চেনে না! নাকি লোকটা তাকে খেলাচ্ছে ? কেউ তাকে নিয়ে খেলালে রফিকের ভালো লাগে না।

স্যার, আপনের হাতিয়ার কই ?

আছে, সবই আছে।

রাখছেন কই ?

জেনে কী করবে ? শান্তি কমিটির কাছে খবর দিবে ?

এইটা কী কন ?

এই অঞ্চলে শান্তি কমিটি নাই ?

শান্তি কমিটি থাকব না— এইটা কেমন কথা! অবশ্যই আছে। আগের চেয়ারম্যান সাব মুক্তির হাতে মারা পড়ছে। নতুন আরেকজন হইছে চেয়ারম্যান। তারে মারবেন ? বাড়ি চিনি। আপনেরে নিয়া যাব ?

নাইমুল বলল, চা খাওয়াতে পারবে ?

রফিক বিস্মিত হয়ে বলল, এই মাঠের মধ্যে চা কই পামু ?

সেটাও একটা কথা।

চেয়ারম্যান সাবের বাড়িতে চলেন, চা খাইয়া আসবেন। তার বাড়িতে চায়ের আয়োজন আছে। আপনে মুক্তির কমান্ডার শুনলে লুঙ্গির মধ্যে পিসাব কইরা দিবে। এমন ডরাইল্যা।

চেয়ারম্যান সাহেবের নাম কী ?

www.MurchOna.com

হাশেম চেয়ারম্যান। বউ দুইটা। ভাটি অঞ্চল থাইক্যা এক বউ আনছে, খুবই সুন্দর। তয় চরিত্রে দোষ আছে। সবেই জানে।

নাইমুল আবার হাই তুলল। টেনশনের সময় তার ঘনঘন হাই ওঠে। এর কারণটা তার কাছে স্পষ্ট না। মানুষের হাই ওঠে অক্সিজেনের অভাব হলে। টেনশনের সময় কি তার শরীরে অক্সিজেনের ঘাটতি হয়? ব্রেইন প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন নিয়ে নেয় বলেই কি এই ঘাটতি?

নাইমুলের টেনশনের প্রধান কারণ, তার দলের কারোরই কোনো খোঁজ নেই। গতকাল ভোরে PEK1 (Plastic Explosive) এসে পৌঁছানোর কথা। সঙ্গে থাকবে ফিউজ, কর্ড X, ডিটেনেটর। প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ খুব কম হলে পঁচিশ কেজি লাগবে। পঁচিশ কেজির কমে ব্রিজের স্প্যান ভাঙা যাবে না। এখন দুপুর। তারা আসবে নৌকায়। এই অঞ্চলে নৌকায় চলাচল এখনো নিরাপদ। মিলিটারি গানবোট বা লঞ্চ নিয়ে নদীতে নামে নি। তারা শুকনা অঞ্চলেই ঘোরাফেরা করছে। তার প্রধান কারণ পানি হয় নি। ছোট ডিঙ্গি টাইপ নৌকা বা খুন্দাই (তালগাছের নৌকা) ভরসা। মিলিটারিরা এত ছোট জলযানে উঠবে না।

দলটা কোনো বিপদে পড়ে নি তো? এখন সময় এমনই যে হুট করে বিপদ নেমে আসে। আগে থেকে কিছুই বোঝা যায় না।

রফিক ঝুঁকে এসে বলল, কমান্ডার সাহেবের নাম কী?

আমার নাম নাইমুল।

সকাল থাইক্যা এই জায়গায় বসা। এর কি কোনো ঘটনা আছে?

নাইমুল আবারো হাই তুলতে তুলতে বলল, কোনো ঘটনা নাই। ছায়ায় বসছি। ছায়া মূল ঘটনা না। নৌকা এখানেই আসবে। ছাতিম গাছ দেখে তারা নৌকা ভেড়াবে। তাছাড়া এখান থেকে ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়কের অনেকখানি চোখে পড়ে। এই সড়কে মিলিটারির চলাচল কী রকম সেটা দেখাও উদ্দেশ্য।

রফিক বলল, রইদ চড়া উঠছে। কমান্ডার সাব দেন একটা ছিরগেট, টান দিয়া দেখি কী অবস্থা। আপনের আগে যে কমান্ডার সাব আসছিল, আমারে আস্তা এক প্যাকেট ছিরগেট দিয়েছিলেন। বিরাট কইলজার মানুষ ছিলেন।

নাইমুল সিগারেট দিল। রফিক আগ্রহের সঙ্গে সিগারেট টানছে। কায়দা করে নাকে-মুখে ধোঁয়া ছাড়ছে। নাইমুলের ধারণা ব্যাঙ-টাইপ এই লোক সিগারেটের আশায় বসে ছিল। আশা পূর্ণ হয়েছে, এখন সে হেলতে দুলতে চলে যাবে। লোকজন জোগাড় করে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডারের গল্প করবে। যুদ্ধের কারণে বিচিত্র সব মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে। লেখক হলে বাকি জীবন সে এইসব চরিত্র নিয়ে লেখালেখি করে কাটিয়ে দিতে পারত।

www.MurchOna.com

কমান্ডার সাব, আপনে কোন বাহিনী ? মুজিববাহিনী ?

নাইমুল বলল, তুমি মুজিববাহিনীও চেন ?

চিনব না কেন ? একেক বাহিনীর একেক কায়দা। মুজিববাহিনীর ট্রেনিং ভালো। অস্ত্র-শস্ত্র ভালো। অন্য বাহিনীর সাথে তারার বনে না।

ভালো কারা ?

সবই ভালো। মিলিটারি মারা দিয়া কথা। কী কন কমান্ডার সাব ?

হুঁ।

শান্তি মারলেও লাভ আছে, তয় শান্তি দেশের মানুষ— এইটা বিবেচনায় রাখতে হয়। আপনে কী কন ?

নাইমুল নিজে একটা সিগারেট ধরাল। হিসাবের সিগারেট। দ্রুত শেষ করা ঠিক হবে না। রফিকের সিগারেট খাওয়া দেখে তার খেতে ইচ্ছা করছে।

আগের শান্তি চিয়ারম্যান ক্যামনে মারা পড়ছে সেই গল্প শুনবেন ?

না।

আমগাছের সাথে নিয়া যখন বানছে, তখন পেসাব পায়খানা কইরা ছেড়াবেড়া। এমন কান্দন শুরু করল যে কইলজার মধ্যে ধরে। আমি মুক্তি হইলে দিতাম ছাইড়া। বলতাম, তোর শান্তি নিজের গু নিজে চাটা দিয়া খাবি। জানে মারনের চেয়ে এই শান্তি ভালো, কী কন কমান্ডার সাব ? গু খাওয়া সহজ ব্যাপার না। নিজের গু হইলেও না।

নাইমুল জবাব দিল না। জবাব দেবার প্রয়োজনও নেই। রফিক এই ধরনের মানুষ যে জবাবের অপেক্ষা করে না। নতুন গল্প শুরু করে। রফিক তার সিগারেটে শেষ লম্বা টান দিয়ে বলল, নতুন চিয়ারম্যান সাবের দিনও শেষ। মুক্তি যখন আইসা ঢুকে, তখন তারা আর কিছু করতে পারুক না পারুক শান্তির লোকজন মারে।

আর কিছু করে না ?

নাহ্।

মিলিটারি মারতে পারে না ?

সত্য কথা বলতে কী পারে না। পাক মিলিটারি তো ঘুঘু পাখি না। গুলাইল দিয়া মারবেন। পাক মিলিটারি কঠিন জিনস। সাক্ষাৎ আজরাইল। এরার শইল্যে ভয় ডর বইল্যা কিছু নাই।

পাক মিলিটারি দেখেছ ?

www.MurchOna.com

দেখব না কী জন্যে ? একবার মাথাত কইরা তারার গুলির বাক্স নিয়া গেছি। খেতে কাম করতেছিলাম, ডাক দিয়া আইন্যা আমারে আর পুব পাড়ার ফজলু ভাইয়ের মাথাত তুইল্যা দিল গুলির বাক্স। আরে বাপ রে— ওজন কী! দুই দিন ছিল ঘাড়ে ব্যথা। কমান্ডার সাব আরেকটা সিগারেট দেন।

আর তো সিগারেট দেয়া যাবে না।

তাইলে উঠি। আপনের সাথে গফ কইরা মজা পাইছি।

উঠতে পারবে না। যেখানে বসেছিলে সেখানে বসে থাকো। গল্প করতে চাও গল্প করো। উঠার চিন্তা বাদ দাও।

রফিক বিস্মিত হয়ে তাকাল। মুক্তিদের হাবভাব বোঝা মুশকিল। এতক্ষণ এই কমান্ডার নরম-সরম গলায় কথা বলেছে। এখন তার গলা কঠিন। চোখের দৃষ্টিও ভালো না।

আমার একটা কাজ ছিল কমান্ডার সাব।

কাজ থাকলেও বসে থাকো। তোমাকে আমি ছেড়ে দেব আর তুমি সারা অঞ্চলের মানুষকে বলে বেড়াবে মুক্তি ঢুকেছে, তা হবে না। তাছাড়া তোমাকে আমার দরকার।

কী জন্যে দরকার ?

শান্তিবাহিনীর চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ি চিনায়ে দিবে। আমি বাড়ি চিনি না। আরো খোঁজ খবর দিবে। শঙ্খগঞ্জ ব্রিজ কি মিলিটারি পাহারা দেয় ?

আমি জানব ক্যামনে ? আমি কি ব্রিজের উপরে দিয়া হাঁটি ? রেলগাড়ি চলাচলের পুল। মাইনষের হাঁটার পুল না।

রাজাকাররা থাকে কোথায় ?

থানা কম্পাউন্ডে থাকে।

তারা মোট কয়জন ?

আমি কি গুইন্যা দেখছি ? রাজাকারের হিসাব নেওনের ঠেকা আমার নাই।

রফিক উসখুস করছে। নাইমুল কড়া গলায় বলল, নড়াচড়া করবে না।

নড়াচড়াও করতে পারব না— এইটা কেমন কথা ?

নাইমুল গায়ের চাদরটা সামান্য উঠিয়ে কাঁধে ঝুলানো চাইনিজ স্টেইনগান দেখিয়ে দিল। রফিক নড়াচড়া বন্ধ করে স্থির হয়ে গেল। তার চোখ কোটর থেকে সামান্য বের হয়ে এলো। মিলিটারিদের যেমন বিশ্বাস নাই, মুক্তিরও বিশ্বাস নাই। হুট করে কী করে বসে না বসে তার নাই ঠিক।

নাইমুল বলল, রাজাকার কমান্ডারের নাম কী ?

www.MurchOna.com

জয়নাল।

জয়নালের বাড়ি তো তুমি চেন। চেন না ?

জি চিনি।

সে বাড়িতে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসে না ? চব্বিশ ঘণ্টা সে নিশ্চয়ই থানা কম্পাউন্ডে থাকে না।

জয়নাল ভাইরে কি গুল্লি করবেন ?

জানি না করব কি-না। করতেও পারি।

জয়নাল ভাই বৈকালে ছুলুর স্টলে চা খাইতে যায়। একলা যায় না। সাথে সব সময় এক দুইজন থাকে। যন্ত্রপাতি থাকে।

থাকুক।

গুল্লি কোন খানে করবেন ? চায়ের স্টলে করবেন না দূরে নিয়া করবেন ?

দেখি কী করা যায়।

কমান্ডার সাব, আমার বিরাট পেসাব চাপছে। পেসাব করন দরকার। ক্ষেতের আইলে বইস্যা পেসাব কইরা আসি।

নাইমুল হাই তুলতে তুলতে বলল, পেসাব এই খানেই করো। নিচে নামার দরকার নাই।

আপনের সামনে পেসাব করব ?

উল্টা দিকে ফির। উল্টা দিকে ফিরে পিসাব করো। জায়গা থেকে নড়বে না।

কমান্ডার সাব, আমি কিন্তু জয় বাংলার লোক।

এই জন্যেই তো তোমাকে পাশে বসিয়ে রেখেছি। আমার জয় বাংলার লোকই দরকার।

এই খানে কতক্ষণ বইস্যা থাকবেন ?

নাইমুল আরেকটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, জানি না।

রফিক বলল, পুরাটা শেষ কইরেন না। আমি দুইটা টান দিব। ইন্ডিয়ান ছিরগেটের মজাই আলাদা।

নাইমুল তাকে আস্ত একটা সিগারেট দিল।

রফিক বলল, ফাইটিং কি আইজ রাইতেই হইব ?

হুঁ।

আফনের লোকজন কই ?

www.MurchOna.com

আমার দলে লোক কম। আমরা মোটে দুইজন।

আরেকজন কে ?

আরেকজন তুমি। তোমাকে গ্রেনেড মারা শিখায় দিব। পারবে না ?

রফিকের ঠোঁট থেকে জ্বলন্ত সিগারেট পড়ে গেল। সে মনে মনে বলল, ভালো পাগলের হাতে পড়ছি।

গ্রেনেড নিশ্চয়ই চেন। সব অস্ত্রপাতির নাম তুমি জান, গ্রেনেডের নাম জানবে না তা হয় না। লোহার বল।

গ্রেনেড চিনি। গ্রেনেড আছে দুই পদের। ভালটার নাম এনেথ্রা গ্রেনেড। বন্দুকের নলে লাগাইয়া মারতে হয়।

তোমাকে ঐ গ্রেনেড দেব না। তোমাকে যে গ্রেনেড দেব সেখানে একটা পিন থাকে। দাঁত দিয়ে টান দিয়ে পিন খুলতে হয়। পিন খোলার পরে ছুড়ে মারতে হয়।

রফিক বিড়বিড় করে বলল, ভাইজান আমার দাঁতে অসুবিধা আছে। দাঁত পোকায় খাওয়া। এই দেখেন।

সে দাঁত বের করে দেখাল। নাইমুল সহজ গলায় বলল, এই দাঁতেও চলবে।

বিকাল পর্যন্ত নাইমুলের দলের লোকজন কেউ এসে পৌঁছল না। এদের কি সমস্যা সেটাও জানার উপায় নেই। সে কি তাদের জন্যে অপেক্ষা করবে না ফিরে যাবে তাও বুঝতে পারছে না।

দলের লোকজন কি ধরা পড়ে গেছে ? ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম, তবে একেবারেই যে নেই তা না। গত মাসে শেরপুরের জহুকান্দিতে কাদের মিয়ার পুরো দল ধরা পড়েছিল। তারা ভুল যা করেছে তা হলো আয়োজন করে খাওয়া-দাওয়া করতে গেছে। যে বাড়িতে তারা উঠেছিল, সেই বাড়ির কর্তা মুক্তিবাহিনী দেখে আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ছিলেন। সন্ধ্যাবেলায় খাসি জবাই করা হয়েছে তাদের খাওয়ানোর জন্যে। পোলাও রান্না হয়েছে। খাসির মাংস রান্না হতে সময় লাগছিল। এই সময়ই কাল হলো। মিলিটারি বাড়ি ঘিরে ফেলল। ট্রেনিং ক্যাম্পে গেরিলা যুদ্ধের নিয়ম কানুন ব্যাখ্যা করতে করতে এক পর্যায়ে বলা হতো— আর যাই হও খাসি কাদের হয়ো না।

কাদের দুর্দান্ত সাহসী যোদ্ধা ছিল। সামান্য ভুলের জন্যে তার নাম হয়ে গেল খাসি কাদের। তার বীরত্বের কথা সবাই ভুলে গেল। শুদ্ধ কাজের জন্যে মানুষ মানুষকে মনে রাখে না। মানুষ মনে রাখে তাদের অশুদ্ধ কাজের জন্যে। কাদেরের নাম হওয়া ছিল বীর কাদের অথচ তার নাম হয়ে গেল খাসি কাদের।

www.MurchOna.com

কমান্ডার সাব ?

হুঁ।

আমার কপালে একটু হাত দিয়া দেখেন।

কেন ?

জ্বর আসছে। আমার কেঁথার তলে যাওন দরকার। আমার শইলের অবস্থাটা একটু বিবেচনা করেন।

নাইমুল আবারো বলল, হুঁ।

রফিক বলল, উঠি কমান্ডার সাব ?

নাইমুল বলল, উঠার চিন্তা বাদ দাও। তোমাকে পাঠাব ব্রিজের কাছে রাজাকারদের যে আউট পোস্ট আছে সেখানে।

লাখ টেকা দিলেও আমি এর মধ্যে নাই। ভুইল্যা যান।

ভুলে যাব কেন ?

ব্রিজ পাহারা দেয় কালা মিলিটারি। এরা সাক্ষাৎ যম।

কালো পোশাক পরা মিলিশিয়া ?

মিলিশিয়া কি-না জানি না, এরা যে আসল যম এইটা জানি। এরার ছায়া দেখলেও মৃত্যু।

নাইমুল দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, উঠ।

কই যাব ?

কালা মিলিটারির ছায়া দেখে আসি।

আসমানের দিকে চাইয়া দেখছেন আসমানের অবস্থা। দেওয়া নামতাছে।

নাইমুল আকাশের দিকে তাকাল। ঘন হয়ে মেঘ করছে। আকাশের ঘন কালো মেঘ সৌভাগ্যের লক্ষণ। মেঘ-বৃষ্টিতে মিলিটারিরা অভ্যস্ত না। তারা তখন কোঠরে ঢুকে থাকে। তাদের কাছে বজ্রের গর্জনকে কামানের শব্দ বলে মনে হয়। মেঘ ডাকলেই তাদের কলিজা কাঁপে। এমন ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে দলের লোকজন থাকলে ভালো হতো। ব্রিজের ব্যবস্থা করে ফেলা যেত। দলে নাসিম আছে। প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের বিষয়ে অতি এক্সপার্ট। ছোটখাটো মানুষ, মনে হয় হাঁটতে জানে না— লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। তাকে আদর করে ডাকা হয় মিস্টার স্প্রিং। দলে আছে সুন্নত মিয়া। তাকে সুন্নত মিয়া ডাকলে সে রাগ করে। তাকে ডাকতে হয় গৌরনদীর সুন্নত। এই বিশেষ নামে তাকে কেন ডাকতে হয়— নাইমুল এখনো জানে না। অসীম সাহসী যুবক। প্রতিটি অপারেশনের পর সে গভীর ক্ষোভের সঙ্গে বলে, শহিদ হওয়ার শখ ছিল, হইতে পারলাম না।

www.MurchOna.com

আফসোস। দেখি পরেরবার পারি কি-না। গ্রেনেডের থলি নিয়ে সে মাটিতে শুয়ে সাপের মতো ভঙ্গিতে আগায়। ক্রলিং-এর সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। শত্রুর খুব কাছাকাছি গিয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে গ্রেনেড চার্জ করে। বিড়বিড় করে বলে, 'যারে পক্ষী যা। জায়গা মতো যা।' তার পক্ষী বেশির ভাগ সময়ই জায়গা মতো যায়। সুন্নতের হাতের জোর অসম্ভব। গ্রেনেড থ্রোয়ারে গ্রেনেড পঞ্চাশ গজ পর্যন্ত যায়। সে হাতে ছুড়েই চল্লিশ গজ পর্যন্ত পাঠাতে পারে।

সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টি মাথায় নিয়ে খোলা নৌকায় নাইমুলের দল চলে এলো। আনন্দে দাঁত বের করে রফিক হেসে ফেলে বলল, এই তো আপনে আপনের লোক পাইছেন। আমারে বিদায় দেন। ছিরগেটে টান দিতে দিতে বাড়িত গিয়া ঘুমাই। নাইমুল বলল, যেখানে আছ সেখানে থাক। নড়বে না। অনেক কথা বলেছ। আর কোনো কথাও না।

দলটা ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত ও অবসন্ন। নাইমুল বলল, অপারেশনের শেষে আমরা খুব আরাম করে খাওয়া-দাওয়া করব। অপারেশনের আগে কোনো খাওয়া নাই। আমি সব রেকি করে রেখেছি। একটা গাইডও আমার সঙ্গে আছে। রফিক নাম।

রফিক সঙ্গে সঙ্গে বলল, এইটা ভুইল্যা যান কমান্ডার সাব। আমি আপনারার সাথে নাই। নতুন বিবাহ করে করেছি। ঘরে আমার কাঁচা বউ।

নাইমুল বলল, কাঁচা বউ পাকা বউ যাই থাকুক, তুমি আছ সঙ্গে। এখন তোমরা সবাই আমার প্ল্যান অব অ্যাকশান শোন। আমি পুরো ব্যাপারটা অন্যরকমভাবে সাজিয়েছি। মন দিয়ে শুনতে হবে। পরিকল্পনার পরিবর্তন হবে না। আমি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কিছু ঠিক করি না। এইসব সিদ্ধান্ত তর্ক-বিতর্কে ঠিক করা যায় না। ব্রিজ পাহারা দেয় ছয় থেকে সাতজন রাজাকারের একটা দল। মাঝে মধ্যে তাদের সঙ্গে দু'জন মিলিশিয়া থাকে। আজ তারা নেই।

প্রথমে আমরা তাদের কাছে খবর পাঠাব— আজ ভোররাতে ব্রিজ উড়ানো হবে। খবরটা বিশ্বাসযোগ্য হবে কারণ খবরটা সত্যি। ব্রিজ আমরা আজ রাতেই উড়াব। খবর শোনার পর এরা যা করবে তা হচ্ছে হয় সবাই মিলে থানায় মিলিটারির কাছে খবর দিতে যাবে। অথবা একদল যাবে আরেকদল ব্রিজ পাহারা দেয়ার নামে থাকবে। যারা থাকবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের পালিয়ে যাবার কথা। যদি পালিয়ে না যায় ভয়ের চোটে ফাঁকা গুলি করতে থাকবে।

একই সঙ্গে আমরা থানায় খবর পাঠাব যে ব্রিজ অ্যাটাক করা হবে। খবর পাঠানো হবে স্থানীয় শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের মাধ্যমে। থানার মিলিটারিরা ব্রিজ রক্ষার জন্যে একদল মিলিটারি পাঠাবে। তাদের রুট একটাই ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক। আমাদের দলটা তিন ভাগ হবে। এক ভাগ সড়কে মিলিটারিকে

www.MurchOna.com

অ্যাম্বুশ করবে। এক ভাগ যাবে ব্রিজে, আর এক ভাগ থানা অ্যাটাক করবে। থানা অ্যাটাকে আমরা এনেগ্রা গ্রেনেড ব্যবহার করব। এসএমজি থাকবে ব্রিজের উপরে। এখন ঠিক করি কে কোন দিকে থাকবে। তার আগে শুনতে চাই কেউ কিছু কি বলবে ?

রফিক প্রথম কথা বলল, তার কথা দুই শব্দের, 'আমারে খাইছে রে'।

রফিকের কথার পর পর মিস্টার স্প্রিং বলল, চিড়ামুড়ি যাই হোক, কিছু মুখে দিতে হবে।

ঝড়-বৃষ্টি যেমন আচমকা এসেছিল সে রকম আচমকা চলে গেল। রাত ন'টার দিকে মেঘের ফাঁকে চাঁদ দেখা গেল। চাঁদের আট তারিখ। চাঁদের আলো তেমন জোরালো না আবার খারাপও না। গৌরনদীর সুন্নত বলল, মেঘের মধ্যে জোছনা খারাপ জিনিস। এই জোছনায় ভূত দেখা যায়। আমি মিলিটারি ভয় পাই না। ভূত ভয় পাই।

শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হাশেম সাহেব যখন ঘুমুবার আয়োজন করেছেন, তখন তাঁর বাড়ির উঠানে কুকুর ডাকতে লাগল। কুকুরের ডাকের সঙ্গে মনে হলো, অনেক লোকজনও হাঁটাহাঁটি করছে। হাশেম চেয়ারম্যান ভীত গলায় বললেন, কে ?

রফিক বলল, চেয়ারম্যান সাব আমি রফিক। উত্তরপাড়ার রফিক।

কী চাও ?

একটু বাইর হন। মুক্তির কমান্ডার সাব আসছেন।

হাশেম চেয়ারম্যান একা বের হলেন না, তাঁর সঙ্গে বিশাল বাড়ির কয়েকটা দরজা এক সঙ্গে খুলে গেল। মেয়েদের কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেল। এর মধ্যে একটি মেয়ে বেশ রূপবতী। সেই মনে হয় হাশেম চেয়ারম্যানের— ভাটি অঞ্চলের স্ত্রী।

হাশেম চেয়ারম্যানের হাতে টর্চলাইট। গায়ে হাতকাটা পাঞ্জাবি। পরনে লুঙ্গি। তার কাছে মনে হচ্ছে লুঙ্গির আঁট নরম হয়ে এসেছে, যে-কোনো সময় লুঙ্গি খুলে পড়ে যাবে। তিনি এক হাতে লুঙ্গি ধরে আছেন। আরেক হাতে টর্চ। তিনি ভীত গলায় বললেন, কে কে ?

নাইমুল বলল, আমরা মুক্তিবাহিনীর। আপনি ভালো আছেন ?

হাশেম চেয়ারম্যান জড়ানো গলায় বললেন, জি ভালো আছি। জি ভালো আছি।

নাইমুল বলল, ভয় পাচ্ছেন নাকি ?

www.MurchOna.com

হাশেম চেয়ারম্যান তার জবাবে কাশতে শুরু করল। মেয়ে মহলে কান্নার শব্দ আরো জোরালো হলো। একজন বৃদ্ধা মহিলা ছুটে এসে হাশেম চেয়ারম্যানের হাত ধরল। সম্ভবত চেয়ারম্যান সাহেবের মা। বৃদ্ধা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, বাবারা আমার একটা কথা শোন।

নাইমুল বলল, আপনি ভয় পাবেন না। আমি কখনো বাঙালি মারি না। কান্না বন্ধ করেন।

সব মহিলার কান্না একসঙ্গে থেমে গেল। নাইমুল শান্ত গলায় বলল, আমার ছেলেরা এখানে এসেছে রেলের পুল উড়ায়ে দিতে। তারা এই কাজটা শেষ করে আপনার এখানে খানা খাবে।

হাশেম চেয়ারম্যান বলল, অবশ্যই, অবশ্যই। অবশ্যই খানা খাবেন। অবশ্যই।

গরম ভাত করবেন। ঝাল দিয়ে মুরগির সালুন।

বৃদ্ধা বললেন, বাবারা পোলাও করি ?

করতে পারেন। অনেক দিন পোলাও খাওয়া হয় না।

হাশেম চেয়ারম্যান বলল, আপনারা ঘরে এসে বসেন। চা খান, চা বানাতে বলি।

নাইমুল বলল, চা খাব না। আমরা এখন ব্রিজের কাছে যাব। আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

কী কাজ ?

আপনি থানায় যাবেন। থানায় গিয়ে মিলিটারি কমান্ডারকে বলবেন মুক্তিবাহিনী ঢুকেছে। তারা ব্রিজ উড়াতে এসেছে। যা সত্য তাই বলবেন। ব্রিজ উড়াবার পর আপনার বাড়িতে যে পোলাও মুরগির মাংস খাব তাও বলতে পারেন, অসুবিধা নাই।

বৃদ্ধা বললেন, আমার ছেলে কোনোখানে যাবে না। তোমরা ফাঁকি দিয়া তারে ঘর থাইক্যা বাইর করতাছ। টাকা-পয়সা কী চাও বলো দিতাছি। সিন্দুকে স্বর্ণের অলঙ্কার আছে। অলঙ্কার নিবা ?

নাইমুল বলল, বুড়িমা, আপনি যদি আপনার ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখতে চান, তাহলে আমি যা বলছি তা করুন। আমি কথা চালাচালি পছন্দ করি না। একেবারেই করি না।

রফিক বলল, চাচিআম্মা, আমরার কমান্ডার সাব এককথার মানুষ। উনার কথা না শুনলে বিপদ আছে।

www.MurchOna.com

নাইমুল রফিকের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি যাবে ব্রিজে। রাজাকার গ্রুপকে ব্রিজ উড়িয়ে দেয়ার খবর দিবে। তুমি কাজটা ঠিকমতো করছ কি-না তা দেখার জন্যে আড়াল থেকে তোমার পিছনে পিছনে আমাদের একজন যাবে। বেতালা কিছু সন্দেহ হলেই সে গুলি করবে। বুঝতে পারছ ?

রফিকের মুখ হা হয়ে গেল। চোখ কোটর থেকে আরো খানিকটা বের হয়ে এলো।

গেরিলা অপারেশনে বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যা ভাবা গিয়েছিল তা হয় না। তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত বদলাতে হয়। সব সময় যে সিদ্ধান্ত পাল্টাবার সুযোগ পাওয়া যায় তাও না। একটা মাঝারি আকৃতির দল কয়েকটা ভাগে ভাগ হয়ে গেল, তারা একত্রিত হবার সুযোগই পায় না।

এই ক্ষেত্রে বিস্ময়করভাবে সব কিছু হলো নাইমুলের পরিকল্পনা মতো। রাজাকারদের দল ব্রিজ আক্রমণ হবে খবর পাওয়া মাত্র থ্রি নট থ্রি রাইফেল রেখে পালিয়ে গেল।

থানা কম্পাউন্ড থেকে আটজন মিলিটারির একটা ছোট্ট দল গেট থেকে বের হয়ে আবার ঢুকে পড়ল।

নাইমুলের কাছে রাখা গ্রেনেড থ্রোয়ার ঠিকমতো কাজ করল। রাইফেলের নল থেকে দশ-বার গজ দূরে গিয়ে ফাটল না। পর পর দু'টা এনেগ্রা গ্রেনেড দেয়াল ফুটো করে ভেতরে ঢুকে গেল।

রাস্তার পাশে অ্যাম্বুশ করে রাখা দলটাকে নাইমুল ঠিক সময়ে থানার দুই দিকে জড় করতে পারল।

মিলিটারির অতি ক্ষুদ্র দলের কাছেও লাইট মেশিনগান থাকে। থানা থেকে লাইট মেশিনগানের কোনো গুলি এলো না। হয় তাদের এলএমজি'তে কোনো সমস্যা হয়েছে। কিংবা তাদের গানার নেই।

থেমে যাওয়া বৃষ্টি আবারো শুরু হলো। ঘনঘন বাজ ডাকতে লাগল। থানা কম্পাউন্ডের ভেতরের একটা তালগাছে বাজ পড়ল। সেই শব্দ হলো ভয়াবহ। মিলিটারিরা এই বজ্রপাতকে অবশ্যই কামানের আক্রমণ ধরে নিল। তারা গুলিবর্ষণ বন্ধ করল। বাঁশের মাথায় সাদা কাপড় ঝুলিয়ে তারা আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত করল।

নাইমুলের দল গুলিবর্ষণ বন্ধ করল। নাইমুল শান্ত কিন্তু উঁচু গলায় বলল, Hello come out. We have stopped firing. মাত্র পাঁচজন মিলিটারির ছোট্ট

www.MurchOna.com

একটা দল হাত উঁচু করে বের হয়ে এলো। তাদের সঙ্গে আছে তিনজন পাকিস্তানি পুলিশ। তাদের পেছনে থানার ওসি। নাইমুল উঠে এলো থানা কম্পাউন্ডের পাকা বারান্দায়। থানার ওসির দিকে তাকিয়ে বলল, ওসি সাহেব ভালো আছেন ?

হতভম্ব ওসি বলল, জি স্যার।

আপনাদের বিশাল পুলিশ বাহিনী স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করছে আর আপনি এদের হয়ে কাজ করছেন— এটা কেমন কথা ? আপনি একটা কাজ করুন মিলিটারিদের বেঁধে ফেলুন।

জি স্যার।

এরা সংখ্যায় এত কম কেন ? বেশি থাকার কথা না ?

বেশিই ছিল। পরশু সকালবেলা জরুরি ম্যাসেজ পাঠিয়ে নিয়ে গেছে।

এখানে ওয়্যারলেস আছে ?

জি স্যার আছে।

থানা যে অ্যাটাক হয়েছে সেই ম্যাসেজ কি গেছে ?

জি না।

যায় নাই কেন ?

অপারেটর নাই স্যার।

মিলিটারিদের বেঁধে সঙ্গে করে নিয়ে ব্রিজের কাছে যান। ব্রিজ উড়ানোর ব্যাপারে সাহায্য করুন।

জি স্যার।

নাইমুল মিলিটারি ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় ইংরেজিতে বলল, তোমরা আত্মসমর্পণ করেছ। জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী তোমাদের দেখা আমার দায়িত্ব। সমস্যা হচ্ছে আমরা একটা গেরিলা ইউনিট। দেশের ভেতর ঘুরে ঘুরে কাজ করি। তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে ঘোরা আমার পক্ষে সম্ভব না। ইচ্ছা থাকলেও সম্ভব না। তাছাড়া আমাদের মুক্তিবাহিনীর অনেক সদস্য তোমাদের হাতে ধরা পড়েছে। তাদের প্রত্যেককে তোমরা ফায়ারিং স্কোয়াডের কাছে পাঠিয়েছ। তোমাদের বেলাতেই বা অন্যরকম হবে কেন ?

হাশেম চেয়ারম্যান অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে দেখলেন মুক্তিযোদ্ধার দলটা ফজরের আগে আগে তাঁর বাড়িতে খেতে এলো। দলের কমান্ডার খাবার সময় বিনীত গলায় বাড়ির মহিলাদের কাছে কাঁচামরিচ চাইল। এই ভদ্র-বিনয়ী ছেলে নাকি

www.MurchOna.com

কিছুক্ষণ আগে পাঁচজন মিলিটারি, তিনজন পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশকে ব্রিজের উপর থেকে গুলি করে পানিতে ফেলে দিয়েছে।

রফিক গোলাগুলি শুরু হওয়া মাত্র পালিয়ে গিয়েছিল। খাওয়া-দাওয়ার সময় সে আবারও উপস্থিত হলো এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে খাওয়ার তদারকি করতে লাগল। একবার শুধু ফাঁক পেয়ে নাইমুলকে বলল, স্যার, যতদিন জীবন আছে আমি আপনার সাথে আছি। আর আপনেরে ছাইড়া যাব না। ভয় পাইয়া দৌড় দিছিলাম। আমি গু খাই।

রফিক তার কথা রেখেছিল। কাঁচপুর অপারেশনে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে নাইমুলের সঙ্গেই ছিল। সে খুব ভালো এসএমজি চালাতে শিখেছিল। কাঁচপুর অপারেশনে গুলিবিদ্ধ হবার পর থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে এসএমজিতে গুলিবর্ষণ করেছিল বলেই নাইমুল তার দল নিয়ে পালাতে পেরেছিল। একই ধরনের বীরত্ব দেখিয়েছিলেন আরেকজন। তিনি সিপাহি হামিদুর রহমান। ধলই বর্ডার আউট পোস্ট আক্রমণের সময় আমৃত্যু মেশিনগানের গুলিবর্ষণ করে তিনি তাঁর প্লাটুনকে পশ্চাদ অপসারণের সুযোগ করে দেন। তাঁর প্রাণের বিনিময়ে পুরো প্লাটুন রক্ষা পায়। সিপাহি হামিদুর রহমানকে বীরশ্রেষ্ঠ সম্মানে সম্মানিত করা হয়। রফিকের নাম মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাতেও নেই।

www.MurchOna.com

তাঁর চোখ কালো চশমায় ঢাকা। গায়ে ধবধবে সাদা হাফ হাতা গেঞ্জি। বসেছেন ঋজু ভঙ্গিতে। বাঁ হাতের কব্জিতে পরা ঘড়ির বেল্ট সামান্য বড় হয়ে যাওয়ায় হাত নাড়ানোর সময় ঘড়ি উঠানামা করছে। এতে তিনি সামান্য বিরক্ত, তবে বিরক্তি বোঝার উপায় নেই। যে চোখ মানবিক আবেগ প্রকাশ করে, সেই চোখ তিনি বেশিরভাগ সময় কালো চশমায় ঢেকে রাখতে ভালোবাসেন। মানুষটার চারপাশে এক ধরনের রহস্য আছে।

তাঁর নাম জিয়াউর রহমান। তিনি তাঁবুর বাইরে কাঠের ফোল্ডিং চেয়ারে বসে আছেন। চারপাশের দৃশ্য অতি মনোরম। যে দিকে চোখ যায় জঙ্গলময় উঁচু পাহাড়। কোনো জনবসতি নেই। জায়গাটা মেঘালয় রাজ্যের ছোট্ট শহর তুরা থেকেও মাইল দশেক দূরে। নাম তেলঢালা। মেজর জিয়া ঘন জঙ্গলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে চোখ ফেরালেন আকাশের দিকে। আকাশে মেঘের আনাগোনা। এই মেঘে বৃষ্টি হয় না, তবে এই অঞ্চলের বৃষ্টির ঠিক নেই। যে-কোনো মুহূর্তে ঝুমঝুমিয়ে বৃষ্টি নামতে পারে।

প্রায় স্বর্গের কাছাকাছি এই অপূর্ব বনভূমিতে জড়ো হয়েছে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম, তৃতীয় এবং অষ্টম ব্যাটালিয়ান। তাদের নিয়ে গঠন করা হয়েছে দুর্ধর্ষ এক পদাতিক ব্রিগেড, নাম 'জেড ফোর্স'। জিয়াউর রহমানের নামের আদ্যক্ষর জেড দিয়ে এই ফোর্সের নামকরণ।

জেড ফোর্সের অধিনায়ক মেজর জিয়ার মন খানিকটা খারাপ। কারণ তিনি খবর পেয়েছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানি তাঁর বিষয়ে খানিকটা বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। মেজর জিয়ার নির্দেশে প্রথম ইস্ট বেঙ্গলের কামালপুর বর্ডার আউটপোস্ট আক্রমণ জেনারেল ওসমানীর মতে উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা। কামালপুর আক্রমণ করতে গিয়ে প্রথম ইস্ট বেঙ্গলের তিনজন নিহত হন, ছেষট্টিজন আহত। ডেল্টা কোম্পানির কমান্ডার সালাহউদ্দিন শহিদ হন। ব্রাভো কোম্পানির কমান্ডার হাফিজউদ্দিন গুরুতর আহত হন। দুটো কোম্পানিই কমান্ডারবিহীন হয়ে পড়ে।

www.MurchOna.com

জেনারেল ওসমানীর মতে, যেহেতু আমাদের লোকবল অস্ত্রবল কম সেহেতু রক্তক্ষয়ী দুর্ধর্ষ পরিকল্পনায় যাওয়া ঠিক না।

মেজর জিয়ার মত হচ্ছে, আমি দেশের ভেতর যুদ্ধ করছি। কখন কী করব সেই সিদ্ধান্ত আমি নেব। সেনাবাহিনী প্রধান— যিনি থাকেন বাংলাদেশ সরকারের দপ্তরে— তিনি পরিস্থিতি জানেন না।

মেজর জিয়া এফ ফোর্সের অধিনায়ক মেজর কে এম শফিউল্লাহ এবং কে ফোর্সের অধিনায়ক মেজর খালেদ মোশাররফের সঙ্গে এক বৈঠকেও খোলাখুলি নিজের এই মত প্রকাশ করেন। তাঁর কথা হলো, গেরিলা ধরনের এই যুদ্ধে আমাদের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের প্রয়োজন নেই। আমাদের দরকার কমান্ড কাউন্সিল। সবচে' বড় কথা সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত কেউ সেনাবাহিনীর প্রধান হতে পারেন না। মেজর জিয়ার এই মনোভাব জেনারেল ওসমানীর কানে পৌঁছেছিল। সঙ্গত কারণেই এই মন্তব্য তাঁর ভালো লাগে নি।

তাঁবুর ভেতর কিছু সময় কাটিয়ে মেজর জিয়া আবার বের হয়ে আগের জায়গায় বসলেন। এবার তাঁর হাতে দু'লাইনের একটা ইংরেজিতে লেখা চিঠি। চিঠিটি তিনি লিখেছেন পাকিস্তানের মেজর জেনারেল জামশেদকে। এখন তিনি ঢাকায় ৩৬তম ডিভিশনের প্রধান। মেজর জিয়া যখন পাঞ্জাব রেজিমেন্টে ছিলেন, তখন মেজর জেনারেল জামশেদ ছিলেন তাঁর কমান্ডিং অফিসার।

চিঠিতে মেজর জিয়া লিখেছেন—

Dear General Jamshed,

My wife Khaleda is under your custody. If you do not treat her with respect, I would kill you someday.

Major Zia

এই চিঠি দেয়া হলো মেজর শাফায়েতকে। মেজর শাফায়েত চিঠিটি ঢাকায় পোস্টবক্সের ডাকবাক্সে ফেলার ব্যবস্থা করলেন। মজার ব্যাপার হলো, এই চিঠি মেজর জেনারেল জামশেদের হাতে পৌঁছেছিল।*

*সূত্র : *রক্তে ভেজা একাত্তর*
মেজর (অবঃ) হাফিজ উদ্দিন আহমদ

www.MurchOna.com

সূত্র : দৈনিক বাংলা
তারিখ : ২রা জানুয়ারি, ১৯৭২
শিরোনাম : মেজর জিয়ার পরিবারের উপর পাক বাহিনীর নির্যাতনের বিবরণ

মেজর জিয়া যখন দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন হানাদার খান সেনারা তখন তাঁর পরিবার পরিজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল

॥ মনজুর আহমদ প্রদত্ত ॥

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের বীর নায়ক মেজর (বর্তমানে কর্নেল) জিয়া যখন হানাদার পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলে তাদেরকে নাজেহাল করে তুলছিলেন, তখন তাঁর প্রতি আক্রোশ মেটাবার ঘৃণ্য পন্থা হিসেবে খান সেনারা নৃশংসভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাঁর আত্মীয়স্বজন পরিবার-পরিজনদের ওপর।

তাদের এই প্রতিহিংসার লালসা থেকে রেহাই পান নি কর্নেল জিয়ার ভায়রা শিল্পোন্নয়ন সংস্থার সিনিয়র কো-অর্ডিনেশন অফিসার জনাব মোজাম্মেল হক।

চট্টগ্রাম শহর শত্রু কবলিত হবার পর বেগম খালেদা জিয়া যখন বোরখার আবরণে আত্মগোপন করে চট্টগ্রাম থেকে স্টিমারে পালিয়ে নারায়ণগঞ্জে এসে পৌঁছেন, তখন জনাব মোজাম্মেল হকই তাঁকে নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। সেদিন ছিল ১৬ই মে। ঢাকা শহরে কারফিউ। নারায়ণগঞ্জেও সন্ধ্যা থেকে কারফিউ জারি করা হয়েছিল। এরই মধ্যে তিনি তাঁর গাড়িতে রেডক্রস ছাপ এঁকে ছুটে গিয়েছিলেন নারায়ণগঞ্জ টার্মিনালে।

বেগম জিয়াকে নিয়ে আসার দিন দশেক পর ২৬শে মে শিল্পোন্নয়ন সংস্থায় হক নাম সংবলিত যত অফিসার আছেন সবাইকে ডেকে পাক সেনারা কর্নেল জিয়ার সঙ্গে কারোর কোনো

www.MurchOna.com

আত্মীয়তা আছে কিনা জানতে চায়। জনাব মোজাম্মেল হক বুঝতে পারলেন বিপদ ঘনিয়ে আসছে। তিনি সেখানে কর্নেল জিয়ার সাথে তাঁর আত্মীয়তার কথা গোপন করে অসুস্থতার অজুহাতে বাসায় ফিরে আসেন এবং অবিলম্বে বেগম জিয়াকে তাঁর বাসা থেকে সরাবার ব্যবস্থা করতে থাকেন।

কিন্তু উপযুক্ত কোনো স্থান না পেয়ে শেষপর্যন্ত ২৮শে মে তিনি তাঁকে ধানমণ্ডিতে তাঁর এক মামার বাসায় কয়েক দিনের জন্য রেখে আসেন এবং সেখান থেকে ৩রা জুন তাঁকে আবার জিওলজিক্যাল সার্ভের এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জনাব মুজিবুর রহমানের বাসা এবং এরও কদিন পরে জিওলজিক্যাল সার্ভের ডেপুটি ডিরেক্টর জনাব এস কে আব্দুল্লাহর বাসায় স্থানান্তরিত করা হয়।

এরই মধ্যে ১৩ই জুন তারিখে পাক বাহিনীর লোকেরা এসে হানা দেয় জনাব মোজাম্মেল হকের বাড়িতে। জনৈক কর্নেল খান এই হানাদার দলের নেতৃত্ব করছিল। কর্নেল খান বেগম জিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং জানায় যে, এই বাড়িতে তারা বেগম জিয়াকে দেখেছে। জনাব হকের কাছ থেকে কোনো সদুত্তর না পেয়ে তাঁর দশ বছরের ছেলে ডনকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ডন কর্নেল খানকে পরিষ্কারভাবে জানায় যে, গত তিন বছরে সে তার খালাকে দেখে নি।

সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হলে খান সেনারা তাঁর বাড়ি তল্লাশী করে। কিন্তু বেগম জিয়াকে সেখানে না পেয়ে হতোদ্যম হয়ে ফিরে যায়। যাবার আগে জানিয়ে যায়, সত্যি কথা না বললে আপনাকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হবে।

এরপরই জনাব হক বুঝতে পারেন সর্বক্ষণ তাঁকে অনুসরণ করা হচ্ছে। যেখানেই যান সেখানেই তাঁর পেছনে লেগে থাকে ফেউ। এই অবস্থায় তিনি মায়ের অসুখের নাম করে ছুটি নেন অফিস থেকে এবং সপরিবারে ঢাকা ছেড়ে যাবার ব্যবস্থা করতে থাকেন।

ব্যবস্থা অনুযায়ী ১লা জুলাই গাড়ি গ্যারেজে রেখে পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে তাঁরা দুটি অটোরিকশায় গিয়ে ওঠেন। উদ্দেশ্য ছিল ধানমণ্ডিতে বেগম জিয়ার মামার বাসায় গিয়ে আপাতত ওঠা। কিন্তু সায়েন্স ল্যাবরেটরি পর্যন্ত আসতেই একটি অটোরিকশা তাঁদের বিকল হয়ে যায়। এই অবস্থায় তাঁরা কাছেই গ্রীনরোডে এক বন্ধুর বাসায় গিয়ে ওঠেন। কিন্তু এখানে তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করছিল এক বিরাট বিস্ময়। জনাব হক এখানে

www.MurchOna.com

গিয়ে উঠতেই তাঁর এই বিশিষ্ট বন্ধুর স্ত্রী তাঁকে জানান যে, কর্নেল জিয়ার লেখা চিঠি তাঁদের হাতে এসেছে। চিঠিটা জনাব হককেই লেখা এবং এটি তাঁর কাছে পাঠাবার জন্যে কয়েকদিন ধরেই তাঁকে খোঁজ করা হচ্ছে।

তাঁর কাছে লেখা কর্নেল জিয়ার চিঠি এ বাড়িতে কেমন করে এলো তা বুঝতে না পেরে তিনি যারপরনাই বিস্মিত হন এবং চিঠিটা দেখতে চান। তাঁর বন্ধুর ছেলে চিঠিটা বের করে দেখায়। এটি সত্যই কর্নেল জিয়ার লেখা কিনা বেগম জিয়াকে দিয়ে তা পরীক্ষা করিয়ে নেবার জন্যে তিনি তাঁর বন্ধুর ছেলের হাতে দিয়েই এটি জিওলজিক্যাল সার্ভের জনাব মুজিবর রহমানের কাছে পাঠান।

এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় জনাব হক তাঁর এই বন্ধুর বাসায় রাতের মতো আশ্রয় চান। তাঁদেরকে আরো নিরাপদ স্থানে রাখার আশ্বাস দিয়ে রাতে তাঁদেরকে পাঠানো হয় সূত্রাপুরের একটি ছোট্ট বাড়িতে। তাঁর বন্ধুর ছেলেই তাঁদেরকে গাড়িতে করে এই বাড়িতে নিয়ে আসে। এখানে ছোট্ট একটি ঘরে তাঁরা আশ্রয় করে নেন।

কিন্তু পরদিনই তাঁরা দেখতে পেলেন পাক-বাহিনীর লোকেরা বাড়িটি ঘিরে ফেলেছে। জনাদশেক সশস্ত্র জওয়ান বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে। এই দলের প্রধান ছিল ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ আর ক্যাপ্টেন আরিফ। তারা ভেতরে ঢুকে কর্নেল জিয়া ও বেগম জিয়া সম্পর্কে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। জনাব হক ও তাঁর স্ত্রী জিয়ার সাথে তাদের সম্পর্কের কথা অস্বীকার করে যান। কিন্তু ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ জনাব ও বেগম হকের সাথে তোলা বেগম জিয়ার একটি গ্রুপ ছবি বের করে দেখালে তাঁরা জিয়ার সাথে সম্পর্কের কথা স্বীকার করেন। তবে তাঁরা জানান কর্নেল ও বেগম জিয়া কোথায় আছেন তা তাঁরা জানেন না।

এই পর্যায়ে বিকেল পাঁচটার দিকে জনাব হক ও তাঁর স্ত্রীকে সামরিক বাহিনীর একটি গাড়িতে তুলে মালিবাগের মোড়ে আনা হয় এবং এখানে মৌচাক মার্কেটের সামনে তাঁদেরকে সন্ধ্যে পর্যন্ত গাড়িতে বসিয়ে রাখা হয়। এখানেই তাঁদেরকে জানান হয় যে বেগম জিয়াকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরপর তাদেরকে দ্বিতীয় রাজধানী এলাকা ঘুরিয়ে আবার সূত্রাপুরের বাসায় এনে ছেড়ে দেয়া হয়। এখান থেকে রাতে তাঁরা গ্রীনরোডে জনাব হকের বন্ধুর বাসায় আসেন এবং সেখান থেকে ফিরে আসেন খিলগাঁয়ে তার নিজের বাসায়।

www.MurchOna.com

উল্লেখযোগ্য যে এই দিনই জনাব এস কে আব্দুল্লাহ্‌র সিদ্ধেশ্বরীর বাসা থেকে বেগম জিয়া ও জনাব আব্দুল্লাহ্‌কে এবং একই সাথে জনাব মুজিবর রহমানকেও পাক-বাহিনী গ্রেফতার করে। এবং ৫ই জুলাই তারিখে জনাব মোজাম্মেল হক অফিসে কাজে যোগ দিলে সেই অফিস থেকেই ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ তাঁকে গ্রেফতার করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়।

ক্যান্টনমেন্টে তাঁকে এফ আই ইউ (ফিল্ড ইনভেস্টিগেশন ইউনিট) অফিসে রাত দশটা পর্যন্ত বসিয়ে রাখা হয় এবং দশটায় তাঁকে স্কুল রোডের সেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

সেলে প্রবেশের আগে তাঁর ঘড়ি, আংটি খুলে নেয়া হয় এবং মানিব্যাগটিও নিয়ে নেয়া হয়। সারাদিন অভুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁকে কিছুই খেতে দেয়া হয় নি।

পরদিন সকালে তাঁকে এক কাপ মাত্র ঠাণ্ডা চা খাইয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যাপ্টেন সাজ্জাদের অফিসে। সাজ্জাদ তাঁর কাছে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানতে চায়। তিনি তাঁর কোনো পরিকল্পনার কথা অস্বীকার করেন। ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ এতে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত করে এবং শাস্তি হিসেবে তাঁকে বৈদ্যুতিক শক দেবার হুমকি দেখায়। কিন্তু এরপরও কোনো কথা আদায় করতে না পেরে ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ তাঁকে হাজার ওয়াটের উজ্জ্বল আলোর নিচে শুইয়ে রাখার হুকুম দেয়।

হুকুম মতো রাতে তাঁকে তাঁর সেলে চিৎ করে শুইয়ে মাত্র হাত দেড়েক ওপরে ঝুলিয়ে দেয় পাঁচশ পাওয়ারের দুটি অত্যুজ্জ্বল বাল্ব। প্রায় চারঘণ্টা অসহ্য যন্ত্রণা তাঁকে ভোগ করতে হয়।

পরদিন আবার তাঁকে ক্যাপ্টেন সাজ্জাদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সাজ্জাদ আবার তাঁর পরিকল্পনার কথা জানতে চায়। জানতে চায় শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তাঁর কী কী কথা হয়েছে, তিনি ভারতে চলে যাবার পরিকল্পনা করেছিলেন কিনা। জনাব হক এসব কিছুই অস্বীকার করলে ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ তাঁর ঘাড়ে প্রচণ্ড আঘাত হানে। এরপর তাঁর সেলে চব্বিশ ঘণ্টা হাজার ওয়াটের বাতি জ্বালিয়ে রাখার হুকুম দেয়।

বেলা একটায় তাঁকে সেলে এনেই বাতি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। ঘণ্টা কয়েক পরেই তিনি অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকেন। চিৎকার করে তিনি একটি কথাই বলতে থাকেন— আমাকে একবারেই মেরে ফেল। এভাবে তিলে তিলে মেরো না।

তিনি যখন অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করছিলেন, তখন তাঁর

www.MurchOna.com

দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল একজন পাঠান হাবিলদার। তাঁর এই করুণ আর্তি বোধ হয় হাবিলদারটি সইতে পারে নি। তারও হৃদয় বোধহয় বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল মানুষের ওপর মানুষের এই নিষ্ঠুর জুলুম দেখে। আর তাই বোধহয় সে সেন্ট্রিকে ডেকে হুকুম দিয়েছিল বাতি নিভিয়ে দিতে। বলেছিল, কোনো জীপ আসার শব্দ পেলেই যেন বাতি জ্বালিয়ে দেয়, আবার জীপটি চলে যাবার সাথে সাথেই যেন বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়।

এরপর ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ তাঁকে আরো কয়েকদিন জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং নতুন ধরনের নির্যাতন চালায়। তাঁর কাছ থেকে সারাদিন ধরে একটির পর একটি বিবৃতি লিখিয়ে নেয়া হয় এবং তাঁর সামনেই সেগুলি ছিঁড়ে ফেলে আবার তাঁকে সেগুলি লিখতে বলা হয়। এবং যথারীতি আবার তা ছিঁড়ে ফেলে আবার সেই একই বিবৃতি তাঁকে লিখতে বলা হয়। এবং আবার তা ছিঁড়ে ফেলা হয়। এই অবস্থায় ক্লান্তি ও অবসন্নতায় তিনি লেখার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেন। এদিকে হাজার ওয়াটের উজ্জ্বল আলোর নিচে থাকার ফলে তিনি দৃষ্টিশক্তিও প্রায় হারিয়ে ফেলেন। দিন ও রাতের মধ্যে কোনো পার্থক্যই বুঝতে পারতেন না।

২৬শে জুলাই বিকেলে তাঁকে ইন্টার স্টেটসক্রিনীং কমিটির (আই এস এস সি) ছাউনিতে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে একটি ছোট্ট কামরায় তাঁরা মোট ১১০জন আটক ছিলেন। বিকেল পাঁচটার দিকে তাঁকে বের করে রান্নাঘরের বড় বড় পানির ড্রাম ভরার কাজ দেয়া হয়। এই কাজে আরো একজনকে তাঁর সাথে লাগানো হয়। তিনি হচ্ছেন, জিওলজিক্যাল সার্ভের জনাব এস কে আব্দুল্লাহ্। তাঁরা দুজনে প্রায় পোয়া মাইল দূরের ট্যাপ থেকে বড় বড় বালতিতে করে পানি টেনে তিনটি বড় ড্রাম ভরে দেন। রাতে লাইন করে দাঁড় করিয়ে তাঁদেরকে একজন একজন করে খাবার দেয়া হয়। এতদিন পরে এই প্রথম তিনি খেতে পান গরম ভাত ও গরম ডাল।

পরদিন সকালে তাঁর এবং আরো অনেকের মাথার চুল সম্পূর্ণ কামিয়ে দেয়া হয়।

এখানে বিভিন্ন কামরায় তাঁকে কয়েকদিন আটকে রাখার পর ৬ই আগস্ট নিয়ে যাওয়া হয় ফিল্ড ইনভেস্টিগেশন সেন্টারে (এফ আই সি)। মেজর ফারুকী ছিল এই কেন্দ্রের প্রধান এবং এখানে সকলের ওপর নির্যাতন করার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিল সুবেদার মেজর

www.MurchOna.com

নিয়াজী। ফারুকী এখানে তাঁকে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তাকে বিবৃতি দিতে বলে। কিন্তু বিবৃতি লেখানোর নাম করে সেই পুরনো নির্যাতন আবার শুরু হয়। একটানা তিনদিন ধরে তিনি একই বিবৃতি একের পর এক লিখে গেছেন এবং তাঁর সামনে তা ছিঁড়ে ফেলে আবার এই একই বিবৃতি তাঁকে লিখতে বলা হয়েছে।

৯ই আগস্ট তাঁকে দ্বিতীয় রাজধানীতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এখানে বিভিন্ন কক্ষে তাঁকে প্রায় দেড়মাস আটক রাখার পর ২১শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। সেখান থেকে ৩০শে অক্টোবর তিনি মুক্তি পান।

ইতিমধ্যে রাজাকাররা তিনদফা তাঁর বাড়িতে হামলা চালিয়ে সর্বস্ব লুটপাট করে নিয়ে যায়। সর্বশেষ গত ১৩ই ডিসেম্বর তারা তাঁর গাড়িটিও নিয়ে যায়।

---

*সূত্র : *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ*
দলিলপত্র : ৮ম খণ্ড (পৃষ্ঠা : ৪৭৬)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়

www.MurchOna.com

কলিমউল্লাহ্ তার স্ত্রী, শাশুড়িকে নিয়ে বর্তমানে নিউ পল্টনে যে বাড়িতে বাস করছে সেই বাড়ির নাম হেনা কুটির। বাড়িটা দোতলা। সব মিলিয়ে আটটা কামরা। দু'টা দক্ষিণমুখি। একটা দক্ষিণমুখি ঘরে সে তার স্ত্রী মাসুমাকে নিয়ে থাকে। অন্যটায় তার শাশুড়ি, বড় মেয়ে মরিয়ম, ছোট মেয়ে মাফরুহা এবং ছোট ছেলেটাকে নিয়ে থাকেন। মরিয়মের জন্যে আলাদা ঘর দেয়া হয়েছে। সে সেখানে থাকে না। একা তার ভয় লাগে। বাড়ির সামনে ছোট্ট লনের মতো আছে। লনে দেশী ফুলের গাছ। বাড়ির এক পাশে হাসনাহেনার ঝাড়। বাড়ির পেছনে বেশ অনেকখানি জায়গা। সেখানে দু'টা বড় কামরাঙ্গা গাছ আছে। একটা গাছের গুড়ি শ্বেতপাথরে বাঁধানো। কলিমউল্লাহ্ রোজ কিছু সময় এখানে কাটায়। তার হাতে তখন কাগজ-কলম থাকে। কামরাঙ্গা গাছের গুড়িতে হেলান দিয়ে গাছের চিড়ল চিড়ল পাতা দেখতে তার ভালো লাগে। নতুন কবিতা নিয়ে ভাবতে ভালো লাগে। জীবন এত আনন্দময় কেন— এই নিয়ে ভাবতেও ভালো লাগে। ভালো লাগার ষোল কলা পূর্ণ হতো, যদি নতুন কোনো কবিতা লেখা হতো। বিয়ের পর থেকে তার মাথায় কবিতা আসছে না। একটাও না। একদিন শুধু একটা লাইন এসেছিল—

কামনায় রাঙ্গা ছিল কামরাঙ্গা ফুল

এইখানেই সমাপ্তি। দ্বিতীয় লাইনটা আসে নি। প্রথম লাইনটাও মাথা থেকে যায় নি। কলিমউল্লাহ্ এখন নিশ্চিত— প্রথম লাইনটা মাথা থেকে না তাড়ালে নতুন কিছু আসবে না। তার এখন প্রধান চেষ্টা মাথা থেকে প্রথম লাইন সরানো। ব্যাপারটা খুব সহজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। গ্রামোফোনের প্যাঁচকাটা রেকর্ডের মতো একটা লাইনই শুধু মাথায় ঘুরপাক খায়। কবি হওয়ার যন্ত্রণা আছে। সাধারণ মানুষ এই যন্ত্রণা থেকে অবশ্যই মুক্ত।

নতুন বাড়ি কলিমউল্লাহর স্ত্রীর খুবই পছন্দ। মাসুমা জিজ্ঞেস করেছে, এই বাড়ি আসলে কার ? কলিমউল্লাহ্ বলেছে, তোমার।

www.MurchOna.com

মাসুমা বলেছে, আমার হবে কীভাবে ? বাড়ি যদি আমার হতো তাহলে বাড়ির নাম হতো মাসুমা কুটির। বাড়ির নাম তো হেনা কুটির।

কলিমউল্লাহ হাই তুলতে তুলতে বলেছে, বাড়ির নতুন নামের শ্বেতপাথর যখন বসবে তখন টের পাবে। অর্ডার দেয়া হয়েছে। সাদা পাথরে কালো অক্ষরে বাড়ির নাম লেখা হবে। এতদিনে হয়ে যেত, কারিগর নেই বলে হচ্ছে না।

কী নাম ? 'মাসুমা কুটির' ?

না। বাড়ির নাম রেখেছি 'মেঘবালিকা'।

'মেঘবালিকা'টা কে ?

তুমি। 'মেঘবালিকা' কবিতা তোমাকে নিয়ে লিখেছি, ভুলে গেছ ? এত ভুলোমনা হলে সংসার চলবে ?

সত্যি করে বলো তো বাড়িটা কার ?

এক হিন্দু উকিলের বাড়ি ছিল। ইন্ডিয়ায় পালায়ে গেছে। আমি বন্দোবস্ত নিয়েছি।

কীভাবে বন্দোবস্ত নিয়েছ ?

আছে, আমার কানেকশন আছে।

দেশ স্বাধীন হলে তো এই বাড়ি তোমার থাকবে না।

কলিমউল্লাহ বিরক্ত হয়ে বলল, দেশ স্বাধীন হবে তোমাকে কে বলেছে ?

মাসুমা অবাক হয়ে বলল, দেশ স্বাধীন হবে না ?

কোনোদিন না। পটকা ফুটিয়ে দেশ স্বাধীন করতে লাগবে খুব কম করে হলেও একশ' পঞ্চাশ বছর। বাঙালি জাতি কী রকম জানো ? বাঙালি জাতি হলো স্ফুলিঙ্গ জাতি। যে-কোনো বিষয়ে উৎসাহে স্ফুলিঙ্গের মতো ঝলমল করে। সেই উৎসাহ ধপ করে নিভে যায়। স্ফুলিঙ্গ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা জানো ?

না।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল ক্ষণ কালের ছন্দ
উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল তাতেই তার আনন্দ।

মাসুমা মুগ্ধ গলায় বলল, এত কবিতা তুমি জানো, আশ্চর্য! মাসুমা যতই তার স্বামীকে দেখছে ততই মুগ্ধ হচ্ছে। প্রায়ই তার মনে হয়, একটা মানুষ একই সঙ্গে এত জ্ঞানী এবং এত ভালো হয় কীভাবে ? ভাগ্যিস দেশে একটা যুদ্ধ শুরু হয়েছে। যুদ্ধ শুরু হয়েছে বলেই তো এমন একজন অসাধারণ মানুষের সঙ্গে হুট

www.MurchOna.com

করে তার বিয়ে হয়ে গেল। যুদ্ধ যদি না হতো আর বাবা যদি তাদের সঙ্গে থাকতেন তাহলে নিশ্চয়ই তার বিয়ের জন্যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার খোঁজা হতো। কবি খোঁজা হতো না।

মাসুমা এখন তার স্বামীর প্রতিটি কথা মনে-প্রাণে শুধু যে বিশ্বাস করে তাই না— কথাগুলি অন্যদের শোনানোর দায়িত্বও অনুভব করে। মরিয়ম এখন তার মেঝ বোনকে ডাকে 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস'। মাসুমা এতে রাগ করে না। সে আনন্দই পায়।

রাতের খাবার পর কলিমউল্লাহ সবাইকে নিয়ে টিভিতে খবর দেখে। খবর দেখার পর দেশের অবস্থা নিয়ে গল্পগুজব করে। এই সময়টা মাসুমার খুব ভালো কাটে। গল্প বলার সময়ই তার মনে হয়— একটা মানুষ এত সুন্দর করে কথা বলে কীভাবে! আর কত তার আদব-কায়দা! স্ত্রী সামনে থাকার পরেও সে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কথা বলে না। কথা বলে তার শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে। কী মিষ্টি করেই না সে মা ডাকে! সব মানুষ তাদের শাশুড়িকে আম্মা ডাকে। শুধু এই মানুষটা ডাকে মা। মাসুমার মনে হয়, শুধুমাত্র একজন কবির পক্ষেই তার শাশুড়িকে এত মিষ্টি করে মা ডাকা সম্ভব।

মা মন দিয়ে শোনেন। আমাদের জাতিগত সমস্যা হচ্ছে, আমরা কোনো কথা মন দিয়ে শুনি না। কান দিয়ে শুনি। আমরা অতীত নিয়ে হৈচৈ করি— ভবিষ্যতে কী আসছে সেটা নিয়ে ভাবি না। ঘটনার এ্যানালাইসিস করতে পারি না। আমি আজ একটা এ্যানালাইসিস দেব। দেখেন আপনার কেমন লাগে।

মুক্তিযুদ্ধের নামে যে পটকা ফাটাফাটি হচ্ছে তার পেছনের প্রধান মানুষ কে? শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি কোথায়? জেলে। তার কপালে কী আছে? ফাঁসির দড়ি। কাজেই শেখ মুজিবুর রহমানের প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ। ফুল স্টপ। কমা সেমিকোলন না, একেবারে ফুলস্টপ।

বাকি থাকল কারা? আওয়ামী লীগের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। তারা কী করছেন? একে একে দল ছেড়ে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন। আজো একজন করেছেন। চট্টগ্রামের এমপি সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। কিছুক্ষণ আগেই নিউজে দেখলেন। দেখলেন না? গত সপ্তাহে বগুড়ার দুই আওয়ামী এমপি পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিল। এরা কেউ বেকুব না। এরা বাতাস বোঝে। কখন কোন দলে যেতে হবে জানে।

যারা প্রথম ধাক্কায় ইন্ডিয়ায় চলে গেছে তারা পড়েছে বেকায়দায়। ইচ্ছা থাকলেও ইয়াহিয়ার সঙ্গে যোগ দিতে পারছে না। তারা আছে সুযোগের অপেক্ষায়। ফিরে এলো বলে।

www.MurchOna.com

তারা যে আশা করছে ইন্ডিয়া বাংলাদেশের জন্যে যুদ্ধ করবে, সেই আশার গুড়ে বালি শুধু না, আশার গুড়ে গু। মা, একটা খারাপ কথা বলে ফেলেছি, বেয়াদবি মাপ করবেন। ইন্দিরা গান্ধী সাগু খাওয়া মেয়ে না। সে নামতা জানা মেয়ে। ইন্ডিয়া পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলেই লাদাখ দিয়ে শত শত চাইনিজ সৈন্য ইন্ডিয়ার ভেতরে ঢুকে পড়বে। এক টানে তারা চলে আসবে মেঘালয় পর্যন্ত। ইন্দিরার অবস্থা তখন কী হবে ? ইন্দিরাকে বলতে হবে— ভিক্ষা চাই না, তোমার কুত্তাটারে একটু সামলাও। এইখানেই শেষ না, থাবা মেরে বসে আছে আমেরিকা। প্রেসিডেন্ট নিক্সন ঝিম ধরে আছেন। তবে ঝিম ধরা অবস্থাতেও সিগন্যাল পাঠিয়ে দিয়েছেন ইন্ডিয়ার কাছে। সিগন্যালটা হলো— ইন্দিরা, তুমি অনেকদিন আমাদের চির শত্রু রাশিয়ার সঙ্গে ঘষাঘষি করেছ। আমি চুপ করে দেখেছি। আর দেখব না।

আমেরিকা কী বুঝেন তো মা ? আমেরিকা হলো বাঘের বাবা টাগ। বাঘ লাফ দিয়ে ঘাড়ে পড়ে। টাগ লাফ দেয় না। লেজ দিয়ে একটা বাড়ি দেয়। এক বাড়িতেই কাজ শেষ।

মরিয়ম ভয়ে ভয়ে বলল, যারা মুক্তিযুদ্ধ করছে তাদের কী হবে ?

কলিমউল্লাহ মরিয়মের দিকে তাকিয়ে বলল, আপা, সত্য জবাবটা আপনাকে দিতে খারাপ লাগছে। কারণ ভাইসাহেব মুক্তিযুদ্ধে গেছেন। ঝড়-বৃষ্টি, প্যাক-কাদায় কী করতেছেন তিনিই জানেন। তারপরেও সত্যটা বলি। এদের মোহভঙ্গ হবে। অনেকের ইতিমধ্যে হয়েও গেছে। এরা অস্ত্রপাতি ফেলে নিজের নিজের ঘরে ফেরার চেষ্টা করবে। যারা আগে রেগুলার আর্মিতে ছিল, তাদের কোর্টমার্শাল হবে। যারা রেগুলার আর্মির না, তাদের কী হবে বলতে পারছি না। শাস্তি হতে পারে, আবার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণাও হতে পারে।

আজকের মতো আলোচনা শেষ। মা যান ঘুমাতে যান। আপনার ঘুম কম হচ্ছে। আপনার ঘুম দরকার। চিন্তা করবেন না। চিন্তায় ভাত নাই। কর্মে ভাত।

'কর্মে ভাত' কথাটা এখন কলিমউল্লাহর জন্যে প্রযোজ্য। সে প্রচুর কাজ করছে। সেনাবাহিনীকে ছোটখাটো জিনিস সাপ্লাই দিচ্ছে। অদ্ভুত অদ্ভুত সব জিনিস। একবার সাপ্লাই দিল এক টন নারিকেল তেল। এক টন নারিকেল তেলের তাদের প্রয়োজনটা কী কে জানে! ট্যাংকের চাক্কায় কী দেবে ! জিজ্ঞেস করলে হয়তো জানা যায়। কলিমউল্লাহ জিজ্ঞেস করে না। বাড়তি কৌতূহল দেখানোর দরকার কি ? তার সাপ্লাই দেয়া নিয়ে কথা। মিলিটারি সাপ্লাই মানে পয়সা। নগদ পয়সা।

www.MurchOna.com

মিলিটারি সাপ্লাই ছাড়াও সম্পূর্ণ নতুন এক জায়গা থেকে ভালো টাকা আসছে। টাকাটা অন্যায়ভাবে আসছে তা ঠিক, তবে যুদ্ধের বাজারে ন্যায় অন্যায় দুই যমজ ভাই। বোঝার উপায় নাই কোন ভাই ন্যায়, কোন ভাই অন্যায়। দু'জনই দেখতে একরকম।

টাকা বানানোর নতুন কায়দাটা হলো বন্দিশিবির থেকে খবর বের করা। আত্মীয়স্বজনরা খবরের জন্যে আধাপাগল হয়ে থাকে। টাকা খরচ করতে তাদের কোনো অসুবিধা নেই। গয়না, বাড়ি-ঘর বিক্রি করে হলেও টাকার জোগাড় করবে, শুধু একটা খবর দরকার। বেঁচে আছে না মারা গেছে।

খবর সাপ্লাইয়ের ব্যবসা অনেকেই করছে। ঘরে বসে উপার্জন। কোনো রিস্ক নেই। অনেক বিহারি যেখানে করছে, সেখানে তার এই ব্যবসা করতে ক্ষতি কী ? বরং লাভ আছে। টাকাটা বিহারিদের হাতে না গিয়ে বাঙালির হাতে থাকল।

এই ব্যবসায় তার এক বিহারি পার্টনার অবশ্যি আছে। মজনু শেখ। টাকার অর্ধেক ভাগ তাকে দিতে হয়। পুরো টাকাটা সে রাখতে পারে না। ব্যবসাটা একা করতে পারলে হতো। সেটা সম্ভব হচ্ছে না। বিহারি লোক ছাড়া বিষয়টা বিশ্বাসযোগ্য করা যায় না। বাঙালিরা এখন বিহারি বিশ্বাস করে না। শুধু এই একটি ক্ষেত্রে বিহারির কথা তারা বিশ্বাস করে।

ব্যবসাটা এইভাবে হয়— একজন এলো তার ভাইকে মিলিটারি ধরে নিয়ে গেছে। সে বেঁচে আছে না বন্দিশিবিরে আছে জেনে দিবে। তার কাছে খবর পাঠাতে হবে। মুক্তির ব্যবস্থা করা যায় কি-না দেখতে হবে।

কলিমউল্লাহ প্রথমে খুব সূক্ষ্মভাবে পার্টির টাকা-পয়সা কেমন আছে বোঝার চেষ্টা করে। পার্টি দুর্বল হলে এক ব্যবস্থা, সবল হলে অন্য ব্যবস্থা। মাঝামাঝি অর্থনৈতিক অবস্থার পার্টির সঙ্গে প্রথমদিন কলিমউল্লাহর নিম্নোক্ত কথাবার্তা হয়—

আপনার ভাইকে কবে ধরে নিয়ে গেছে ?

সোমবার।

তারিখটা বলেন, শুধু বার বললে তো হবে না।

আঠারো তারিখ।

ভাইয়ের নাম, বয়স বিস্তারিত একটা কাগজে লেখে আমাকে দেন। ছবি এনেছেন ?

জি-না।

www.MurchOna.com

কী আশ্চর্য কথা, একটা ছবি সঙ্গে করে আনবেন না!

এখন নিয়া আসি। সিঙ্গেল ছবি বোধহয় নাই, গ্রুপ ছবি আছে।

গ্রুপ ছবি থেকে কী বোঝা যাবে বলেন। সিঙ্গেল ছবি জোগাড় করার ব্যবস্থা করেন। তবে আজকে না। আজ আমার কাজ আছে। আগামীকাল এই সময়ে আসেন।

জি আচ্ছা। খবর কি পাওয়া যাবে?

সেটা তো ভাই বলতে পারব না। অবস্থা বুঝেন না? আমি চেষ্টা করব সেটা বলতে পারি।

টাকা-পয়সা কত দেব?

আরে রাখেন টাকা-পয়সা, আগে খোঁজটা পাই কি-না দেখি। আগামীকাল ছবি নিয়ে আসেন, আর ভাইকে যদি কোনো খবর পাঠাতে চান, সেটা চিঠির মতো করে দেন। সেই চিঠিতে খবরদার আপনার ভাইয়ের নাম উল্লেখ করবেন না। নিজেদের নামও লিখবেন না। চিঠি ধরা পড়লে বিরাট সমস্যা হয়।

ভাই সাহেব, কিছু টাকা দিয়ে যাই?

আপনার মনে হয় টাকা বেশি হয়ে গেছে। এখন বাড়িতে যান। আল্লাহ-খোদার নাম নেন। টাকা খরচের সুযোগ পাবেন।

পার্টি খুবই খুশি হয়ে বাড়ি যায়। এক ধরনের ভরসাও পায় যে, এরা ধান্ধাবাজ না।

পরের দুই সপ্তাহ পার্টিকে শুধু খেলানো। প্রথমবার বলা যে বেঁচে আছে। তবে পুরো নিশ্চিত না।

তারপরের বার বেঁচে আছে এই ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত। তবে মিলিটারি খুবই অত্যাচার করছে। মা'র বন্ধ করার জন্যে টাকা।

তারপরের বার খাওয়া-দাওয়া বন্ধ, একবেলা শুধু একটা শুকনা রুটি দিচ্ছে। টাকা খরচ করলে হয়তো রেশনের খাওয়া পাবে, তবে নিশ্চিত।

শেষবার বড় অংকের টাকা নেয়া হয় মিলিটারিকে ঘুস দিয়ে রিলিজ করে নিয়ে আসার জন্যে। তবে আগেই বলা হয় সম্ভাবনা মাত্র ত্রিশ পারসেন্ট। ভাগ্য ভালো থাকলে রিলিজ হয়ে যাবে। ভাগ্য খারাপ হলে পুরো টাকা নষ্ট হবে। এখন আপনি দেখেন চান্স নিবেন কি না। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন আমি বলব, চান্স না নিতে। এরা আজকাল রিলিজ করে দেবে এই বলে টাকা খায় কিন্তু কাজ করে না। বিরাট হারামি জাতি।

www.MurchOna.com

এই কথা বলার পরেও সব পার্টি টাকা দেয়। সম্ভাবনা যত কমই হোক, একটা চেষ্টা তো করা হলো।

কলিমউল্লাহকে গুছিয়ে কথা বলা ছাড়া আর কিছুই করতে হয় না। ঘরে বসে রোজগার। কলিমউল্লাহর মাঝে মাঝে মনে হয়, যুদ্ধের সময় হলো বুদ্ধি পরীক্ষার সময়। বুদ্ধি থাকলে যুদ্ধের সময় করে খেতে পারবে, বুদ্ধি না থাকলে শেষ। নিজের বুদ্ধিতে কলিমউল্লাহ নিজেই মাঝে-মাঝে চমৎকৃত হয়।

জোহর সাহেবের সঙ্গে কলিমউল্লাহর যোগাযোগ আছে। তবে জোহর সাহেব এখন আগের চেয়ে অনেক ব্যস্ত। সব সময়ই তাঁর ঘরে লোকজন থাকে। বেশির ভাগ দিন কথাবার্তাই হয় না। কলিমউল্লাহর ধারণা যে প্রয়োজনে প্রথম তাকে ডাকা হয়েছিল, সেই প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে বলেই তার আলাদা ডাক পড়ে না। প্রয়োজনটা কী ছিল তা এখনো কলিমউল্লাহর কাছে পরিষ্কার না। প্রয়োজন শেষ হলে তাকে পুরোপুরি বিদেয় করে দেয়ার কথা। তাও এরা করছে না। শত ব্যস্ততার মধ্যেও জোহর সাহেব তার দিকে তাকিয়ে পরিচিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়েন। এইটাই কম কী! জোহর সাহেব অতি ক্ষমতাধর ব্যক্তি। ক্ষমতাধর মানুষের চোখের ইশারারও দাম আছে।

জোহর সাহেবের শরীর-স্বাস্থ্য মনে হয় খুবই খারাপ হয়েছে। চাদর আগেই গায়ে দিয়ে রাখতেন, এখন চাদরের নিচে ফুল হাতা সুয়েটার পরেন। দুর্দান্ত গরমে একজন মানুষ ফুলহাতা সুয়েটার এবং চাদর গায়ে দিয়ে থাকে কীভাবে— সেও এক রহস্য। তিনি সারাক্ষণই কাশেন। যক্ষ্মারোগীর কাশির মতো খুসখুসে কাশি। ব্যাটাকে যক্ষ্মায় ধরেছে কি-না কে জানে!

কলিমউল্লাহ যখন ধরেই নিয়েছিল জোহর সাহেব তাকে আর ডাকবেন না, আলাদা করে কথাবার্তা বলবেন না, তখন ডাক পড়ল। সেদিন ঘরে লোকজন নেই। জোহর সাহেব একা। তাঁর পুরনো ভঙ্গিতে চেয়ারে পা তুলে বসে আছেন। খুসখুসে কাশি কাশছেন।

কেমন আছ কবি ?

বিনয়ে গলে যাবার মতো ভঙ্গি করে কলিমউল্লাহ বলল, স্যার আপনার দোয়া।

টাকা-পয়সা ভালো কামাচ্ছেন তো ?

কলিমউল্লাহ খানিকটা হকচকিয়ে গেল। সে টাকা-পয়সা কামাচ্ছে— এই তথ্য জোহর সাহেবের জানার কথা না। ব্যাটা মনে হয় আন্দাজে ঢিল ছুড়েছে। এরা আন্দাজে ঢিল ছোড়ার বিষয়ে ওস্তাদ।

www.MurchOna.com

জোহর সাহেব কাশতে কাশতে বললেন, টাকা-পয়সা যা কামানোর দ্রুত কামিয়ে নিন। সুযোগ বেশি দিন নাও থাকতে পারে।

কলিমউল্লাহ প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বলল, স্যারের শরীর কি খারাপ ?

হ্যাঁ, খারাপ। আমার নিজের ধারণা লাংস ক্যান্সার। ডাক্তার এই কারণেই দেখাচ্ছি না। আপনার শরীর ভালো তো ?

জি জনাব, আমি ভালো।

মোবারক হোসেন সাহেবের মেয়েকে বিয়ে করেছেন ?

এইবার কলিমউল্লাহ সত্যি সত্যি চমকাল। এই খবর কোনোক্রমেই জোহর সাহেবের জানার কথা না। ব্যাটা জানে কীভাবে ? কলিমউল্লাহ নিজের বিস্ময় গোপন করতে করতে বলল, জি স্যার। অসহায় পরিবার। মনটা এত খারাপ হয়ে গেল। মাথার উপরে দেখাশোনার কেউ নাই— এই ভেবে এত বড় দায়িত্ব নিলাম। আপনার কথাও তখন মনে পড়ল।

আমার কথা মনে পড়ল কেন ?

আপনি বলেছিলেন পরিবারটির জন্যে আপনি কিছু করতে চান ?

কলিমউল্লাহ।

জি স্যার।

তুমি অনেক বুদ্ধিমান, কিন্তু তোমার চেয়ে আমার বুদ্ধি অনেক বেশি। কেউ যখন আমাকে খুশি করার জন্যে কিছু বলে, আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলি। আমার তখন ভালো লাগে না।

আমি ভুল করে থাকলে মাফ করে দেবেন স্যার।

আলবদর বাহিনী তৈরি হচ্ছে শুনেছ ?

জি-না স্যার।

আমি চাই তুমি আলবদরে ঢুকে যাও। সেখানে কিছু বুদ্ধিমান মানুষ দরকার।

আপনি যা বলবেন, তাই হবে স্যার।

কোরআন শরীফ পড়েছ ?

কলিমউল্লাহ বিস্মিত হবার ভঙ্গি করে বলল, মুসলমানের ছেলে কোরআন শরীফ পড়ব না, কী বলেন স্যার!

জোহর সাহেব কাশি থামিয়ে শান্ত গলায় বললেন, আল্লাহপাক কোরআন শরীফে বলেছেন— 'মানুষকে আমি সর্বোত্তম রূপে তৈরি করি। সে যখন পরিবর্তিত হয়, তখন তাকে সর্বনিম্ন স্তরে নিয়ে যাই।'

www.MurchOna.com

কলিমউল্লাহ্ বলল, বাহ্ সুন্দর আয়াত!

জোহর সাহেব কলিমউল্লাহর দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, তুমি ছিলে কবি। একজন কবি হলো মানুষের সর্বোত্তম রূপ। তুমি যখন পরিবর্তিত হবে, তখন কতটা পরিবর্তিত হও— সেটা আমার দেখার ইচ্ছা।

স্যার কি আমার উপর কোনো কারণে রাগ করেছেন ?

না, রাগ করি নি। একজন কবি কি কখনো আরেকজন কবির উপর রাগ করতে পারে ? ভালো কথা, কোরআন শরীফে কবিদের প্রসঙ্গে একটা আয়াত আছে, সেটা কি তুমি জানো ?

জি-না স্যার।

পরেরবার আয়াতটা জেনে আসবে। তখন এই আয়াত নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

জি আচ্ছা স্যার।

জোহর সাহেবের ঘর থেকে বের হয়ে কলিমউল্লাহ্ মনে মনে বলল, তোর দিন ঘনায়ে এসেছে। দিন ঘনায়ে আসলে মানুষ ধর্ম কপচায়, তুইও ধর্ম কপচাচ্ছিস।

মনে মনে এ ধরনের কঠিন কথা বললেও সে পরদিন আলবদরে ঢুকে গেল।

www.MurchOna.com

কলিমউল্লাহর বাবুর্চি বাচ্চু মিয়া ভোল পাল্টে 'বিহারি' হয়ে গেছে। বিহারি হবার জন্যে তাকে খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয় নি— মাথার চুল ছোট ছোট করে কাটতে হয়েছে, একটা সানগ্লাস কিনতে হয়েছে, গলায় বাঁধার জন্যে বাহারি রুমাল। প্যান্টের পকেটে রাখার জন্যে মুখ বন্ধ চাকু।

প্রতিদিনই ঢাকা শহরে সে কিছুক্ষণের জন্যে ঘুরতে বের হয়। তখন মুখ ভর্তি থাকে পান, হাতে সিগারেট। তার গা থেকে ভুরভুর করে আতরের গন্ধ বের হয়।

লোকজন তার দিকে ভীত চোখে তাকায়। বাচ্চু মিয়ার বড় ভালো লাগে। যে-কোনো পান-সিগারেটের দোকানের সামনে সে যখন দাঁড়ায়, দোকানি তটস্থ হয়ে পড়ে। কীভাবে খাতির করবে বুঝতে পারে না। বাচ্চু মিয়া পানের পিক ফেলে ঢেকুরের মতো শব্দ করে (ঢেকুরের শব্দ করাটা সে সম্প্রতি আয়ত্ত করেছে। এই শব্দেও লোকজন চমকায়। চমকানি দেখেও তার বড় ভালো লাগে।) এবং পিক করে পানের পিক ফেলে। বিহারিদের পানের পিক ফেলা বাঙালিদের মতো নয়। তারা আয়োজন করে পিক ফেলে। এই কায়দাও এখন সে জানে। দোকানি যখন আতঙ্কে অস্থির হয়ে যায়, তখন সে বলে, তুম সাচ্চা পাকিস্তান ? (গলা গম্ভীর।)

দোকানি ক্রমাগত হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়তে থাকে। তখন বাচ্চু মিয়া দ্বিতীয় দফায় পানের পিক ফেলে বলে, সিগ্রেট নিকালো। (গলা আগের চেয়েও গম্ভীর।)

দোকানি তৎক্ষণাৎ এক প্যাকেট সিগারেট (বেশিরভাগ সময় ক্যাপস্টান, এক একটা শলার দাম দশ পয়সা, সহজ ব্যাপার না) বের করে এগিয়ে দেয়।

পান খিলাও। জর্দা ডবল। চুনা কম।

দোকানি অতি দ্রুত পান বানাতে বসে। পান বানাতে শুরু করে। ভয়ে যখন তার হাত কাঁপতে শুরু করে, তখন বাচ্চুর মায়া হয়। সে নিচু গলায় বলে, ভাইজান, এত ডরাইতেছেন কী জন্যে ? আমি বিহারি না, বাঙালি। বিহারির ভাব ধরছি।

www.MurchOna.com

দোকানির ভয় তাতেও কাটে না। তার চোখে তখন সন্দেহ। নতুন কোনো ফাঁদ নিশ্চয়ই।

ডর খাইয়েন না ভাইজান। আল্লাহর কসম আমি বাঙালি। বাচ্চু মিয়া নাম। খালি যে বাঙালি এইটাও ঠিক না, আমি মুক্তি। (এখন গলার স্বর চাপা।)

দোকানির চোখ বড় বড় হয়ে যায়।

বাচ্চু মিয়া ফিসফিস করে বলে, দিনে বিহারি সাইজা ঘুরি। মিলিটারির খোঁজ-খবর নেই। রাইতে বুম বুম বোমা। রাইতে আমরার বোমার আওয়াজ পান না?

পাই।

কাইল রাইতে পাইছিলেন? ইয়াদ কইরা দেখেন।

জি।

কয়বার পাইছেন বলেন দেখি? তিনবার। সইন্ধ্যা রাইতে দুইবার। এগারোটার সময় একবার। রাইত এগারোটার অপারেশনে আমি ছিলাম। সইন্ধ্যা রাইতে ছিলাম না। এগারোটার অপারেশনে মিলিটারি মারা পড়েছে তিনটা।

এই পর্যায়ে দোকানির বিশ্বাস ফিরে আসে। তার চোখ-মুখ থেকে ভয় কেটে যায়। মুখ হাসি হাসি হয়ে যায়। সে আনন্দিত গলায় বলে, ভাই, চা খাইবেন?

আপনার দোকানে চায়ের ব্যবস্থা কই?

ব্যবস্থা নাই, আনায়ে দেই।

আচ্ছা আনান। তার আগে সিগ্রেটের দামটা নেন। আমরা মুক্তি। জোর-জবরদস্তি কইরা জিনিস নেওয়া আমরার নিষেধ আছে।

দোকানি প্রায় চেঁচিয়ে বলে, কী সর্বনাশ। আপনের কাছ থাইক্যা সিগারেটের দাম নিমু? আমি কি বেজন্মা?

মুক্তি সেজে গল্প করতে বাচ্চু মিয়ার ভালো লাগে। তখন নিজেকে মুক্তিই মনে হয়।

ভাইসাব, আপনাদের অপারেশন চলতেছে কেমন?

রাইতে বোম শুনেন না?

অবশ্যই শুনি। মাঝে মধ্যে দিনেও শুনি।

রাইত-দিন বইল্যা এখন আমরার কিছু নাই। সব সময় শুনবেন। আমরার দলের লোকজন আরো আসতেছে। প্রতিদিনই আসে।

আলহামদুলিল্লাহ।

www.MurchOna.com

মিলিটারির পাতলা পায়খানা শুরু হয়ে গেছে। বুঝতেছেন না ?

অবশ্যই বুঝতেছি।

চরমপত্র শুনেন ?

আরে কী বলেন ? এইটা না শুনলে চলে ? চরমপত্র আর ঢাকা শহরে বোমার শব্দ— এই দুইটা না শুনলে আমার আর আমার পরিবারের ঘুম হয় না।

যতই দিন যাচ্ছে বাচ্চু মিয়ার সাহস ততই বাড়ছে। এখন সে মাঝে-মধ্যে মিলিটারির কোনো দল দেখলে এগিয়ে যায়। মিলিটারিরাও বিহারি দেখলে মনে ভরসা পায়। বাচ্চু মিয়া, তাদের দিকে সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিতে দিতে বলে— ভাই হালত কিয়া ? মিলিটারিদের সঙ্গে তার ভালোই কথাবার্তা হয়।

পানের পিক ফেলতে ফেলতে সে গম্ভীর গলায় বলে, সব মুক্তি ফিনিস করডো। বাঙালি খতম করো। সব খতম।

তার উর্দু ঠিক হয় না। তাতে সমস্যা নেই। বিহারিরাও ভালো উর্দু বলতে পারে না। বিহারিদের চেনার উপায় হলো— বাংলা উর্দুর মিকচার ভাষা। এই ভাষা বাচ্চু মিয়া জানে।

সন্ধ্যার আগে আগে বাচ্চু ঘরে ফিরে আসে। চাল-ডালের খিচুড়ি বসিয়ে দেয়। রান্না ভালো হবে না খারাপ হবে— এটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নাই। সে একা মানুষ। কাঁচা চাল-ডাল চিবায়ে খেলেও কারো কিছু বলার নেই। একা থাকার এই মজা। সে কলিমউল্লাহর বাসাতেই আছে। মাঝে-মাঝে লোকটাকে নিয়ে তার চিন্তা হয়। দশ টাকা হাত খরচ দিয়ে মানুষটা যে গেল, আর তার খোঁজ নেই। মারা যায় নি তো ? আজকাল মরে যাওয়া কোনো ব্যাপারই না। ঘর থেকে বের হলে মৃত্যু, ঘরে বসে থাকলেও মৃত্যু। ঢাকা শহরে আজরাইলের কোনো বিশ্রাম নাই।

বাচ্চু মিয়া খাওয়া-দাওয়া শেষ করে রেডিও কানের কাছে নিয়ে শুয়ে পড়ে। স্বাধীন বাংলা বেতারের কোনো কিছুই যেন বাদ না পড়ে। বিশেষ করে *চরমপত্র*। *চরমপত্র* যখন হয় তখন বাচ্চু *চরমপত্রের* লোকটার মতো গলা করে বলে, দে দে গাব্বুইরা মাইর দে।

চরমপত্র শোনার সময় তার মনে হয়, ইস যদি সত্যি মুক্তি হতে পারতাম তাহলে গাবুইরা মাইর দিতাম। মিলিটারি বুঝত মাইর কী জিনিস! বাঙালি কী জিনিস!

www.MurchOna.com

এক শুক্রবারে দরজার কড়া নড়ছে। কড়া নড়ার ভঙ্গি ভালো না। খারাপ কিছু না তো ? কোনো বাঙালি এখন এত জোরে কড়া নাড়ে না। বাঙালি কড়া নাড়ে ভয়ে ভয়ে। লালমুখা মিলিটারি ?

শুয়োরের বাচ্চারা এখন বাড়ি বাড়ি তালাশ শুরু করেছে। জোয়ান ছেলে সব ধরে নিয়ে যায়। এরা ফিরত আসে না। জোয়ান হওয়ার এই এক বিপদ হয়েছে। বড় পীর গাউসুল আযমের নাম নিয়ে বাচ্চু মিয়া দরজা খুলল। দরজা খুলে হতভম্ব! কলিউমউল্লাহ দাঁড়িয়ে আছেন। দাড়ি, মাথায় টুপি, ইস্ত্রি করা পাঞ্জাবি।

কলিমউল্লাহ বলল, কিরে তুই এখনো আছিস ? পালায়ে যাস নাই ?

বাচ্চু মিয়া কদমবুসি করতে করতে বলল, আমি যামু কই ? আপনে খরচ বরচ কিছুই দিয়া যান নাই। খায়া না খায়া আছি। আপনি ছিলেন কই ?

কলিমউল্লাহ তীক্ষ্ণ চোখে ঘর-দুয়ার দেখতে দেখতে বলল, জিনিসপত্র বিক্রি করেছিস না-কি ? খালি খালি লাগছে।

হিসাব মিলাইয়া দেখেন।

চা বানা। চা খাই। ভালো কথা, তুই কি আমার বিছানায় শুয়ে ঘুমাস নাকি ? বিছানা দেখে তো সে রকমই লাগে।

বাচ্চু মিয়া জবাব না দিয়ে চা বানাতে গেল। ঘটনা সত্যি।

সে আগে মেঝেতে ঘুমাতো। এখন স্যারের বিছানাতেই ঘুমায়। যুদ্ধের বাজারে সব সমান। আম কাঠ সেগুন কাঠের একই দর। সে কেন বিছানায় ঘুমাবে না ?

কলিমউল্লাহ চায়ে চুমুক দিয়ে কিছুটা শান্ত হলো। বাচ্চু মিয়া যে ঘর বাড়ি ফেলে পালিয়ে যায় নি— এটা বড় ব্যাপার। চুরি অবশ্যই করেছে। টুকটাক চুরি তো করবেই।

স্যার, আপনে ছিলেন কই ?

কলিমউল্লাহ বলল, বিয়ে করলাম। এই নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।

বাচ্চু মিয়া অবাক হয়ে বলল, বিবাহ করেছেন ?

হুঁ।

ভাবিসাব কই ?

আছে। অন্য একটা বাড়িতে তুলেছি।

উনার নাম কী ?

নাম দিয়ে তুই কী করবি ? ফাজিলের মতো কথা।

উনার সাথে পরিচয় হবে না ?

www.MurchOna.com

তুই এত বড় তালেবর যে পরিচয় করায়ে দিতে হবে ? তুই এই বাড়িতে যে রকম আছিস, সে রকম থাকবি। বাড়ি পাহারা দিবি। বুঝেছিস ?

বুঝলাম।

আমি মাঝে-মধ্যে এসে দেখে যাব। খরচ দিয়া যাব। জিনিস বিক্রি বন্ধ।

বাচ্চু মিয়া নিজের জন্যেও চা বানিয়ে এনেছে। বেয়াদবি যেন না হয় সে জন্যে অন্যদিকে তাকিয়ে চায়ে চুমুক দিচ্ছে। স্যার বিবাহ করেছেন শুনে ভালো লাগছে। যে বাড়িতে মেয়েছেলে নাই, সে বাড়িতে কাজ করে মজা নাই।

স্যার, দেশ স্বাধীন হইব কবে ?

স্বাধীন তো হয়েই আছে। নতুন করে কী হবে ? উল্টা পাল্টা কথা বন্ধ।

জি, আচ্ছা বন্ধ।

তুই চাকর, চাকরের মতো থাকবি। তোর কাজ ভাত রাঁন্দা, বুঝেছিস ?

জি, বুঝলাম। তয় এখন অবশ্য ভাত রাঁন্দনের সময় পাই না। কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতে হয়।

কলিমউল্লাহ তীক্ষ্ণ গলায় বলল, কী কাজকর্ম ?

বাচ্চু মিয়া উদাস গলায় বলল, মুক্তি হয়েছি স্যার।

কী হয়েছিস ?

মুক্তি।

কলিমউল্লাহ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। স্যারের অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকার দৃশ্যটা বাচ্চু মিয়ার বড় ভালো লাগছে। এখন সে আর ভাত রাঁন্দা চাকর না। সে মুক্তি। মুক্তি কোনো সহজ জিনিস না।

তুই মুক্তি হয়েছিস ?

জি। দিনে ঘুমাই, রাইতে অপারেশন। আইজ রাইতেও অপারেশন আছে। দোয়া রাইখেন। চা কি আরেক কাপ খাইবেন ? বানাই ?

কলিমউল্লাহ হ্যাঁ না কিছু বলল না। বাচ্চু মিয়া চা বানাতে গেল। তার বড় ভালো লাগছে যে স্যার তার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে। 'যুদ্ধের বাজার' বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। যুদ্ধের বাজারে মিথ্যা কথাকে সব সময় সত্যি মনে হয়। এইটাই হলো যুদ্ধের বাজারের মজা।

চায়ের কাপ কলিমউল্লাহর হাতে দিতে দিতে বাচ্চু মিয়া বলল, স্যার, একটু দোয়া রাইখেন আইজ আমরার বিরাট অপারেশন আছে। জীবন নিয়া ফিরতে পারব কি-না আল্লাহ মাবুদ জানে। মনে হয় না।

অপারেশন কোথায় ?

www.MurchOna.com

এইটা বলা নিষেধ আছে।

বাচ্চু মিয়া!

জি স্যার।

আমার সঙ্গে ফাজলামি না করলে ভালো হয়। কয়েকদিনের জন্যে বাইরে ছিলাম, এর মধ্যে তুই মুক্তি হয়ে গেছিস ?

বাচ্চু মিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ধরছেন ঠিক। তয় স্যার মুক্তিতে ঢুকতেছি। কথাবার্তা চলতেছে।

চুপ!

জি আচ্ছা চুপ করলাম। স্যার গোসল করবেন ? পানি গরম করি ?

না।

গায়ে তেল ডলে দেই ? আরাম পাবেন। তেল ডলার পরে গোসলে মজা আছে। দিব ?

কলিমউল্লাহ্ উদার গলায় বলল, দে।

আরামে কলিমউল্লাহর চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। তার কাছে মনে হচ্ছে, বাচ্চু মিয়ার শরীর ম্যাসাজের এই গুণটি তুচ্ছ করার মতো না। মাঝে-মাঝে এই বাড়িতে এসে গা ম্যাসাজ করালে খারাপ হবে না। ম্যাসাজে রক্ত চলাচল ভালো হয়। শরীর ঠিক থাকে। শরীর ঠিক থাকা মানেই মেজাজ ঠিক থাকা।

বাচ্চু মিয়া!

জি স্যার।

এত ভালো ম্যাসাজ তুই শিখেছিস কার কাছে ?

আমার ওস্তাদ মনু মিয়া বাবুর্চির শইল ডলতে ডলতে শিখছি।

তোর কাজ যুদ্ধও না, রাঁন্দাও না। তোর কাজ শইল ডলা। বুঝেছিস ?

জি স্যার।

যুদ্ধ বিষয়ে একটা পাঞ্জাবি শের শুনবি ? জোহর সাহেবের কাছ থেকে শুনে নোট করে রেখেছিলাম। শেরটা হলো—

সুলেহ্ কীতিয়ান ফাতেহ্ যি বাতাবে

কমর জং তি মূল না কাসেয়ে নি

এর অর্থ হলো, যদি শান্তি বিজয় আনে, তাহলে যুদ্ধ করো না। কবিতাটা সুন্দর না ?

কলিমউল্লাহ্ স্যারের ঘাড় ম্যাসাজ করতে করতে বাচ্চু বলল, যুদ্ধ ছাড়া আমরার গতি নাই। বিনা যুদ্ধে পাঞ্জাবি যাবে না। খবিস জাত।

www.MurchOna.com

চুপ থাক।

জি আচ্ছা।

বাঙালি যুদ্ধ করার জাত না। বুঝেছিস ?

জি বুঝেছি। তয় মনে একটা বিরাট শখ ছিল যুদ্ধ করব। একটা পাঞ্জাবি মারতে পারলেও জীবন সার্থক হইত।

আর কথা না চুপ।

জি আইচ্ছা।

ম্যাসাজ অতি আরামের হচ্ছে। কলিমউল্লাহ ঘুমিয়ে পড়েছে। এই সুযোগে বাচ্চু মিয়া তার মনের কথা বলে যাচ্ছে—

স্যার, ধরেন যুদ্ধ করা যদি কপালে নাও থাকে, একটা অপারেশন যদি খালি দেখতে পারতাম! একদিকে গুলি করতাছে মুক্তি আরেক দিকে পাকিস্তান। পাকিস্তান মইরা সাফ, এরা আমরার মুক্তির বালটাও ছিঁড়তে পারল না। এমন একটা দৃশ্য যদি দেখতে পারতাম— দেখি আল্লা কী করে। কপালে থাকলে দেখব। আপনে কী বলেন স্যার ? আপনে কি ঘুমে ?

কলিমউল্লাহ পুরোপুরি ঘুমে— এই বিষয়ে নিশ্চিত হবার পরেই বাচ্চু মিয়া তার পকেট থেকে দশ টাকার একটা নোট সরিয়ে ফেলল। যুদ্ধের বাজারে চুরি দোষের মধ্যে পড়ে না।

পরম করুণাময় মানুষের সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করেন বলেই হয়তো বাচ্চু মিয়ার ইচ্ছাও পূর্ণ করলেন। সে চোখের সামনে মুক্তিদের একটা বড় অপারেশন দেখার সুযোগ পেল। সে বাংলা মোটরের কাছে বিহারি সেজে কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ, কালো পোশাকের মিলিটারি এবং সেনাবাহিনীর একজন সেকেন্ড লেফটেনেন্টের সঙ্গে গল্প করছিল। এমন সময় দেখল একটা কালো রঙের টয়োটা গাড়ি তাদের কাছে এসে হঠাৎ যেন ব্রেক করে থামল। মুহূর্তেই গাড়ির জানালা থেকে প্রবল গুলি বর্ষণ হতে লাগল। একটি গ্রেনেড উড়ে এলো গাড়ির ভেতর থেকে।

গাড়ি যেমন উড়ে এসেছিল ঠিক তেমনিভাবে উড়ে চলে গেল। বাচ্চু মিয়া মারা গেল চোখের সামনে ঢাকা শহরের গেরিলাদের ভয়াবহ একটি আক্রমণ দেখে। মৃত্যুর আগ মুহূর্তে খুব কম মানুষের মনই আনন্দে অভিভূত থাকে। তারটা ছিল।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

কোলকাতায় পার্ক সার্কাসের একটি অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের নাম কোহীনূর ম্যানশন। কোহীনূর ম্যানশনের মাঝারি ধরনের ফ্ল্যাটে বাংলাদেশের প্রবাদ পুরুষ মাওলানা ভাসানী বাস করেন। তাঁর সঙ্গী 'মুজাফফর-ন্যাপে'র এক সময়ের কর্মী জনাব সাইফুল ইসলাম। সাইফুল ইসলামের দায়িত্ব বিভিন্ন জায়গায় মাওলানা ভাসানীর বিবৃতি পাঠানো, রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে লেখা চিঠি কপি করা। চিঠি পাঠানোর ব্যবস্থা করা।

মাওলানা সেখানে খানিকটা নির্বাসিত জীবন-যাপন করছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের মূলধারা থেকে আলাদা। সংগ্রামময় দীর্ঘ জীবন পার করে এখন একটু যেন ক্লান্ত।

তিনি ইন্দিরা গান্ধীকে নিজের হাতে একটি চিঠি লিখেছেন। তার বক্তব্য—

> 'আমার প্রথম পুত্রের মৃত্যু হয় ধুবড়ির গ্রামে। তাই আমার বৃদ্ধা স্ত্রীর আশা শেষ দাফন ধুবড়ির কোনো গ্রামে হয়।...'*

চিঠিতেও বিষাদের সুর। যেন তিনি দূরাগত ঘণ্টা ধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন।

মাওলানা ভাসানী তাঁর ফ্ল্যাটের বসার ঘরে বসে আছেন। তাঁর পরনে সেলাইবিহীন লুঙ্গি, গায়ে ধবধবে সাদা ফতুয়া। ডান হাতে তসবির ছড়া। তিনি তসবি টানছেন। তাঁর দৃষ্টি স্থির। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ। প্রধানমন্ত্রী মাওলানার পা স্পর্শ করে সালাম করলেন। বিনীত গলায় বললেন, হুজুর কেমন আছেন ?

মাওলানা বললেন, ভালো আছি। মনের সুখে মাছি মারতেছি। এদিকে অনেক মাছি।

আপনার খাওয়া দাওয়ার কোনো অসুবিধা কি হচ্ছে ?

মাওলানা তসবি টানা বন্ধ করে বললেন, খাওয়া দাওয়ার সুবিধা অসুবিধার কথা বাদ দেও। কোনো কাজের কথা থাকলে বলো।

---

*সূত্র : *স্বাধীনতা ভাসানী ভারত*, সাইফুল ইসলাম

www.MurchOna.com

হুজুর, আমি নানান অসুবিধায় আছি।

কেউ সুবিধায় নাই। তবে তোমার অসুবিধা বুঝতে পারি। বাতাস বড় গাছে লাগে। ছোট গাছে লাগে না। তুমি এখন বড় গাছ।

বড় গাছ হওয়ার বাসনা কোনো দিন আমার ছিল না।

হ্যাঁ, এই কথাটা সত্য বলেছ।

আপনার কাছে পরামর্শের জন্যে এসেছি।

শোনো তাজউদ্দিন, আমি পরামর্শের মুদির দোকান খুলি নাই। দোয়া যদি চাও বলো দোয়া দিতে পারি।

আমি আপনার কাছে পরামর্শ চাই।

কোন বিষয়ে ?

তাজউদ্দিন চুপ করে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ মওলানার হাতের তসবি দ্রুত ঘুরল। একসময় তসবির ঘূর্ণন বন্ধ হলো। তিনি শান্ত গলায় বললেন, নিজের বুদ্ধিতে চলবা— এইটাই আমার পরামর্শ। যুদ্ধের বাজারে ভেজাল বুদ্ধির বিকিকিনি হয়। বুদ্ধি কিনতে গেলে ভেজাল বুদ্ধি পাইবা। এই আমারে দেখ, সারাজীবন নিজের বুদ্ধিতে চলেছি। ভালো কথা, তোমার কি ক্ষুধা হয়েছে ? কিছু খাইবা ?

তাজউদ্দিন না-সূচক মাথা নাড়লেন। মাওলানা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বয়স হয়ে গেছে। শরীরে শক্তি নাই। মনে শক্তি আছে শরীরে নাই। শরীরে শক্তি থাকলে তোমারে বলতাম, আমারে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার বানায়া আমার নিজ গ্রামে পাঠায়ে দেও।

অনেক বড় যুদ্ধ অস্ত্র ছাড়া করা যায়।

শেষে কিন্তু অস্ত্র লাগে। খবরের কাগজে দেখলাম, ফ্রান্সের আঁদ্রে মালরো এই বয়সেও বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে থেকে সরাসরি যুদ্ধ করতে চান। খবরটা পড়ে এত ভালো লেগেছে সঙ্গে সঙ্গে চোখে পানি এসেছে। আমি খাস দিলে উনার জন্যে দোয়া করেছি। আমি উনাকে ধন্যবাদ জানায়ে একটা পত্র দিব। তুমি পাঠাবার ব্যবস্থা করো।

জি করব। আমার প্রতি আপনার আর কোনো আদেশ কি আছে ?

একটা আদেশ আছে। আদেশ বলো, অনুরোধ বলো, নির্দেশ বলো একটা আছে।

বলুন কী আদেশ ?

www.MurchOna.com

আমাকে স্বাধীন বাংলাদেশের ধুবড়ি গ্রামে পাঠাবার ব্যবস্থা করো। আমার সময় শেষ হয়ে আসছে। আমি আমার নিজ গ্রামে মরতে চাই।

মাওলানা চোখ বন্ধ করলেন। আবারো তসবি ঘুরতে লাগল। প্রধানমন্ত্রী উঠার ভঙ্গি করতেই মাওলানা ইশারায় তাঁকে বসতে বললেন। মাওলানা চোখ মেলে শান্ত গলায় বললেন, মাথা কাছে আনো, তোমার জন্যে একটু দোয়া করে দেই। ভালো কথা, আমার এখান থেকে কিছু মুখে না দিয়া যাবে না। চালভাজা খাবে? চাল ভাজতে বলি। তেল-মরিচ দিয়ে চালভাজা খাও। বাংলাদেশী খাদ্য।

প্রধানমন্ত্রী মাথা এগিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। মাওলানা তাঁর মাথায় হাত রেখে বিড়বিড় করে দোয়া পড়ছেন।

www.MurchOna.com

মেঘালয়ের বাংলাদেশ হাসপাতাল থেকে পাঠানো মায়ের কাছে লেখা জনৈক মুক্তিযোদ্ধার চিঠি

৭৮৬

পাক জনাবেষু

আম্মাজান,

পত্রে আমার শতকোটি ছালাম জানিবেন। দাদিজান এবং দাদাজানের কদম মোবারকেও আমার শতকোটি ছালাম। বাড়ির অন্য সকলের জন্যে শ্রেণীমতো ছালাম ও দোয়া।

পর সমাচার এই যে, আমি ভালো আছি। আপনারা আমার যে মৃত্যুসংবাদ শুনিয়াছেন ইহা সত্য নহে। আমার দুই পায়ে মর্টারের শেল লাগিয়াছিল। যথাযথ চিকিৎসা হইয়াছে। এখন আমি হাসপাতালে আছি, সুস্থ হইয়া উঠিতেছি ইনশাআল্লাহ। অনেক বিশিষ্ট মানুষ আমাকে দেখিতে আসিয়াছে। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় আমার নাম উঠিয়াছে। ইহা বিরাট সুসংবাদ। দেশ স্বাধীন হইলে আমি সারাজীবন সরকার হইতে ভাতা পাইব।

এখন একটি দুঃসংবাদ দিতেছি, শুভপুরের গফুর ভাই এবং মিশাকান্দির এনায়েত (এনায়েতকে আপনি চিনিবেন না। অতি সাহসী মুক্তিযোদ্ধা। পরহেজগার আদমি। যুদ্ধের সময়ও উনি কোনো নামাজ কাযা করেন নাই।) মিলিটারির হাতে ধরা পড়িয়াছেন। তাঁহাদের ভাগ্যে কী ঘটিয়াছে আমরা জানি না। এখনো কোনো খবর নাই। আমি যখন আহত হইয়া বিরামপুরের মাঠে পড়িয়া ছিলাম, তখন গফুর ভাই

www.MurchOna.com

আমাকে পিঠে নিয়া তিন মাইলের বেশি দৌড়াইয়াছিলেন। আমাকে ক্যাম্পে রাখিয়া তিনি আবার যুদ্ধে যান এবং মিলিটারির হাতে ধরা পড়েন। ইহাকেই বলে নিয়তির পরিহাস। গফুর ভাইয়ের কথা মনে উঠিলেই আমি অশ্রু সামলাইতে পারি না।

আম্মাজান, এখন আপনাকে একটা দুঃসংবাদ দিব। আপনাকে আল্লাহ্‌র দোহাই লাগে, আপনি অধিক কান্নাকাটি করিবেন না। আল্লাহ্ যা করেন মঙ্গলের জন্যে করেন। এই কথাটি মনে রাখিবেন। ডাক্তাররা আমার দুইটা পা হাঁটুর নিচ হইতে কাটিয়া বাদ দিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। ডাক্তাররা বলিতেছেন, ইহা ব্যতীত আমার জীবন রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। দাদিজানের কাছে এই সংবাদ লুক্কায়িত রাখিবেন। তিনি বৃদ্ধ মানুষ, এই সংবাদে তিনি অত্যধিক কষ্ট পাইবেন। শেষে তাহার ভালো-মন্দ কিছু হইয়া যাইবে।

আম্মাজান, আমি গত পরশু দিবাগত রাতে আব্বাজানকে খোয়াবে দেখিয়াছি। তিনি সাদা রঙের একটা বড় পাঞ্জাবি পরিধান করিয়া আমার বিছানার পাশে বসিয়া আছেন। এবং আমার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া আমাকে আদর করিতেছেন। তাঁহার সহিত আমার কিছু টুকটাক সাংসারিক আলাপ হয়। আফসোস্, কী আলাপ হয় তাহার কিছুই মনে নাই। অনেকদিন পরে আব্বাজানকে খোয়াবে দেখিয়া মনে অতীব আনন্দ পাইয়াছি।

আম্মাজান, আমি ভালো আছি। আমাকে নিয়া কোনো দুশ্চিন্তা করিবেন না।

ইতি
আপনার অতি আদরের সন্তান
আব্দুল গণি

পুনশ্চ : অপারেশনের তারিখ এখনো নির্ধারণ হয় নাই।

www.MurchOna.com

মেঘালয়ের বাংলাদেশ হাসপাতালের ডাক্তার ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম, বীর প্রতীক-এর নিজের কথা।

১৯৬১ সালের কথা। তখন আমি হলিক্রস কলেজের ছাত্রী। প্রচুর খেলাধুলা করতাম। ডাক্তার হওয়ার পর ৬ মাস 'ইন্টার্নিশিপ' করে আর্মিতে ১৯৭০ সালের জুন-জুলাই মাসে যোগদান করি। কারণ, আমার বড় ভাইও ছিলেন আর্মিতে। ১৯৭০ সালে যোগ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের আগ পর্যন্ত একজন লেফটেনেন্ট-এর পদে ছিলাম। ১৯৭১-এ শেষের দিকে জেনারেল ওসমানীর নির্দেশে আমার পদোন্নতি ঘটে— আমি ক্যাপ্টেন হই। বড় ভাই হায়দার সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে জড়িত ছিলেন। ছোট ভাই এ টি এম সাফদার (জিতু) মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে বিভিন্ন খবর এবং গোপনবার্তা পৌঁছে দেবার কাজে নিয়োজিত ছিল।

১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে আমি ছিলাম কুমিল্লায়। বড় ভাই মেজর হায়দার পিণ্ডির চেরাট থেকে এই সময় বদলি হয়ে তৃতীয় কমান্ডো ব্যাটালিয়নে চলে আসেন। যদ্দুর মনে পড়ে তারিখটা ছিল ৫ ফেব্রুয়ারি, রোজার দিন। দু'ভাইবোন কিশোরগঞ্জে বেড়াতে এসেছি। আমার ছুটি ছিল ১ মাস আর বড় ভাই হায়দারের ছুটি ছিল ২ সপ্তাহের। তিনি কুমিল্লায় ফিরে গেলেন একমাস পর ছুটি শেষ হবার আগেই। আর তখুনি শুরু হয়ে গেল দেশে রাজনৈতিক সঙ্ঘাতজনিত আলোড়ন।

মার্চের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে আমি ঢাকায় ফিরে আসি। বড় ভাই তখন ক্যান্টনমেন্টে। আমার এক ফুপার বাসায় এসে তিনি লুকিয়ে-ছুপিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতেন। তাঁর কথা মতো, ছুটির পর সেনাবাহিনীতে আবার যোগ দিয়ে কিশোরগঞ্জে বাসায় ফিরে আসি। কিন্তু যেদিন কিশোরগঞ্জ স্টেশনে air-raid হলো, সেদিনই আমরা পালালাম। মামার শ্বশুরবাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে ৩ মাইল দূরে ছিল। চলে গেলাম সেখানেই। এক

www.MurchOna.com

সপ্তাহ থাকার পর আবার কিশোরগঞ্জে ফিরে এলাম। ক্যাপ্টেন নাসের এবং বড় ভাই হায়দার ময়মনসিংহের দুটো ব্রিজ উড়িয়ে দিতে এখানে এলেন। এই সময় কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট হেড কোয়ার্টার্স থেকে ২/৩টা টেলিগ্রাম এলো 'জয়েন' করার জন্য চাপ দিয়ে। আব্বাই এগুলোর উত্তর দিতেন এই লিখে— She is sick. অর্থাৎ আমি অসুস্থ।

এক সপ্তাহ কিশোরগঞ্জে থাকার পর মিলিটারি আসার মাত্র দু'দিন আগে দশ-বারো মাইল উত্তরে হোসেনপুরে আম্মার নানার বাড়ি পালিয়ে গেলাম। ওখানে থাকার সময় বড় ভাইয়ের খবর পেতাম। লোক মুখে শুনতাম, তিনি আগরতলায় আছেন, ট্রেনিং দিচ্ছেন। বিশ্বাস করতাম না। কিশোরগঞ্জে সেই তখন আমার বড় ভাই ও আব্বার নামে কাগজে বেরুত যে, তাদেরকে ধরে দিলে ১০ হাজার টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। জুলাইয়ের শেষের দিকে বড় ভাই একজন মুক্তিবাহিনীর সদস্যকে আমাদের কাছে পাঠালেন বাবা-মাকে পাকবাহিনী মেরে ফেলেছে— এই খবর পেয়ে। তিনি নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন খবরটার সঠিকতা সম্পর্কে।

জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে একটানা আট-দশদিন নৌকায় চেপে কিশোরগঞ্জের গোজদিয়া ঘাঁটি হয়ে মেঘালয় পৌঁছলাম। তারপর সিলেটের টেকেরহাটে ছিলাম এক সপ্তাহ। এরই মধ্যে বড় ভাই কী করে যেন আমার খবর পেলেন, জানি না। সেখান থেকে ট্রাকে করে পৌঁছলাম শিলং-এ। পথে আব্বা অসুস্থ হয়ে পড়ায় শিলং-এ থাকলাম ৪/৫ দিন। পরে গৌহাটি হয়ে আগস্টের প্রথম সপ্তাহে পৌঁছলাম মেঘালয়ে। দু'তিন সপ্তাহ পরে যোগ দিলাম বাংলাদেশ হাসপাতালে।

আমি ২ নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিলাম। মেঘালয়ের বাংলাদেশ হাসপাতালটি বাঁশের তৈরি ছিল এবং তাতে বেড ছিল চারশো'র মতো। মেডিকেল কলেজের তিন-চারজন ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র সেখানে নিয়োজিত ছিলেন। লন্ডন থেকে মবিন এসেছিলেন, এসেছিলেন ডা. জাফরউল্লাহ, ডা. কিরণ সরকার দেবনাথ, ডা. ফারুক মাহমুদ, ডা. নাজিমুদ্দিন এবং ডা. মোর্শেদ। এদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দশ-বারো জন ভলান্টিয়ারও আর্মি থেকে এসেছিলেন। তবে সুবেদারের ওপরে কেউ ছিলেন না। কোনো ভারতীয় ডাক্তার আমাদের সাথে নিয়মিতভাবে থাকতেন না। তবে ওষুধের জন্য আগরতলা ও উদয়পুরে যেতে হতো। উদয়পুরের ডিসি মি. ব্যানার্জি,

www.MurchOna.com

আগরতলা এডুকেশন বোর্ডের পরিচালক ডা. চ্যাটার্জি, ডা. মজুমদার এবং ডা. চক্রবর্তী এঁরা আমাদের প্রচুর সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন।

আমাদের OT অর্থাৎ Operation Theatre ছিল প্লাস্টিক ক্লথ দিয়ে চারদিকে ঘের দেয়া একটা ঘর। এর মেঝেও আবৃত ছিল প্লাস্টিক ক্লথে। আমি ওখানে থাকার সময় কেবল দু'জন রোগী ডায়রিয়া-ডিসেন্ট্রিতে মারা গিয়েছিল।

ভারতীয় আর্মিরও অনেক সৈন্য আসতো এখানে চিকিৎসার জন্য। আমি আগরতলা IA HOSPITAL-এ মাঝে-মধ্যে যেতাম।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছ থেকেও আমরা প্রচুর সাহায্য পেয়েছি। আমাদের রোগীদের মধ্যে বেশির ভাগই থাকত ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত।

একবার ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটা ট্রাক রাস্তার খাদে উল্টে পড়ে গিয়েছিল। ট্রাকটি সেনা সদস্যে ছিল ঠাঁসা। আহতদেরকে আমাদের অ্যাম্বুলেন্সে করে এনে এখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জেনারেল রব-এর হেলিকপ্টারে গুলি লেগেছিল। তিনিও এখানে চিকিৎসা গ্রহণ করেছিলেন।

যখন হাসপাতালে ছিলাম, তখনো বড় ভাই হায়দারের সঙ্গে দেখা করতে পারতাম না। অধিকাংশ সময় অসম্ভব ব্যস্ত থাকতেন তিনি। মাঝেসাঝে দেখা হতো। আব্বা-আম্মা মেলাঘর ক্যাম্পের কাছেই একটা মাটির ঘর ভাড়া নিয়ে মেঝেতে প্লাস্টিক ব্যাগ বিছিয়ে দিনরাত যাপন করতেন। তাদের সাথেও ভাইয়া দেখা করার সময় পেতেন না।*

---

*সূত্র : *মুক্তিযুদ্ধ : ডেটলাইন আগরতলা*, হারুন হাবীব

www.MurchOna.com

শ্রাবণ মাসের এক দুপুরে (১৬ আগস্ট) নাইমুল ঢাকা শহরে ঢুকে পড়ল। তার তেমন কোনো অসুবিধা হলো না। সে ঢুকেছে নরসিংদী এলাকার গ্রামের ভেতর দিয়ে। বাস, ট্রেন কিংবা লঞ্চে ঢুকলে চেকপোস্টের সমস্যায় পড়তে হতো। ডান্ডি কার্ড (আইডেনটিটি কার্ড) দেখানো, নানান প্রশ্নের জবাব দেয়া হাজারো ফ্যাকড়া। সন্দেহ হলেই আটক। তার মতো রোদে পোড়া শহুরে ধরনের চেহারা হলে কথাবার্তা ছাড়াই আটক। ইসকুরুপের চাবি আঁটা।

গ্রামের ভেতর দিয়ে যাতায়াতও যে খুব নিরাপদ তা না। রাজাকারবাহিনী ভালোমতো গজিয়ে গেছে। লুটপাট করার সুযোগ থাকায় তারা বেশ উৎসাহী। শান্তি কমিটিও উৎসাহী। অচেনা কেউ গ্রামে ঢুকলেই— 'আপনের নাম ? আপনের পরিচয় ?'

নাম-পরিচয় সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র নাইমুলের সঙ্গে আছে। শান্তি কমিটির এক চেয়ারম্যান সাহেব হাজী আসমতউল্লাহর চিঠি আছে। টাইপ করা এবং পিস কমিটির সীল দেয়া চিঠিতে লেখা—

বিসমিল্লা হে রাহমানের রহিম

পত্রবাহক সিরাজগঞ্জ নিবাসী ফরহাদ খান পাকিস্তানের একনিষ্ঠ সেবক। তাহাকে সব রকম সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

নাইমুলকে সেই চিঠি একবার শুধু দেখাতে হয়েছে। ঢাকায় ঢোকার মুখে এক রাজাকার কমান্ডার গম্ভীর ভঙ্গিতে চিঠি উল্টেপাল্টে দেখেছে। তার চিঠির দিকে তাকিয়ে থাকার ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে কমান্ডার সাহেব চিঠি পড়তে পারছেন না।

আপনার পরিচয় বলেন।

নাইমুল বলেছে, পরিচয় এখানে লেখা আছে।

কমান্ডার সাহেব ধমক দিলেন— লেখা তো জানি, মুখে বলেন। মুখে তো তালা নাই। তালা থাকলে বলেন, চাবি দিয়া খুলব। আমার কাছে মুখের চাবি আছে।

www.MurchOna.com

আমার নাম ফরহাদ খান।

কই মেলা দিছেন ?

ঢাকা।

কী জন্যে ?

আমার স্ত্রী ঢাকায়, তাকে দেখতে যাচ্ছি।

স্ত্রীর নাম বলেন।

নাইমুল সত্যি কথাই বলল, মরিয়ম।

হাত তুইল্যা খাড়ান। চেকিং হবে।

নাইমুল হাত তুলে দাঁড়াল। অন্য একজন এসে গায়ে থাবা দিয়ে চেকিং পর্ব শেষ করল। নাইমুলের মনে হলো কাজটা করতে গিয়ে দু'জনই মজা পাচ্ছে। এই মজার উৎস নাইমুল জানে। বন্দুকের সামনে মানুষ ভয়ে ছোট হয়ে থাকে। এই ভয়টা দেখতে ভালো লাগে।

নাইমুল বলল, ঢাকা শহরের অবস্থা কিছু জানেন ?

কমান্ডার বলল, অবস্থা ভালো।

শহরে কি মুক্তি আছে ?

টুকটাক দুই-একটা থাকতে পারে। আমাদের অঞ্চলে নাই।

তারপরেও সাবধানে থাকবেন। এখন নাই, হঠাৎ চলে আসবে।

কমান্ডার সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, এত প্যাঁচালের দরকার নাই। যেখানে যাইতেছেন যান। আমাদের পান খাওয়ার খরচ দিয়া যান।

নাইমুল দশ টাকার একটা নোট দিল। কমান্ডার সাহেব সেই নোট অনাগ্রহের সঙ্গে হাতে নিলেন।

শ্রাবণ মাসে আকাশ মেঘলা থাকবে। রোদ থাকবে না। আর থাকলেও রোদের তেজ থাকবে না। এটাই নিয়ম। আজ নিয়মের ব্যতিক্রম। ঝকঝক করছে রোদ। শহর তেতে আছে। শহর থেকে ভাপ বের হচ্ছে।

দীর্ঘদিন গ্রামগঞ্জের কাঁচা সড়ক, চষা মাঠের উপর হাঁটাহাঁটি করার পর শহরের পাকা রাস্তায় হাঁটতে নাইমুলের চমৎকার লাগছে। রাস্তাঘাট পরিষ্কার। দেয়ালে লেখা নেই। পথে ভিড় নেই। প্রতিটি বাড়িতে পাকিস্তানি পতাকা উড়ছে। রিকশার সঙ্গেও কাগজের পতাকা।

নাইমুল যাচ্ছে শান্তিবাগের দিকে। সেখানে তার পরিচিত একটা হোটেল আছে। হোটেল জিন্দাবাহার। বেশ কিছুদিন এই হোটেলের একটা ঘর (রুম নং

www.MurchOna.com

১৮) ভাড়া করে সে ছিল। হোটেলের লোকজন তার চেনা। সেই হোটেলে ওঠাই তার জন্যে সম্ভবত নিরাপদ। সে প্রথমে হোটেলের একটা ঘর (চেষ্টা করবে রুম নং ১৮) নেবে। বয়কে একটা টাকা দিয়ে বলবে দুই বালতি গরম পানি দিতে। দুই বালতি গরম পানি গায়ে ঢেলে আরামের একটা গোসল তাকে দিতে হবে। সে আস্ত একটা সাবান গায়ে ডলবে। অনেকদিন আরাম করে গোসল করা হয় না। আরামের গোসলের জন্যে শরীর খাপ ধরে অপেক্ষা করছে।

গোসলের পর খাওয়া-দাওয়া। এই হোটেলের ইলিশ মাছের ডিমের তরকারি এবং কাতল মাছের মাথার মুড়িঘন্ট তুলনাবিহীন। সে রুমে অর্ডার দিয়ে আরাম করে খাওয়া-দাওয়া করবে। খাওয়ার পর একটা মিষ্টি পান। একটা সিগারেট। কিছুক্ষণ আরামের ভাতঘুম।

মরিয়মের খোঁজে সে যাবে ঘুম ভাঙার পর। তাদের কোনো খোঁজ যে পাওয়া যাবে না এই বিষয়ে সে প্রায় নিশ্চিত। তাদের ঢাকায় থাকার কথা না। নিরাপদ কোনো জায়গায় চলে যাবার কথা। ঢাকা কি এখন নিরাপদ? পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নগরী কি নিরাপত্তার কথা বলে?

ঢাকা এখন কুকুর এবং কাকমুক্ত নগর। কুকুরমুক্ত হবার পেছনে যুক্তি আছে। মিলিটারিরা না-কি কুকুর সহ্য করছে না। দেখলেই গুলি করে মারছে। কিন্তু কাক গেল কোথায়? তারা নিশ্চয়ই কাকও গুলি করে মারে নি।

নাইমুল হাঁটছে আর মনে মনে কাক খুঁজছে।

কাক বলে কা কা
ঢাকা শহর খা খা।

বাহ্ সুন্দর মিলেছে তো!

কুকুরের দেখা নাইমুল কিছুক্ষণের মধ্যে পেয়ে গেল। মোটামুটি স্বাস্থ্যবান একটা ঘিয়া রঙের কুকুর ফুটপাতে শুয়ে আছে। তার শুয়ে থাকার ভঙ্গি বিষণ্ন। নাইমুল বলল, এই তোর খবর কিরে?

কুকুর সঙ্গে সঙ্গে উঠে এলো। ঢাকা শহরে এই প্রথম নাইমুলের কারো সঙ্গে কথা বলা। ডায়েরি লেখার অভ্যাস থাকলে এই ঘটনাটা সুন্দর করে লেখা যেত—

> আমি ঢাকায় প্রবেশ করি ১৬ আগস্ট দুপুরে। প্রথম কথা যা বলি তা হলো— এই তোর খবর কিরে? প্রশ্নটি করা হয় একটা কুকুরকে। কুকুরের গায়ের রঙ ঘিয়া। সে পা খুঁড়িয়ে হাঁটে। এই কুকুরটা আমার সঙ্গে অনেকদূর হেঁটে হেঁটে আসে। আমি যখন শান্তিনগরের মোড় পার হই তখনই শুধু

www.MurchOna.com

সে থেমে যায়। তবে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। তার তাকানোর ভঙ্গি এরকম যে আমি একটু ইশারা দিলেই সে আবারো আমার পেছনে পেছনে আসবে। আমি তাকে ইশারা দিতাম কিন্তু দেই নি, তার কারণ আমার চোখে পড়ল একটা নাপিতের দোকান। সঙ্গে সঙ্গে চুল কাটার কথা মনে পড়ল। আমি ঢুকে গেলাম নাপিতের দোকানে।

চুল কাটার সময় কথা বলা সব নাপিতের অভ্যাস। যে নাইমুলের চুল কাটছে তার মুখে কোনো কথা নেই। কচকচ করে চুল কেটে যাচ্ছে। নাইমুলের খুবই আরাম লাগছে। চুলকাটার ব্যাপারটা যে আরামদায়ক নাইমুল তা আগে কখনো টের পায় নি। তার ঘুম ঘুমও পাচ্ছে। চুল কাটাতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়া কোনো কাজের কথা না। নাইমুলকে বেশ কষ্ট করে জেগে থাকতে হচ্ছে। নাইমুল হাই তুলতে তুলতে বলল, আপনার নাম কী ?

নাপিত চাপা গলায় বলল, তৈয়ব।

দোকান আপনার ?

মহাজনের দোকান।

কারিগর কি আপনি একা ?

হুঁ।

কাস্টমার কেমন হয় ?

হয় কিছু।

মিলিটারিরা চুল কাটতে আসে ?

তৈয়ব এই প্রশ্নের জবাব দিল না। মিলিটারি প্রসঙ্গে কোনো কথা বলা বোধহয় নিষেধ।

শহরে কি 'মুক্তি' আছে ?

নাপিত কিছুক্ষণের জন্যে কাচির ক্যাচ ক্যাচ বন্ধ করে আবার শুরু করল। এই প্রশ্নের উত্তর দিল না। নাইমুল বলল, আপনারা শহরে আছেন, মুক্তির নাড়াচাড়া বুঝেন না ? বোঝার তো কথা।

আছে, নাড়াচাড়া আছে। আপনে কি মুক্তি ?

নাইমুল সহজ ভঙ্গিতে বলল, হুঁ।

আপনেরে দেইখ্যাই বুঝেছি।

কীভাবে বুঝলেন ?

www.MurchOna.com

এইসব বোঝা যায়। মাথা মালিশ কইরা দিব ?

দেন। আগে শেভ করেন।

মাথা মালিশ এতই আরামদায়ক হলো যে, নাইমুল সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়ল। ছোটখাটো ঘুম না, লম্বা ঘুম। তৈয়ব তার ঘুম ভাঙাল না। খবরের কাগজ ভাঁজ করে পাশে বসে রইল। মাছি খুব উপদ্রব করছে। ঘুমন্ত লোকটার মুখে বারবার এসে বসছে। তৈয়ব খবরের কাগজ দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে।

নাইমুলের ঘুম ভাঙল বিকেলে। তখন শহরে রোদ নেই। আকাশ মেঘলা। শ্রাবণ মাসের আকাশে মেঘ মানেই বৃষ্টি। বৃষ্টি নামলে খুবই সমস্যা হবে। নাইমুল এক কাপড়ে ঢাকা এসেছে।

তৈয়ব তাকিয়ে আছে। তার মুখ ভাবলেশহীন।

নাইমুল বিরক্ত গলায় বলল, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ডাকলেন না কেন ?

তৈয়ব জবাব দিল না।

কত হয়েছে আমার ? চুল কাটা, শেভ, মাথা মালিশ। কত হয়েছে বলেন।

তৈয়ব বলল, আপনের কিছু দিতে হবে না।

নাইমুল বলল, দিতে হবে না কেন ?

তৈয়ব এই প্রশ্নেরও উত্তর দিল না।

নাইমুল বলল, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। ভাই, তাড়াতাড়ি বলেন— কত ?

তৈয়ব আগের মতোই আবেগশূন্য গলায় বলল, আপনে মুক্তি। আমি মুক্তির কাছে টেকা নেই না। আমারে টেকা দেওনের চেষ্টা কইরা ফয়দা নাই। দিতে পারবেন না।

বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে। নাইমুল রাস্তায় নেমে পড়ল। সে হোটেলে জায়গা পেল না। হোটেলের মালিক বদল হয়েছে। মালিকের সঙ্গে নামও পাল্টেছে। এখন নতুন নাম 'পাকিস্তান হোটেল'। নতুন মালিক নাইমুলকে কঠিন গলায় বলল, হোটেলে লোক নেওয়া নিষেধ আছে। রেস্টুরেন্ট আছে, খানা খাইতে পারেন। থাকার জায়গা নাই।

মিলিটারির নিষেধ ?

হুঁ। মাঝে মধ্যে চেকিং হয়। বিরাট দিগদারি।

আশেপাশে কোনো হোটেল আছে ?

খুঁজেন। খুঁইজ্যা দেখেন।

নাইমুল আরো দু'টা হোটেলে চেষ্টা করল। একটাতে বলল, ফ্যামিলির সাথে বাচ্চাকাচ্চা থাকলে ঘর দিতে পারে। একা মানুষকে ঘর দেবে না।

www.MurchOna.com

নাইমুল বলল, একটা রাতের জন্যে আমার কোথাও থাকা দরকার। একটু ব্যবস্থা করে দেন।

হোটেল মালিক ক্লান্ত গলায় বলল, আত্মীয়স্বজনের বাসায় যান। এইটা ছাড়া পথ নাই। হোটেলে আপনেরে কেউ রাখব না। ঢাকা শহরে আপনের স্বজন আছে না ?

নাইমুল দেরি না করে স্বজনের খোঁজে বের হলো। অপ্রত্যাশিত একটা ব্যাপার তো ঘটেও যেতে পারে। দেখা যাবে মরিয়মরা ঢাকাতেই আছে, ঐ বাড়িতেই আছে। অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর মরিয়মের মা'র ভীত গলা শোনা যাবে— কে ? কে ?

এই মহিলা মেয়েদের কখনো দরজা খুলতে দেন না। নিজে আসেন দরজা খুলতে। পরিচয় দেয়ার পরেও আরো কয়েকবার বলেন, কে কে ?

নাইমুল কড়া নাড়ার পর তিনিই দরজার ওপাশ থেকে ভয়ে অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া গলায় বলবেন, কে ?

নাইমুল গলা নামিয়ে বলবে, মা আমি। আমি নাইমুল। দরজাটা খুলুন। তবে কাউকে বলবেন না যে আমি এসেছি। আমি একটা সারপ্রাইজ দিতে চাই।

তিনি দরজা খুলবেন, তবে নিজেকে নিশ্চয়ই সামলাতে পারবেন না। চিৎকার করে বলবেন, মরিয়ম, দেখে যা কে এসেছে! মরিয়ম কী করবে— দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পা মচকে ফেলবে। এই মেয়ের সিঁড়িতে পা পিছলানো রোগ আছে। সে সিঁড়ি দিয়ে নামবে অথচ পা পিছলাবে না— এটা হতেই পারে না।

তাকে দেখে মরিয়ম কী করবে ? ঝাঁপ দিয়ে তার গায়ের উপর পড়বে এবং তাকে সুদ্ধ মেঝেতে ফেলে দেবে। এরকম ঘটার সম্ভাবনা আছে। মরিয়ম এমনই মেয়ে যে উত্তেজনার মুহূর্তে চিন্তাই করবে না আশেপাশে কে আছে। মা দাঁড়িয়ে আছে। বোন দাঁড়িয়ে আছে। থাকুক দাঁড়িয়ে। আমি আমার মানুষটার গায়ে ঝাঁপ দেব। যার যা ইচ্ছা মনে করুক, আমার কিছু যায় আসে না। মানুষটা যখন দোতলায় উঠবে, আমি শক্ত করে তার হাত ধরে রাখব। মানুষটা যদি লজ্জা পেয়ে হাত ছাড়িয়ে নিতে চায় তাতেও লাভ হবে না। আমি আরো শক্ত করে হাত চেপে ধরব।

মরিয়মদের বাড়ির সদর দরজা তালাবন্ধ। একটা না, দু'টা বড় বড় তালা। নাইমুল কিছুক্ষণ তালা ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। কেন দাঁড়িয়ে থাকল সে নিজেও জানে না।

www.MurchOna.com

রাত ন'টা থেকে কারফিউ। আগে ছিল রাত এগারোটা থেকে। গত এক সপ্তাহ হলো এই সময় এগিয়ে এনে ন'টা করা হয়েছে। এর মধ্যেই থাকার জন্যে নাইমুলকে একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। ঢাকা শহরে তার পরিচিত মানুষ নেই বললেই চলে। সে রওনা হলো আগামসি লেনের দিকে। অনেকদিন সেই অঞ্চলে থেকেছে। যে বাড়িতে ছিল তার বাড়িওয়ালা নিশ্চয়ই তাকে ফেলে দেবে না।

আগামসি লেনে ঢোকা গেল না। কোনো সমস্যা হয়েছে নিশ্চয়ই। এলাকা কর্ডন করে মিলিটারি বাড়িতে বাড়িতে ঢুকছে।

কমলাপুর রেল স্টেশনে চলে যাওয়া যায়। একরাত স্টেশনের বেঞ্চিতে গড়াগড়ি করে কাটিয়ে দেয়া। কমলাপুর স্টেশনে থাকাও বিপদজনক। সেখানে কঠিন মিলিটারি পাহারা। সঙ্গে ব্যাগ স্যুটকেস নেই, একটা লোক ঘোরাঘুরি করছে— অতি সন্দেহজনক ব্যাপার।

রাত আটটা বেজে গেছে। আর এক ঘণ্টা পরেই কারফিউ শুরু হবে। শেষ চেষ্টা হিসেবে নাইমুল রওনা হয়েছে শাহেদের বাসার খোঁজে। কয়েকবারই সে এই বাসায় গিয়েছে, তারপরেও রাতে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। পঁচিশে মার্চের পর শহর মনে হয় নিজে নিজেই নিজেকে বদলে ফেলেছে। কিছুই চেনা যায় না। নাইমুল ঠিক করল শাহেদকে পাওয়া না গেলে দরজার ফাঁক দিয়ে আসমানীর চিঠিটা ঢুকিয়ে দেবে। এতে একটা বড় দায়িত্ব শেষ হবে। তারপর যে-কোনো একটা বাড়ির কড়া নেড়ে বলবে, আমার রাতে থাকার জায়গা নেই। আজকের রাতটা আপনাদের বাসায় থাকতে দিন। কারফিউ ভাঙলেই আমি চলে যাব।

নাইমুলের এখন মনে হচ্ছে, তার ঢাকা আসাটা ভুল হয়েছে। ঝোঁকের মাথায় সে চলে এসেছে। মাথায় একটা জিনিস কাজ করেছে— ছুটি কাটাতে যাচ্ছি। ছুটি। ভালো খাবার খাব। ভালো বিছানায় ঘুমাব। গরম পানি দিয়ে সাবান ডলে গোসল দিব। ভাগ্য ভালো হলে মরিয়মের সঙ্গে দেখা হবে।

এখন দেখা যাচ্ছে সবই এলোমেলো হয়ে গেছে। শুধু চুলটা কাটা হয়েছে। এখন পর্যন্ত গোসল হয় নি। খাওয়া হয় নি। আরামের কোনো বিছানায় শোয়ার প্রশ্নই আসছে না। রাতে কেউ যদি থাকতে দেয়, তাকে ঘুমাতে হবে বসার ঘরের সোফায়। তার জন্যে নিশ্চয়ই বিছানা ছেড়ে দেবে না।

কারফিউ শুরু হবার পাঁচ-সাত মিনিট আগে শাহেদের বাসা পাওয়া গেল। ভেতরে বাতি জ্বলছে। দরজা-জানালা বন্ধ। জানালার ফাঁক দিয়ে আলো আসছে। শাহেদ না থাকলেও কেউ না কেউ নিশ্চয়ই আছে। ঝুমিয়ে বৃষ্টি

www.MurchOna.com

নেমেছে। নাইমুল এক দৌড়ে বারান্দায় উঠে পড়ল। উঁচু গলায় ডাকল, শাহেদ, বাসায় আছিস ?

দ্বিতীয়বার ডাকার আগেই দরজা খুলে গেল। শাহেদ দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখেমুখে গভীর বিস্ময়। নাইমুল প্রথম যে বাক্যটা বলল তা হচ্ছে— ঘরে গায়ে মাখা সাবান আছে তো ? সাবান দিয়ে হেভি গোসল দিতে হবে। তুই এইভাবে তাকিয়ে আছিস কেন ? আমাকে চিনতে পারছিস তো ?

শাহেদ বন্ধুর প্রশ্নের জবাব দেয় নি। যেভাবে তাকিয়েছিল সেভাবেই তাকিয়ে রইল। তার দৃষ্টিতে বিস্ময় আনন্দ কিছুই নেই।

নাইমুল ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, দাড়ি গোঁফ টোফ গজিয়ে তুই তো হানড্রেড পারসেন্ট মাওলানা হয়ে গেছিস। তোকে দেখে মনে হচ্ছে দেওবন্ধ থেকে পাস করা মাওলানা। মাথায় টুপিও আছে। সবসময় টুপি পরে থাকিস ?

শোবার ঘর থেকে আগরবাতির গন্ধ আসছে। মেঝেতে জায়নামাজ পাতা। জায়নামাজের পাশে আগরবাতি জ্বলছে। নাইমুল বলল, ঘটনা কী ? আগরবাতি কেন ?

শাহেদ বলল, একটা খতম পড়ছি। খতমে জালালী। এক লক্ষ পঁচিশ হাজারবার দোয়া ইউনুস।

খতম শেষ হয়েছে ?

হুঁ। মাগরেবের ওয়াক্তে শেষ হয়েছে। আসমানীদের কোনো খবর পাচ্ছি না, এই জন্যেই খতম।

নাইমুল বলল, খতম যখন শেষ করেছিস তখন খবর হয়তো পাবি। কিছুই বলা যায় না। It is a strange world. গরম পানির ব্যবস্থা কর, গোসল করব। তুই খাওয়াদাওয়া কোথায় করিস ?

নিজেই রাঁধি।

খাবারের ব্যবস্থা কর। প্রচণ্ড ক্ষিধা লেগেছে। কী খাওয়াবি ? খিচুড়ি খেতে ইচ্ছা করছে। খিচুড়ি খাওয়াতে পারবি ?

হুঁ।

ঘরে ডিম আছে ?

আছে।

খিচুড়ি আর ডিম কর। আমার খাওয়া কিন্তু বেড়েছে। আগে যা খেতাম তার তিনগুণ খাই। বেশি করে রাঁধবি। লেবু, কাঁচামরিচ এইসব আছে ?

না।

www.MurchOna.com

আচার নিশ্চয়ই আছে। ভাবি তো আচার পছন্দ করত।

আচার আছে।

গুড। আমার মাথায় খাওয়া ছাড়া কোনো চিন্তা নেই। অতীতে যেসব সুখাদ্য খেয়েছি তার সবগুলির কথা মনে পড়ছে।

শাহেদ রান্না বসিয়েছে। কেরোসিনের চুলায় রান্না হচ্ছে। নাইমুল ঢুকেছে বাথরুমে। বাথরুমের দরজা পুরোপুরি খোলা। শাহেদ যেখান থেকে রান্না করছে সেখান থেকে বাথরুমের ভেতরটা পুরোপুরি দেখা যায়। শাহেদ সেদিকে তাকাচ্ছে না। কারণ নাইমুল সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গোসল করছে। নাইমুল খুব আনন্দে আছে, এটা শাহেদ বুঝতে পারছে। এই প্রবল দুঃসময়ে একটা মানুষ এত আনন্দে কীভাবে থাকে সে বুঝতে পারছে না।

শাহেদ বলল, তুই মুক্তিযুদ্ধে গেছিস— তাই না ?

হুঁ।

যুদ্ধ কেমন হচ্ছে ?

ভালো।

ঢাকা শহরেও অনেক মুক্তিবাহিনী ঢুকেছে।

নাইমুল বলল, তুই যুদ্ধে গেলি না কেন ? দাড়ি গজিয়ে দেওবন্ধের মাওলানা হয়ে বসে আছিস।

শাহেদ বলল, আসমানীদের কোনো খোঁজ পাচ্ছিলাম না বলে যেতে পারছিলাম না।

খোঁজ পেলে যুদ্ধে যাবি ?

হুঁ।

খিচুড়ি থেকে তো ভালো গন্ধ বের হয়েছে। কী দিয়েছিস ?

গরমমসল্লা।

ডিম কয়টা রান্না করছিস ?

তিনটা। আমি একটা খাব, তোর দু'টা।

চারটা ডিম দে। আমি তিনটা খাব।

আচ্ছা। তুই ঢাকায় যুদ্ধ করার জন্যে ঢুকেছিস ?

না। বিশ্রাম নিতে এসেছিলাম। মরির সঙ্গে দেখা করার শখ ছিল। দেখা হলো না।

মরিটা কে ?

আমার বউ, আদর করে মরি ডাকি। মরিয়মকে শর্ট করে মরি।

www.MurchOna.com

শাহেদ বিরক্ত গলায় বলল, তোর সবকিছুই উদ্ভট। আদর করে কেউ কাউকে মরি ডাকে।

একেকজনের আদরের ভঙ্গি একেকরকম। তুই ভাবিকে আদর করে কী ডাকিস ?

জেপ ডাকি।

জেপ ডাকিস মানে ? জেপের মানে কী ?

কোনো মানে নাই।

মানে অবশ্যই আছে, তুই বলতে চাস না। না বললে নাই। ভাবির কাছ থেকে জেনে নেব। দেখা হলে আমি তাকে ডাকব জেপ ভাবি।

শাহেদের চোখে সঙ্গে সঙ্গে পানি এসে গেল। নাইমুলের মুখ থেকে 'জেপ ভাবি' শোনার পরপরই শাহেদের চোখের সামনে সুন্দর একটা ছবি ভেসে উঠেছে। সে, নাইমুল, আসমানী আর রুনি তারা চারজন যেন কোথায় বেড়াতে গেছে। অসম্ভব সুন্দর একটা জায়গা। দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। তাদের সবারই একটু শীত শীত করছে। এর মধ্যে নাইমুল আসমানীকে খুব বিরক্ত করছে। একটু পর পর বলছে— 'জেপ ভাবি', 'জেপ ভাবি'।

নাইমুল বাথরুম থেকে বলল, তোর রান্না কি হয়েছে ?

একটু বাকি আছে।

শেষ হলে আমাকে বলবি, তখন বাথরুম থেকে বের হবে। স্ট্রেইট খেতে বসব। রান্না শেষ না হওয়া পর্যন্ত গায়ে পানি ঢালতেই থাকব।

ঠাণ্ডা লাগাবি তো।

আমরা যারা মুক্তিতে আছি তারা ওয়াটারপ্রুফ ঘড়ির মতো ঠাণ্ডাপ্রুফ হয়ে গেছি। রোদবৃষ্টিতে এখন কিছুই হয় না। ভাবির হাতে হাঁসের মাংস খেতে ইচ্ছা করছে। একবার ভাবি রান্না করেছিল, আমি একাই একটা আস্ত হাঁস খেয়ে ফেলেছিলাম। ভাবি আমার নাম দিয়েছিল 'হাঁস রাক্ষস'। তোর মনে আছে ?

মনে আছে।

খেতে বসে নাইমুল খিচুড়ি ছানাছানি করতে লাগল। শাহেদের দিকে তাকিয়ে করুণ গলা করে বলল, ক্ষিধা কেন জানি চলে গেছে। এখন শুধু ঘুম পাচ্ছে। আমার ভাগের খিচুড়ি রেখে দে। ঘুম ভাঙলে খাব।

শাহেদ বলল, কিছুই তো মুখে দিলি না।

ক্ষিধেটা ঘুমের দিকে টার্ন নিয়ে নিয়েছে। এখন না ঘুমালে মরে যাব।

www.MurchOna.com

নাইমুল খাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, তোর জন্যে একটা উপহার আমি নিয়ে এসেছি। উপহারটা শুরুতেই দিতে পারতাম। ইচ্ছা করে দেরি করলাম।

শাহেদ বিস্মিত হয়ে বলল, কী উপহার ?

একটা চিঠি।

কার চিঠি ?

কোথায় ঘুমাব সেই জায়গাটা আগে দেখিয়ে দে। ঘুমিয়ে পড়লে খবরদার আমাকে জাগাবি না। তোর বাসায় মিলিটারি ঢুকে পড়লেও না। আমার প্যান্টের পকেটে চিঠিটা আছে। নিয়ে পড়।

শাহেদ চিঠি পড়ছে। তার কাছে মনে হচ্ছে ভূমিকম্প হচ্ছে। বাড়িঘর দুলছে। শাঁ শাঁ শব্দ হচ্ছে। কানের পাশ দিয়ে গরম বাতাস যাচ্ছে। প্রবল আনন্দের সময় এরকম অনুভূতি হয় তার জানা ছিল না। রুলটানা কাগজে ছোট্ট চিঠি—

জেপ গো,

আমি রুনিকে নিয়ে ভালো আছি। শরণার্থী শিবিরে ছিলাম, তোমার বন্ধু নাইমুল সাহেব সেখান থেকে এনে তাঁর এক আত্মীয় বাড়িতে রেখেছেন। সেই বাড়িতে আমরা অতি যত্নে আছি। নিরাপদে আছি।

ইতি—

তোমার জেপ, আসমানী

শাহেদ চিঠি হাতে নাইমুলের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। নাইমুল শিশুদের মতো কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। আরামের গাঢ় ঘুম।

www.MurchOna.com

দরজা খুলেই ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী আনন্দিত গলায় বললেন, আরে তুমি! কেমন আছ শাহেদ ?

নাইমুল স্যারের পা ছুঁয়ে সালাম করতে করতে বলল, স্যার, আমি শাহেদ না, আমি নাইমুল।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বললেন, নাইমুল নামটাই মাথায় এসেছে। বলার সময় শাহেদ বলে ফেলেছি। তোমার ঐ বন্ধুটা কোথায় ?

সে ইন্ডিয়ার দিকে রওনা হয়েছে। তার স্ত্রী-কন্যার অনুসন্ধানে। আজ সকালেই রওনা দিয়েছে।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বিস্ময়ে অভিভূত হবার মতো ভঙ্গি করলেন। মুখে বললেন, বলো কী! আশ্চর্য তো! নাইমুল মনে মনে হাসল। কী অদ্ভুত মানুষ। জগতের কোনো কিছুর সঙ্গে মানুষটার যোগাযোগ নেই, অথচ তা তিনি প্রকাশ করতেও অনিচ্ছুক।

স্যার, দুপুরে আপনার সঙ্গে খাব।

অবশ্যই খাবে। স্পেশাল ডিশ হবে। তুমি বাজার করে নিয়ে আসো। ঘরে চাল-ডাল ছাড়া কিছুই নেই। ইলিশ মাছ খাওয়া যাক, কী বলো ? মাছ কাটিয়ে নিয়ে আসবে। তেলে ভেজে গরম গরম খাব।

নাইমুল বলল, মাছ খাওয়া যাবে না স্যার। বাংলাদেশের মানুষ এখন মাছ খায় না।

কেন ? মাছ খায় না কেন ?

মিলিটারিরা মানুষ মেরে মেরে নদীতে ফেলে। নদীর মাছ মরা-গলা ডেড বডির মাংস খায়। এই জন্যেই মাছ খাওয়া নিষেধ।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বললেন, ইলিশ মাছ তো নদীর মাছ না। সাগরের মাছ।

সাগরের মাছ হলেও এরা ধরা পড়ে নদীতে।

www.MurchOna.com

সেটাও কথা। তবে মাছ ডেডবডি খাবে কেন ? মাছ কি আমিষাশী ? লাইব্রেরি ঘরে যাও তো। মাছের উপর কিছু বইপত্র থাকার কথা। পড়ে দেখি মাছ আমিষাশী কি-না। দেখা যাবে মাছ আমিষই খায় না। মাটি শৈবাল এইসব খায়। মাঝখান থেকে আমরা মাছ খাওয়া বন্ধ করে বসে আছি।

নাইমুল লাইব্রেরি ঘরে গেল না। সরাসরি রান্নাঘরে ঢুকে গেল। তার চায়ের পিপাসা হয়েছে। নাইমুল রান্নাঘর থেকে বলল, স্যার, আপনি চা খাবেন ?

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বিরক্ত গলায় বললেন, তুমি রান্নাঘরে কী করছ ? তোমাকে বললাম না, মাছের উপর বই খুঁজে বের করতে ?

নাইমুল চায়ের পানি বসিয়ে দিয়ে মাছের উপর বই খুঁজতে গেল। স্যারের উপর তার সামান্য রাগ হচ্ছে। ডেডবডি পানিতে ফেলছে বলে মাছ খাওয়া বন্ধ, এই বিষয়টি তাঁর কাছে গুরুত্বহীন। গুরুত্ব পেয়ে গেছে মাছের খাদ্য কী!

নাইমুল!

জি স্যার।

বই পাওয়া গেছে ?

খুঁজছি স্যার। সব বই এলোমেলো করে রাখা।

বই তো এলোমেলোই থাকবে। গোছানো থাকবে শাড়ি, জামা-কাপড়। ভালো কথা, তুমি কি বিয়ে করেছ ?

জি স্যার।

ঐ রাতে তো আমি ভালো বিপদে পড়েছিলাম। তুমি ভুল ঠিকানা দিয়ে চলে গেলে। আমি রাত দশটা পর্যন্ত বাড়ি খুঁজলাম। তোমার স্ত্রীর নাম কী ?

মরিয়ম।

সুন্দর নাম। যিশুর মাতা মরিয়ম। তুমি বৌমাকে নিয়ে অবশ্যই একদিন আসবে। আগে থেকে খবর দিয়ে আসবে যেন সার্ট-পাঞ্জাবি কিছু একটা গায়ে থাকে। খালি গায়ে থাকা হয়েছে অভ্যাস। মেয়েদের সামনে খালি গায়ে থাকা বিরাট অসভ্যতা।

আমি খবর দিয়েই তাকে আনব। বই পাওয়া গেছে স্যার।

ভেরি গুড। আমার কাছে বই দাও, আর একটা কাগজ-কলম দাও।

কাগজ-কলম কী জন্যে ?

নোট করি। ছাপার অক্ষরের উপর দিয়ে শুধু চোখ বুলিয়ে গেলে তো হবে না। নোট নিতে হবে। কী পড়েছ সেটা ভাবতে হবে।

স্যার, আমি কয়েকদিন আপনার সঙ্গে থাকব।

www.MurchOna.com

থাক।

আপনার অসুবিধা হবে না তো ?

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী জবাব দিলেন না। তিনি খাতায় নোট নেয়া শুরু করেছেন।

নাইমুল বলল, গতকাল আপনার বাড়ির কথা একেবারেই মনে আসে নি। গতকাল রাতে থাকার জায়গা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এই কথার উত্তরেও কিছু বললেন না।

চায়ের পানি ফুটছে। নাইমুল চা বানাতে গেল। মৎস্য বিষয়ক জটিলতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঋষিতুল্য এই মানুষটি কোনো কথা বলবেন না— এটা বোঝা যাচ্ছে।

পুণ্যবান মানুষের আশেপাশে থাকলেই পুণ্য হয়। আলাদা করে পুণ্য করতে হয় না। নাইমুল ঠিক করল, কয়েকদিন এই মানুষটার আশেপাশে থেকে সে পুণ্য সঞ্চয় করে নেবে। এই আলাভোলা মানুষ তাঁর জীবনের সমস্ত সঞ্চয়, পৈতৃক বাড়িঘর— সবই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে গেছেন। তিনি এখন চলেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া পেনসনের টাকায়। মাঝে-মাঝে তাঁর মেয়ে কানাডা থেকে ডলার পাঠায়।

স্যার!

বলো।

একটা প্রশ্ন ছিল, আপনি কি এই বাড়িটাও ইউনির্ভাসিটিকে দিয়ে দিয়েছেন ?

হুঁ। তবে আমার মৃত্যুর পর।

ইউনির্ভাসিটি যদি এখনই বাড়ি চায়, আপনি কী করবেন ?

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী রেগে গেলেন। ধমকের স্বরে বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের এটা তো খুবই অন্যায় সিদ্ধান্ত। আমি তো বলে দিয়েছি, মৃত্যু পর্যন্ত আমাকে এই বাড়িতে থাকতে দিতে হবে। লিখিত কোনো ডিড অবশ্যি হয় নাই, মৌখিক কথা। দেখি টেলিফোনটা দাও তো। ভাইস চ্যান্সেলর সাহেবের সঙ্গে কথা বলি। হুট করে আমাকে এত বড় ঝামেলায় ফেলা তো ঠিক না।

নাইমুল বলল, স্যার, আপনি আপনার কাজ করুন। ইউনির্ভাসিটি এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেয় নি। চা খান স্যার। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী চায়ে চুমুক দিয়ে খাতায় নোট নিতে লাগলেন—

রুই মাছ।

www.MurchOna.com

বৈজ্ঞানিক নাম : *Labeo rohita*
খাদ্য : উদ্ভিদ ভূক। মাটিও খায়।

কাতল
বৈজ্ঞানিক নাম : *Catla catla*
খাদ্য : ফ্লাইটো প্লাঙ্কটন, জুপ্লাঙ্কটন। শ্যাওলা, জলজ উদ্ভিদ, ছোট চিংড়ি ও পোকামাকড়।

মৃগেল মাছ
বৈজ্ঞানিক নাম : *Cirrhinus mrigala*
খাদ্য : পচা জলজ উদ্ভিদ, পোকামাকড়, মৃত প্রাণীর দেহাবশেষ, মাটি।

চিতল
বৈজ্ঞানিক নাম : *Notopterus chitala*
খাদ্য : আমিষাশী

এপর্যন্ত লিখে ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ঘোষণা দিলেন— মাছ খাওয়া যাবে না। মাছের ডেডবডি খাবার সম্ভাবনা আছে। দুপুরে হবে ডিমের ঝোল।

www.MurchOna.com

মিলিটারিরা গৌরাঙ্গকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তার পরনে একটা অতি ময়লা কালো রঙের প্যান্ট। খালি গা। অনেকদিন দাঁত ব্রাশ করা হয় নি বলে দাঁত কালচে হয়ে আছে। ঠোঁটের কোণে দগদগে ঘায়ের মতো হয়েছে। গৌরাঙ্গের কোমরে দড়ি বাঁধা। তবে তাকে মোটেই চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে না। সে মনের আনন্দে সিগারেট টানছে। এই সিগারেট কিছুক্ষণ আগে এক লেফটেনেন্ট সাহেব দিয়েছেন। তিনি যে শুধু সিগারেট দিয়েছেন তা না। লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরিয়েও দিয়েছেন।

মিলিটারিরা বদ্ধ উন্মাদ এই মানুষটাকে নিয়ে খুবই মজা পাচ্ছে। লেফটেনেন্ট সাহেব এক একবার পাগলটার সঙ্গে কথা বলেন এবং আনন্দে প্রায় ভেঙে পড়েন।

এই তুমি হিন্দু ?

ইয়েস স্যার।

তুমি যে হিন্দু এটা প্রমাণ করো। প্যান্ট খুলে দেখাও।

গৌরাঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে প্যান্ট খুলে দেখাল। তার মুখভর্তি হাসি।

তোমহারা বিবি কাহা ?

মিলিটারি লে গিয়া।

তোমহারা বাচ্চা ?

গুল্লি। খতম।

খতম বলার সময় গৌরাঙ্গ চোখ বন্ধ করে জিভ বের করে মরে যাওয়ার ভঙ্গি করল। মিলিটারি দলটার বড় আনন্দময় সময় যাচ্ছে। গৌরাঙ্গ যাই করছে তাই তাদের পছন্দ হচ্ছে।

শেখ মুজিব কে ?

Leader our great leader. জয় বাংলা।

তুমি জয় বাংলার লোক ?

www.MurchOna.com

Yes sir.

জয় বাংলার লোকদের আমরা কী করি জানো ?

জানি স্যার। গুল্লি করেন।

তোমাকেও তো গুল্লি করব।

জি আচ্ছা, স্যার।

আরেকটা সিগারেট খাবে ?

জি স্যার।

লেফটেনেন্ট সাহেব আবারো সিগারেট দিলেন, আবারো নিজেই ধরিয়ে দিলেন। তিনি পাগলটাকে আর্মি মেসে নিয়ে যেতে বলেন। গাছের সঙ্গে বাঁধা থাকবে। সবাই মজা পাবে। পাগলটা ইংরেজি জানে। এটাও একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার।

What is your name ?

My name is গৌরাঙ্গ।

What is the meaning of the name ?

Fair skin.

লেফটেনেন্ট সাহেব বললেন, বলো, পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

গৌরাঙ্গ লজ্জা লজ্জা গলায় বলল, জয় বাংলা।

এতেও লেফটেনেন্ট সাহেব খুব মজা পেলেন। গৌরাঙ্গকে আর্মি মেসে নিয়ে যাওয়া হলো।

www.MurchOna.com

ছত্রিশতম ব্রিগেডের প্রধান মেজর জেনারেল জামশেদের খাস কামরায় জরুরি স্টাফ মিটিং বসেছে। উপস্থিত আছেন ৯৩ ব্রিগেডের প্রধান ব্রিগেডিয়ার কাদির। ট্যাংকবাহিনী প্রধান কর্নেল ফজলে হামিদ। বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার কমোডর এনাম আহমেদ। ব্রিগেডিয়ার কাসিম এবং ব্রিগেডিয়ার বশীর। নারায়ণগঞ্জ এলাকার দায়িত্বে নিযুক্ত ব্রিগেডিয়ার মনজুর শুধু আসেন নি। তিনি জেনারেল নিয়াজীকে নিয়ে আসবেন বলে জানিয়েছেন।

জরুরি স্টাফ মিটিং সকাল ন'টায় শুরু হবার কথা। এখন বাজছে দশটা এগারো, মিটিং শুরু হয় নি। কারণ জেনারেল নিয়াজী এসে পৌছান নি। তিনি জানিয়েছেন— পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ জেনারেল গুল হাসানের সঙ্গে তার অতি জরুরি কিছু কথা হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না বলে কথা হচ্ছে না। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

ব্রিগেডিয়ার বশীর বললেন, আমরা নিজেরা কি আলোচনা শুরু করতে পারি না ?

জেনারেল জামশেদ প্রশ্নের জবাব দিলেন না। তিনি তার সামনে রাখা টিপট থেকে চায়ের কাপে চা ঢাললেন। ছোট্ট একটা দুর্ঘটনা ঘটল। চায়ের কাপ উল্টে গেল। চা পড়ল ধবধবে সাদা টেবিলে। গত স্টাফ মিটিংয়ে একই ব্যাপার ঘটেছে। এর পেছনে কি কোনো ইঙ্গিত আছে ? যুদ্ধকালীন সময়ে ছোটখাটো বিষয়েরও অর্থ খোঁজা হয়। লক্ষণ বিচার করা হয়। ডেজার্ট ফক্স ট্যাংক সেনাপতি জেনারেল রোমেলও অভিযান শুরুর আগে নানান লক্ষণ বিচার করতেন।

টেবিলক্লথে পড়া চা মুছে দেবার জন্যে জেনারেল জামশেদের এডিসি রুমাল নিয়ে এগিয়ে এলেন। জামশেদ তাকে হাতের ইশারায় চলে যেতে বললেন। টেবিলক্লথের চা ম্যাপের মতো তৈরি করছে। কে জানে এই ম্যাপেও হয়তো ইশারা আছে। ম্যাপটা দেখতে হয়েছে ইংল্যান্ডের ম্যাপের মতো।

www.MurchOna.com

ব্রিগেডিয়ার কাদির হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিরক্ত গলায় বললেন, আমরা কতক্ষণ অপেক্ষা করব ?

জেনারেল জামশেদ টেবিলক্লথে তৈরি হওয়া ম্যাপ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ব্রিগেডিয়ার কাদিরের দিকে তাকালেন।

কাদির বললেন, স্যার, আপনি কি জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে আরেকবার কথা বলে দেখবেন ? আমরা আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব ? আমাকে টঙ্গী যেতে হবে। সেখানে আমার ফিল্ড মিটিং আছে।

জেনারেল জামশেদ টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন। আর তখনি টেলিফোন বাজল। নিয়াজীর ফুর্তিমাখা গলা শোনা গেল— হ্যালো জামশেদ!

ইয়েস স্যার।

তোমরা মিটিং শুরু করে দাও। আমি আজ আর আসব না।

ঠিক আছে স্যার।

উপস্থিত সবাইকে তাদের অতি বীরত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের জন্যে আমার অভিনন্দন জানাবে।

অবশ্যই জানাব।

তারা সবাই পাকিস্তানের নিবেদিত যোদ্ধা এবং পাকিস্তানের অহঙ্কার।

জি স্যার।

তোমার গলার স্বর বিষণ্ন কেন ? গতরাতে কি তুমি তোমার স্ত্রীকে স্বপ্নে দেখেছ ? স্ত্রীকে স্বপ্নে দেখলে সৈনিক পুরুষদের মন বিষণ্ন হয়। হা হা হা। হ্যালো জামশেদ।

ইয়েস স্যার।

মজার একটা জোক শোনো। এই জোকটা তুমি তোমার অফিসারদের সঙ্গে শেয়ার করতে পার। সবাই মজা পাবে। এক পাঞ্জাবি সুবাদার মেজর, নাম মিঠা খান। তার আসল যন্ত্রটার দৈর্ঘ্য ছিল এক ফুট। মন দিয়ে শোন, এক ফুট। সে তার এই বিশেষ যন্ত্র সুরক্ষিত রাখার জন্যে তার স্ত্রীকে একটা উলের মোজার মতো জিনিস বানাতে বলল। জামশেদ, শুনতে পাচ্ছ ?

পাচ্ছি।

যন্ত্রটার দৈর্ঘ্য কত মনে আছে তো ?

এক ফুট।

রাইট। তোমার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। যাই হোক, মূল গল্প শোনো। মিঠা খানের স্ত্রী উলের মোজার মতো জিনিস তৈরি করল। তারপর... হা হা হা।

www.MurchOna.com
sumon_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

জেনারেল জামশেদ ধৈর্য ধরে কুৎসিত রসিকতাটা শুনলেন।

ভদ্রতার হাসি হাসা উচিত। তার প্রয়োজন নেই। কারণ নিয়াজী নিজেই হেসে টেলিফোন ফাটিয়ে ফেলছেন। অন্য কারো হাসি শোনার প্রয়োজন তার নেই।

জামশেদ, রসিকতাটা কেমন ?

ভালো রসিকতা।

এই লাইনের আরেকটা গল্প আছে। মডিফায়েড ভার্সন। তোমাকে আরেকদিন শোনাব। মনে করিয়ে দেবে।

জি। মনে করিয়ে দেব।

আমি যে আনন্দে আছি বুঝতে পারছ ?

আপনি সবসময়ই আনন্দে থাকেন।

দ্যাটস রাইট। তবে আজ আনন্দিত হবার মতো ব্যাপার আছে। চাইনিজ আর কামিং।

সে তো অনেকদিন থেকেই শুনছি।

অনেকদিনের শোনা আর আজকের শোনা আলাদা। তারা ঝাঁকে ঝাঁকে নামবে।

নামলে তো ভালোই।

এক সপ্তাহের মধ্যেই ঘটনা ঘটবে। ভালো কথা, চাইনিজদের নিয়ে একটা মজার রসিকতা আছে। শুনবে ?

বলুন, শুনছি।

নিয়াজী চাইনিজদের নিয়ে রসিকতাটা শুরু করেও শেষ করতে পারলেন না। হেড কোয়ার্টার থেকে তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে। তাকে লাইনে থাকতে হলো।

জেনারেল জামশেদ জরুরি মিটিং শুরু করলেন। আজকের এজেন্ডা সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা। তিনি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, আমাদের সৈনিকদের মরাল কী ? তার এই প্রশ্নের কেউ উত্তর দিল না। জেনারেল জামশেদ বললেন, সৈনিকদের মরাল সর্বনিম্ন পর্যায়ে আছে বলে আমার ধারণা। এর কারণটা কী ? যুদ্ধ শুরুই হয় নি। কিছু মুক্তি এদিক ওদিক ফুটফাট করছে। এতেই এই অবস্থা ? কিছু বর্ডার আউটপোস্ট চাপের মধ্যে আছে। কিন্তু এখনো তো কোনো আউটপোস্ট কেউ দখল করে নি। ইন্ডিয়া সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করলে তবেই আমরা খানিকটা চাপে পড়ব।

www.MurchOna.com

এয়ার কমোডর এনাম আহমেদ বললেন, খানিকটা চাপে পড়ব ? আমরা কি নিজেদের সম্পর্কে অতিরিক্ত আস্থা দেখাচ্ছি না ?

একজন প্রকৃত সৈনিক কি নিজেকে শত্রুর কাছে তুচ্ছ ভাববে ?

জেনারেল, আপনি কী বলতে চাচ্ছেন ? আমি প্রকৃত সৈনিক না ?

আপনি অকারণে উত্তেজিত হচ্ছেন কেন ? বিমানবাহিনীর প্রধান কাজ উত্তেজিত হওয়া। মূল যুদ্ধ করে স্থল বাহিনী। বাকিরা উত্তেজিত হয়।

আপনি কি এই জরুরি মিটিং ব্যক্তিগত কোন্দলের জন্যে ডেকেছেন ?

জেনারেল জামশেদ বললেন, আপনি এই মিটিং অপ্রয়োজনীয় মনে করলে চলে যেতে পারেন।

কিছুক্ষণের জন্যে সবাই চুপ করে গেল। পরিস্থিতি সামাল দিলেন কর্নেল ফজলে হামিদ। তিনি বললেন, আমাদের সামনের সময়টা ভালো না। সামনের দুঃসময়ের কথা ভেবে আমরা কি আমাদের কথাবার্তায় কিছুটা সংযত হতে পারি না ?

জেনারেল জামশেদ বললেন, আমি যে সাময়িক উত্তেজনা দেখিয়েছি, তার জন্যে দুঃখিত। সত্যি কথা আপনাদের বলি, আমি হতাশাগ্রস্ত। বড় বড় কথা হতাশাগ্রস্তরা বলে। মুক্তিদের আমরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছি। এদের তুচ্ছ করা কি আর এখন উচিত ? এরা শক্তি সঞ্চয় করছে।

এয়ার কমোডর বললেন, এরা এমন কোনো শক্তি সঞ্চয় করে নি যে আপনার মতো একজন শক্ত জেনারেল হতাশাগ্রস্ত হবেন।

জেনারেল জামশেদ তার রিভলভিং চেয়ার পুরোপুরি এয়ার কমোডরের দিকে ফিরিয়ে বললেন, কাদের সিদ্দিকী নামের সিভিলিয়নকে আপনি চেনেন ? চেনেন না ?

নামটা পরিচিত বলে মনে হচ্ছে না।

নামটা পরিচিত হবার কথা। ছয়ত্রিশতম ব্রিগেডের একটা বড় অংশ আমরা তার পেছনে লাগিয়েছি। আপনাকে আপনার বিমানবাহিনী নিয়ে বেশ কয়বার তাদের আক্রমণ করতে হয়েছে। তার টিকির দেখাও আমরা পাচ্ছি না। তারপরেও আপনি যদি বলেন, তার নাম আপনার পরিচিত মনে হচ্ছে না, তাহলে আমার কিছু বলার নেই।

তার ভয়ে এতটা ভীত হবার কোনো কারণ দেখি না।

আপনি দেখছেন না। আমি দেখছি। আমাদের অস্ত্র বোঝাই জাহাজ সে দখল করে নিয়েছে। তাও একটা না। তার হাতে এখন অস্ত্রের অভাব নেই।

www.MurchOna.com

আমাদের আজকের এই জরুরি মিটিং কি তাকে নিয়ে ?

তার মতো আরো তৈরি হবে।

হোক, তখন দেখা যাবে। ভবিষ্যতে কী হবে তা নিয়ে এখনই দুঃস্বপ্ন দেখা কাজের কথা না।

বেশ তাহলে কাজের কথা কী আপনি বলুন।

সভা আবারো নীরব হয়ে গেল। একসময় ব্রিগেডিয়ার কাসিম বললেন, চাইনিজ সাহায্যের কথা শুনছি। সেই সাহায্য কবে এসে পৌছবে ?

জেনারেল জামশেদ ক্লান্ত গলায় বললেন, চাইনিজ সাহায্যের আমাদের প্রয়োজন কী ? এয়ার কমোডর এনাম আহমেদের মতো দুর্ষর্ধ মানুষজন থাকতে আমরা কেন বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি ? যাই হোক, আজকের মিটিং অসম্পূর্ণ। জেনারেল নিয়াজীর উপস্থিতিতে আমরা অতিসত্বর আবার বসব। গুড ডে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ জেনারেল গুল হাসান খানের সঙ্গে জেনারেল নিয়াজীর টেলিফোনের মাধ্যমে কিছু কথাবার্তা হলো। অস্ত্র এবং বিশটি মাঝারি ধরনের ট্যাংক নিয়ে একটা চীনা জাহাজ চিটাগাং পোর্টে ভিড়েছে। কথাবার্তা হলো মাল খালাস প্রসঙ্গে। গুল হাসান খান বললেন, আপনি অস্ত্র খালাস করবেন কিন্তু ট্যাংকগুলো পাঠিয়ে দেবেন পশ্চিম পাকিস্তানে।

নিয়াজী বললেন, ট্যাংকগুলোই আমার প্রয়োজন।

ট্যাংকগুলো আপনি চিটাগাং থেকে ঢাকা কীভাবে নিয়ে যাবেন ? ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ। সড়কপথের সমস্ত ব্রিজ নষ্ট।

ট্যাংকগুলো কীভাবে ঢাকায় নেব তা আমার ব্যাপার।

আপনি কি দয়া করে বলবেন, ট্যাংকগুলি কীভাবে নেবেন ?

কীভাবে নেব সেটা আমার ব্যাপার।

আমারও জানার ব্যাপার থাকতে পারে।

অস্ত্র এবং ট্যাংক এসেছে ইস্টার্ন কমান্ডের জন্যে।

মূল প্রসঙ্গে আসুন, ট্যাংকগুলো আপনি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কীভাবে নেবেন ?

আমি তো আগেও বলেছি, সেটা আমার ব্যাপার।

শুনুন জেনারেল, সব ট্যাংক আপনি করাচি পোর্টে পাঠাবেন। এটা হচ্ছে একটি সামরিক আদেশ।

www.MurchOna.com

গুল হাসান খান টেলিফোন রেখে দিলেন। নিয়াজী সামরিক আদেশ অগ্রাহ্য করলেন। জাহাজের সব কিছুই চিটাগাং পোর্টে খালাস করা হলো।*

টেলিফোনের কথাবার্তায় জেনারেল নিয়াজীর মেজাজ বেশ খারাপ হলো। তবে এই খারাপ মেজাজ বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। তিনি সামান্য ভদকা পান করলেন। ভদকা শীতের দেশের পানীয় হলেও বাংলাদেশের গরমেও এটা ভালো লাগে। প্রচুর বরফ এবং প্রচুর লেবু দিয়ে বানানো ভদকার গ্লাসে চুমুক দেয়া মাত্রই তার মনে একধরনের ফুরফুরে ভাব হয়। মনে হয় সৈনিক জীবনটা তো খারাপ না। বিশাল এক দায়িত্ব নিয়ে তিনি এসেছেন। দায়িত্ব তিনি ভালোমতোই পালন করছেন। এই যুদ্ধ কিছুদিনের মধ্যেই থেমে যাবে। তখন তিনি ইতিহাসের পাতায় স্থায়ী হয়ে যাবেন। পাঠ্যবই-এ লেখা হবে পাকিস্তানের অতি দুঃসময়ে টাইগার নিয়াজী হাল ধরেছিলেন।

তিনি অতি দ্রুত ভদকার গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন। এত দ্রুত খাওয়া ঠিক না। কিন্তু তার অসুবিধা হচ্ছে না। বরং মনে হচ্ছে তার চিন্তা পরিষ্কার হচ্ছে। মাথা থেকে কুয়াশা সরে যাচ্ছে। তিনি ঠিক করলেন একটি আত্মজীবনীও লিখবেন। যেখানে পূর্বপাকিস্তানকে পোষ মানানোর গল্প সুন্দরভাবে লেখা থাকবে। বইটি লেখার সময় তিনি বিনয়ী থাকবেন। বীরপুরুষরা বিনয়ী হয়। বিনয়ও বীরত্বের লক্ষণ।

আত্মজীবনীটা ইংরেজিতে লেখা হবে, যাতে সব ভাষাভাষীরা পড়তে পারে। বইটার প্রথম লাইনটা হবে— It was a monson of discontent.

জেনারেল নিয়াজীর মন অতিদ্রুত আনন্দে পূর্ণ হলো। এত আনন্দ একা একা ধারণ করা যায় না। আনন্দ বিলিয়ে দিতে হয়। তিনি জেনারেল জামশেদকে টেলিফোন করলেন। তাকে একটা জরুরি নির্দেশও দিতে হবে। কী নির্দেশ তা মনে পড়ছে না, তবে মনে পড়বে। কথা বলতে বলতেই মনে পড়বে। নেশা করার এই এক আনন্দ। মানুষ একইসঙ্গে সবকিছু ভুলে যায়, আবার তার সবকিছুই মনে পড়ে।

হ্যালো জামশেদ।

ইয়েস স্যার।

আমি একটি আত্মজৈবনিক গ্রন্থ লেখার পরিকল্পনা করেছি।

ভালো করেছেন স্যার।

এটি হবে পাকিস্তান রক্ষা বিষয়ক একটি প্রামাণ্য দলিল।

---

*সূত্র : *Memoir গুল হাসান খান*

www.MurchOna.com

অবশ্যই।

বইটিকে আমি সুখপাঠ্য করার ব্যবস্থা করব।

আপনার পক্ষে কাজটা কঠিন হবে না। অসংখ্য গল্প আপনি জানেন। সেইসব গল্প নিশ্চয় বইতে পাওয়া যাবে।

তা পাবে। ইস্টার্ন কমান্ডে তুমি এবং তোমার বীর সৈনিকরা যে সাহসী ভূমিকা রেখেছ— তার উল্লেখ থাকবে।

স্যার, আপনাকে ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ দিতে হবে না। আমি সবাইকে সবার প্রাপ্য সম্মান দেব। ভালো কথা, তোমার প্রতি একটি জরুরি নির্দেশ আছে। এতক্ষণ মনে পড়ছিল না। এখন মনে পড়েছে।

স্যার বলুন।

চিটাগাং পোর্টে কিছু ট্যাংক খালাস করা হচ্ছে। তুমি ট্যাংকগুলো ঢাকায় আনার ব্যবস্থা করো।

সেটা কীভাবে সম্ভব ?

আমি তোমাকে নির্দেশ দিলাম, কীভাবে সম্ভব তা তোমার ব্যাপার। আমি দেখতে চাই নির্দেশ পালিত হয়েছে।

জেনারেল জামশেদ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ছোট্ট একটা দুঃসংবাদ আছে।

নিয়াজী বিরক্ত গলায় বললেন, দুঃসংবাদ শোনার মতো মানসিক অবস্থা এখন আমার নেই। তারপরেও বলো।

আমাদের একটা পুরো কোম্পানি কাদের সিদ্দিকী ধ্বংস করে ফেলেছে। কয়েকজন তার হাতে ধরাও পড়েছে।

কাদের সিদ্দিকী কে ? ইন্ডিয়ান আর্মির ?

জি-না স্যার, একজন সিভিলিয়ান মুক্তি।

তাকে মৃত অথবা জীবিত অবস্থায় আমার সামনে হাজির করবে। তোমার প্রতি এটি আমার আদেশ, একটি সামরিক আদেশ।

জেনারেল নিয়াজী টেলিফোন রেখে দিলেন। তার মেজাজ প্রচণ্ড খারাপ। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরনো ফুরফুরে ভাব আবার ফিরে এলো। তিনি তার আত্মজীবনী নিয়ে ভাবতে লাগলেন।

www.MurchOna.com

নদীর নাম ধলেশ্বরী। তারিখ বারই আগস্ট।

সাতটা জাহাজের বিশাল বহর এগুচ্ছে। তাদের গন্তব্য ফুলছরিঘাট। জাহাজ বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ এবং রসদ। ফুলছরিঘাটে মাল খালাস হবে। সেখান থেকে যাবে রংপুর এবং সৈয়দপুর। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যান্টনমেন্টে।

জাহাজ বহরের দায়িত্বে আছেন ক্যাপ্টেন আমানুল্লাহ, সহকারী কমান্ডার লেফটেনেন্ট আতাউল্লাহ। জাহাজগুলি মালামাল বহন করছে, কাজেই নৌবাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কিত না। স্থলবাহিনীর বেশ বড় দল জাহাজে আছে। তারাই নির্বিঘ্নে জাহাজগুলি গন্তব্যে পৌঁছে দেবে। জাহাজের সারেংরা সবাই বাঙালি, নদী ভালো চেনে। তারা নদীর গভীরতা দেখে দেখে এগুচ্ছে।

ক্যাপ্টেন আমানুল্লাহ আছেন এস. ইউ. ইঞ্জিনিয়ারস এলসি থ্রি জাহাজে। তাঁর সঙ্গে আছেন লেফটেনেন্ট আতাউল্লাহ। বিশাল আকৃতির এই জাহাজের পাশাপাশি যাচ্ছে ত্রিপল ঢাকা ট্যাংকার এস. টি. রাজন। এখানে আছেন সুবেদার রহিম খান।

ক্যাপ্টেন আমানুল্লাহ জাহাজের ডেকে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তার কাছে এই প্রথম মনে হচ্ছে তিনি ছুটি কাটাতে এসেছেন। আনন্দময় নৌভ্রমণ হচ্ছে। জাহাজ বহর দেখে দুই তীরের আতঙ্কিত মানুষদের ছোটাছুটিতেও তিনি খুব মজা পাচ্ছেন। বাঙালি অতিরিক্ত মাছ খাওয়ার কারণে ভীরু স্বভাবের হয় বলে তিনি জানেন। আজ তার প্রমাণ দেখছেন। বাড়িঘর ছেড়ে লোকজন পালাচ্ছে। মাছ মারতে আসা জেলেরা নৌকা এবং জাল ফেলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে পানিতে। ক্যাপ্টেন আমানুল্লাহ তাদের দোষ দিতে পারছেন না। সাতটা জাহাজের বহর দেখে যে-কেউ ভয় পাবে। ভীতু বাঙালির ছোটাছুটি দেখতে ভালো লাগে।

জাহাজ এগুচ্ছে ধীর গতিতে। নদী সব জায়গায় সমান গভীর না। জায়গায় জায়গায় চর জেগেছে। নদীর গভীরতা দেখে দেখে এগুতে হচ্ছে সাবধানে। জাহাজের গতি আরেকটু বেশি হলে ভালো হতো।

www.MurchOna.com

লেফটেনেন্ট আতাউল্লাহ ডেকে উঠে এলেন। তার হাতে ক্যামেরা। তার উদ্দেশ্য নিজের কিছু ছবি তুলবেন। দেশে পাঠাবেন। ছবি এমনভাবে তোলা হবে যেন জাহাজ বহরের অনেকটাই ছবিতে আছে। তার বৃদ্ধা মা ছেলের ছবি খুব আগ্রহ করে দেখেন।

ক্যাপ্টেন আমানুল্লাহ হাসিমুখে বললেন, হ্যালো মি. ফটোগ্রাফার, তুমি যে হারে ছবি তোল, তোমার ক্যামেরায় ফিল্ম অবশিষ্ট থাকার কথা না। যদি থাকে আমার একটা ছবি তুলে দাও।

লেফটেনেন্ট আতাউল্লাহ বললেন, অবশ্যই স্যার।

ছবিটা এমনভাবে তুলবে যেন আমাকে দেখে মনে হয় আমি ক্রিস্টোফার কলম্বাস।

অবশ্যই স্যার। এখানে ছবি না তুলে চলুন ছাদে যাই। ছাদে ছবি ভালো আসবে। জাহাজ বহরের অনেকখানি পাওয়া যাবে।

চল যাই।

ক্যাপ্টেন আমানুল্লাহ ছাদে উঠার সিঁড়িতে পা রেখেছেন, তখনই মর্টারের গোলা এসে জাহাজে পড়ল। ব্যাপার কী বুঝে উঠার আগেই বৃষ্টির মতো মেশিনগানের গুলি এসে পড়তে লাগল। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, What is happening ? বিশাল এই জাহাজ বহর আক্রমণ করার স্পর্ধা কে দেখাচ্ছে ? লেফটেনেন্ট আতাউল্লাহ বলল, স্যার আমরা কাদের সিদ্দিকীর এলাকার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের আক্রমণ করেছে কাদের সিদ্দিকীর বাহিনী। সে ছাড়া এই কাজ আর কেউ করবে না।

ততক্ষণে নারকীয় কাণ্ড শুরু হয়েছে। পেছনের জাহাজগুলি উল্টোদিকে চলতে শুরু করেছে। তার জাহাজটি এবং এস. টি. রাজন ছাড়া সামনের জাহাজগুলিও দেখা যাচ্ছে না। এস. টি. রাজনে যেভাবে মর্টারের গোলা এসে পড়ছে যে-কোনো মুহূর্তে এতে আগুন ধরে যেতে পারে। এই ট্যাংকারটিতে ডিজেলই আছে এক লক্ষ আশি হাজার গ্যালন।

জাহাজের কন্ট্রোলরুম থেকে ওয়্যারলেসে হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো।

আমরা আক্রান্ত হয়েছি। আমরা আক্রান্ত হয়েছি। বৃষ্টির মতো মর্টারের গোলা এসে পড়ছে। লেফটেনেন্ট আতাউল্লাহ নিহত। সুবেদার রহিম খান নিহত।

কী বলছ এসব ?

www.MurchOna.com

মে ডে। মে ডে।

জাহাজ নিয়ে পিছিয়ে আস। কোনোক্রমেই যেন জাহাজ কাদের সিদ্দিকীর হাতে না পড়ে। জাহাজ বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র।

আমরা চড়ায় আটকা পড়েছি। সেনাবাহিনীর প্রায় সবাই নিহত। বিমানবাহিনীর সাহায্য লাগবে। অবিলম্বে বিমানবাহিনীর সাহায্য লাগবে।

বিমানবাহিনীর সাহায্য যাচ্ছে। জাহাজের অস্ত্র যেন তাদের হাতে না পড়ে।

কাদের সিদ্দিকীর বাহিনী এগিয়ে আসছে। তাদের দেখতে পাচ্ছি।

হেভি মেশিনগান দিয়ে ওদের আটকে রাখ। বিমানবাহিনীর সাহায্য আসছে।

মেশিন গানাররা কেউ জীবিত নেই।

কথা শেষ হবার আগেই বিকট শব্দে রকেট লাঞ্চারের গোলা ফাটল। ক্যাপ্টেন আমানুল্লাহ ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন পানিতে।*

* মাটিকাটা অঞ্চলে অসীম সাহসিকতায় যে মানুষটি জাহাজ আক্রমণের নেতৃত্ব দেন তিনি কাদের সিদ্দিকীর বাহিনীর এক বীর যোদ্ধা। তাঁর নাম মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান। জাহাজ দখলের পর তাঁর নাম হয়ে গেল জাহাজ মারা হাবীব। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাঁকে বীর বিক্রম সম্মানে সম্মানিত করেন। কাদের সিদ্দিকীর বাহিনীতে যোগদানের আগে তিনি ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাবিলদার।

www.MurchOna.com

বরিশালের বানিয়াপাড়ার একটি বড় দোতলা লঞ্চের দোতলায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন জানে রসুল শুকনা মুখে বসে আছেন। লঞ্চে ত্রিশজন সৈনিক, পাঁচজন পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ এবং কিছু রাজাকারকে উঠানো হয়েছে। জানে রসুলকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে পাঠানো হচ্ছে। হেমায়েত বাহিনীকে শেষ করে দেয়া। হেমায়েত বাহিনী বর্তমানে কোথায় আছে কীভাবে আছে— সেই তথ্য নিয়ে একজন ইনফরমার এসেছে। ইনফরমারের নাম কয়েস আলি। তার বয়স চল্লিশের নিচে। থুতনিতে ছাগলাদাড়ি। মাথায় বেতের গোলটুপি। তিনি চোখে সুরমা দিয়েছিলেন। এক চোখের সুরমা কী কারণে জানি লেপ্টে গিয়েছে। এখন তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে মারামারি করে তিনি চোখে কালশিটা ফেলেছেন।

ক্যাপ্টেন জানে রসুল এই ইনফরমারের উপর খুবই বিরক্ত হচ্ছেন। তাঁর কথাবার্তা থেকে তেমন কিছুই উদ্ধার করা যাচ্ছে না। বরং উল্টা সন্দেহ হচ্ছে, এই লোক আসলে হেমায়েত বাহিনীরই একজন স্পাই। এর কথায় লঞ্চ নিয়ে কোথাও উপস্থিত হওয়া মানে বিপদে পড়া। অথচ উপর থেকে নির্দেশ এসেছে অভিযানে বের হতে হবে। নদীপথের অভিযানের দায়িত্ব নৌবাহিনীর। তারা গানবোট নিয়ে বের হবে। কাজ শেষ করে গানবোট নিয়ে ফিরে আসবে। এইসব জায়গায় স্থলবাহিনীকে লঞ্চর লঞ্চে করে পাঠানোর মানে কী ? ক্যাপ্টেন জানে রসুলের ধারণা— সেনাবাহিনী এখন চলছে হুজুগের উপর। উপরের লোকজনের যার মাথায় যা আসছে তাই করছে। ওয়ারলেস অর্ডার পাঠিয়ে দিয়ে খালাস।

কয়েস আলি পাঞ্জাবির পকেট থেকে পানের ডিব্বা বের করে দু'টা পান একসঙ্গে মুখে দিয়ে বলল, মেজর সাব এখন কী করবেন ঠিক করলেন ? কথাগুলি সে বলল, কাজ চালাবার মতো উর্দুতে। এটা ভালো। অনেক ইনফরমার আছে যারা উর্দু বলতে পারে না। বুঝতেও পারে না। তাদের সঙ্গে কথা বলতে হয় দোভাষির মাধ্যমে। দোভাষিরা সব সময় নিজেদের কিছু কথাবার্তাও ঢুকিয়ে দেয়।

www.MurchOna.com

তোমার নাম কয়েস আলি ?

জি জনাব।

উর্দু কোথায় শিখেছ ?

আমি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে পাঁচ বছর চাকরি করেছি।

কী চাকরি ?

কিচেনে হেলপার।

চাকরি চলে গেল কেন ?

রিজিকের মালিক আল্লাহ। তিনি মিলিটারি থেকে রিজিক উঠায়ে নিয়েছেন বলে চাকরি চলে গেছে।

তুমি হেমায়েত বাহিনীকে চেন ?

কেন চিনব না ? দূরসম্পর্কের আত্মীয়তা আছে।

কার সঙ্গে আত্মীয়তা ?

হেমায়েতউদ্দিনের সঙ্গে। উনার স্ত্রীর নাম হাজেরা খাতুন। যুদ্ধের সময় গুলি খেয়ে মারা গেছে। সে এক হিন্দু মেয়েরে দ্বিতীয় বিবাহ করেছে। তার নাম সোনেকা রাণী রায়। তার বড়ছেলের নাম হাছিবউদ্দিন, ডাকনাম পাপ্পু।

তুমি হেমায়েতউদ্দিনকে ধরিয়ে দিতে চাও ?

অবশ্যই।

কারণ কী ?

পাকিস্তান টিকায়ে রাখতে হবে না ?

শুধু পাকিস্তান টিকায়ে রাখার জন্যে তাকে ধরিয়ে দেবে ?

অন্য কারণও আছে। পারিবারিক।

হেমায়েতউদ্দিন কোথায় আছে তুমি জানো ?

অবশ্যই।

সেখানে গেলে আমরা তাকে পাব ?

সে হইল শুশুক। এইটা বিবেচনায় রাখতে হবে।

শুশুক কী ?

শুশুক থাকে পানিতে। ভুস কইরা ভাইসা উঠে আবার ডুব দেয়।

সে এখন যেখানে আছে— সেখানে পথ দেখিয়ে আমাদের নিয়ে যেতে পারবে ?

www.MurchOna.com

আমারে সারেঙ্গের সাথে বসায়ে দেন, আমি নিয়া যাব। তবে খালে ঢুকতে হবে। জোয়ার-ভাটা বিবেচনা করে চলতে হবে।

নদীতে জোয়ার-ভাটা আছে না-কি ?

কী যে বলেন, আমরার এইটা জোয়ার-ভাটার দেশ। নদীপথে চলতে হলে নদীর হিসাবে চলতে হবে।

নদীর হিসাবে চলতে হলে কখন রওনা দিতে হবে ?

আরো এক ঘণ্টা পরে।

ঠিক আছে তুমি এখন যাও, এক ঘণ্টা পরে রওনা দেব।

ক্যাপ্টেন জানে রসুল বরিশাল এলাকার একটা ম্যাপ বের করে সামনের টেবিলে রাখলেন। ম্যাপ দেখে কোনো কিছুই বোঝার উপায় নেই। মাকড়শার জালের মতো চারদিকে নদী-নালা। অতি দুর্গম অঞ্চল। এই অঞ্চল যে চেনে না— তার জন্যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া পুরোপুরি অসম্ভব একটা ব্যাপার। এই রকম অবস্থায় তাকে অভিযানে যেতে হচ্ছে এমন একজনকে শায়েস্তা করতে— যার সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য তাঁর কাছে নেই। এই লোক সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাবিলদার ছিল। দীর্ঘদিন এবোটাবাদ সেনাবাহিনী স্কুলে প্রশিক্ষক ছিল। এখন সে 'মুক্তি' হয়েছে। বদের হাড্ডি হয়েছে। ভারতের কোনো রকম সাহায্য ছাড়াই নাকি বিশালবাহিনী তৈরি করেছে। এই বাহিনী কোনো রকম ভয়ভীতি ছাড়াই সরাসরি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করছে। চুশচাশ কয়েকটা গুলি করে পালিয়ে যাওয়া টাইপ যুদ্ধ না। সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধ। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এদের গুণতির মধ্যে ধরছে— এটাও এক বিস্ময়কর ঘটনা।

ব্যাটা এখন আবার হিন্দু বিয়ে করেছে। স্ত্রীর নাম সোনেকা রাণী রায়। হিন্দু বিয়ে তো করবেই, এরা এমনিতেই হাফ হিন্দু। ক্যাপ্টেন জানে রসুলের কাছে খবর আছে, পূর্বপাকিস্তানের মুসলমানরা বেশির ভাগ সময় মুসলমানি করায় না।

এক ঘণ্টার জায়গায় লঞ্চ ছাড়ল দেড় ঘণ্টা পরে। লঞ্চের নাম এমডি যমুনা। কয়েস আলি সারেঙের পাশে বসে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারা যাচ্ছে বানারিপাড়া থেকে স্বরূপকাঠির দিকে। হেমায়েত বাহিনীর মূল লক্ষ্য শর্ষিনার পীরসাহেবের আস্তানায় যে মিলিটারি ক্যাম্প আছে সেখানে আক্রমণ করা। তারা সময় এবং সুযোগের অপেক্ষায় আছে। ক্যাপ্টেন জানে রসুল কয়েস আলিকে ডেকে পাঠালেন। তথ্যগুলি ভালোমতো আবারো যাচাই করে নেয়া দরকার।

হেমায়েত বাহিনী যেখানে লুকিয়ে আছে, সেই জায়গাটা তুমি চেন ?

www.MurchOna.com

অবশ্যই। বিরাট পেয়ারা বাগান। জংলার মতো সেইখানে আছে।

হেমায়েতউদ্দিন নিজেও কি দলের সঙ্গে আছে?

উনি নিজে সব অপারেশনে থাকেন। তার স্ত্রীও থাকেন। স্ত্রী হিন্দু। নাম সোনেকা রাণী। রায় বংশ।

তার স্ত্রী যে হিন্দু এটা একবার বলেছ। নতুন কিছু থাকলে বলো।

তার স্ত্রীও যুদ্ধ করে। রাইফেল চালাইতে পারে। এলএমজি চালাইতে পারে। এইটা অবশ্য শোনা কথা। আমি নিজে দেখি নাই। স্যার কি একটা পান খাবেন?

আমি পান খাই না।

কয়েস আলি দু'টা বড় পান মুখে দিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে চাবাতে চাবাতে বলল, আমি সারেঙের সাথে বসি। এর বাড়ি চিটাগাং, এই অঞ্চল সম্পর্কে কিছুই জানে না।

যাও।

কয়েস আলি চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লঞ্চের ইঞ্জিন থেমে গেল। একটু পর পর ঘটাং ঘটাং শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। লঞ্চ থেমে আছে মাঝনদীতে। তবে এখানে নদী তেমন চওড়া না। মাছধরার নৌকা চোখে পড়ছে। ইলিশের মরসুম। জেলেরা প্রাণের ভয় তুচ্ছ করে মাছ মারতে বের হয়। শুধু গানবোটের বিশেষ শব্দ কানে এলে নৌকা নিয়ে দ্রুত কোনো খালে ঢুকে পড়ে।

এমভি যমুনাকে দেখে তারা সাধারণ লঞ্চই মনে করছে। লঞ্চ সাজানো হয়েছে সেইভাবেই। সৈন্যরা লুকিয়ে আছে এক তলায়। তাদেরকে বলা হয়েছে কেউ যেন জানালা দিয়ে মুখ বের না করে। কেউ যেন তাদের দেখতে না পারে। একতলা দোতলা দুটাই মালে বোঝাই। নারিকেল, পেয়ারা, কাউফল। আলাদা করে মাল বোঝাই করতে হয় নি। মিলিটারিরা মাল বোঝাই এই লঞ্চ রিক্রুট করেছে।

ক্যাপ্টেন জানে রসুল খবর নিয়ে জানলেন, লঞ্চের ইঞ্জিনে কী না-কী সমস্যা হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ইঞ্জিন ঠিক হবে। একঘণ্টা পরে জানানো হলো, ইঞ্জিন ঠিক করা যাচ্ছে না, তবে খুব কাছেই এক লঞ্চ মেকানিকের বাড়ি। ক্যাপ্টেন সাহেব অনুমতি দিলে সারেং সেই লঞ্চ মেকানিককে নিয়ে আসতে পারবে। মেকানিককে বাড়িতে না পাওয়া গেলেও অসুবিধা নেই, তার বাড়ি থেকে কয়েকটা রেঞ্জ নিয়ে এলে সে নিজেই ঠিক করতে পারবে।

www.MurchOna.com

জানে রসুল অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, কতক্ষণ লাগবে ?

সারেং জানাল, যেতে আসতে যতক্ষণ লাগে। ঊর্ধ্বে একঘণ্টা।

ক্যাপ্টেন অনুমতি দিলেন। অনুমতি না দিয়ে তার উপায়ও ছিল না। দ্বিতীয় কোনো বিকল্প তার হাতে নেই। অন্য কোনো লঞ্চ নিয়ে তিনি যে ফিরে যাবেন—সেই উপায়ও নেই। নদীপথে এখন লঞ্চ চলাচল করে না বললেই হয়। তার সঙ্গে ওয়্যারলেস সেট নেই। কারো সঙ্গে যোগাযোগ করে সাহায্য চাওয়ার উপায় নেই।

একঘণ্টার মধ্যে সারেঙের ফেরার কথা। দু'ঘণ্টার কাছাকাছি হয়ে গেল সারেঙের খোঁজ নেই। বেলা হয়েছে। পাঁচটার উপর বাজে। দিনের আলো কমে এসেছে। আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। মেজর জানে রসুল কয়েস আলিকে ডেকে পাঠালেন। কয়েস আলি বিনীত মুখে সামনে এসে দাঁড়াল। জানে রসুল বিরক্ত মুখে বললেন, ঘটনা কী ?

কয়েস আলি উদাস গলায় বলল, ঘটনা ভালো না।

ঘটনা ভালো না মানে কী ?

সারেঙ লঞ্চ ফালায়ে তার হেলপার নিয়ে পালায়ে গেছে বলে মনে হয়।

এরকম মনে হবার কারণ কী ?

হাবেভাবে বুঝলাম। দুই আর দুই-এ মিল করে চার বের করলাম। সহজ হিসাব, জটিল হিসাব তো না।

জটিল হিসাব না ?

জি-না। আপনাকে আগেই বলেছি সারেঙের বাড়ি চিটাগাং, এই অঞ্চলের কিছুই সে চিনে না। সে কীভাবে মেকানিক ধরে আনবে ?

এটা আমাকে আগে বলো নি কেন ?

একবার ভাবলাম বলি। পরে ভাবলাম মানুষরে এত সন্দেহ করা ঠিক না। সে লঞ্চ নিয়া এই অঞ্চলেই চলাফেরা করে। মেকানিকের বাড়ি চিনতেও পারে।

সারেঙ যদি সত্যি সত্যি পালিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আমাদের করণীয় কী ?

জনাব, এই বিষয়ে আমি গভীর চিন্তায় আছি। একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অনুমতি দিলে বলি।

বলো।

আমার মন বলতেছে লঞ্চের ইঞ্জিন ঠিক আছে। ব্যাটা ইচ্ছা কইরা লঞ্চ চড়ায় উঠায়ে দিয়েছে।

লঞ্চ কি চড়ায় বেধে আছে ?

www.MurchOna.com

জি। শিকারপুরে ছোট লঞ্চ আছে। আপনি যদি আমার সঙ্গে কোনো লোক দেন আমি নৌকাযোগে শিকারপুর যাব। সেখান থেকে লঞ্চ নিয়ে ফিরব। জায়গাটা ভালো না। রাতে এখানে লঞ্চে আটকা পড়লে বিপদ আছে। হেমায়েত বাহিনী শক্ত জিনিস।

তুমি শিকারপুর থেকে লঞ্চ নিয়ে আসতে চাও?

শিকারপুরের দুই-একজন লঞ্চ মালিকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তবে আপনি যদি অন্য কাউকে পাঠাইতে চান, পাঠাইতে পারেন। আমার একটাই কথা, সন্ধ্যার পর এই অঞ্চলে থাকা অতি বিপদজনক। আমি সারেঙের ঘরে আছি। কোন সিদ্ধান্ত হয় আমাকে জানাবেন। আছরের নামাজ পড়ব। আমি সব নামাজ কাজা পড়তে রাজি আছি, আছরের নামাজ কাজা পড়তে রাজি না। ক্যাপ্টেন সাহেব কি জানেন রোজকেয়ামত হবে আছরের ওয়াক্তে?

ক্যাপ্টেন জানে রসুল জবাব দিলেন না। সরু চোখে মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর এখন সন্দেহ হচ্ছে, লঞ্চ মাঝনদীতে এনে চড়ে আটকে ফেলার পেছনে এই লোকটার ভূমিকা আছে। বেশ বড় ভূমিকা। এই লোক কাজ করছে তার পরিকল্পনা মতো। সারেঙের সঙ্গে পরামর্শ করে লঞ্চ আটকানোর ব্যবস্থা করেছে। নদীর দু'পাশে ঘন নারিকেল বন। নারিকেল বনের কভার নিয়ে হেমায়েত বাহিনী সহজ যুদ্ধ করবে। তিনি লঞ্চ নিয়ে খোলা জায়গায় আছেন, তাঁর কোনো কভার নেই।

তোমার নাম কয়েস আলি?

জি স্যার।

বিয়ে করেছ?

জি স্যার।

ছেলেমেয়ে আছে?

দুই ছেলে এক মেয়ে। ছেলে দুইজনকেই মাদ্রাসায় ভর্তি করায়ে দিয়েছি। হাফেজিয়া মাদ্রাসা। তারা কোরান মজিদ মুখস্থ করতেছে। ছোট ছেলের পাঁচ পারা মুখস্থ হয়েছে। বড়টার এক পাড়া। বড়টার মাথার তেজ কম।

আমার ধারণা তুমি হেমায়েত বাহিনীরই একজন। ইচ্ছা করে আমাদের এখানে এনে ফেলেছ।

আপনি যা চিন্তা করতেছেন তা ঠিক না।

আমি তোমার সঙ্গে তর্ক-বিতর্কে যাব না। আমি তোমাকে এখন লঞ্চের ছাদে নিয়ে তুলব। সেখানে গুলি করে ডেডবডি নদীতে ফেলে দেব।

www.MurchOna.com

আপনি আপনার বিবেচনা মতো কাজ করবেন, তবে হায়াত মউতের মালিক আল্লাহপাক। আমার মৃত্যু যেমন হতে পারে, আপনাদের সবার মৃত্যুও এখানে হতে পারে। একটা লঞ্চ এখানে আটকা পড়ে আছে আর হেমায়েত বাহিনী এই খবর জানবে না তা কি হয়? যে সারেং পালেয়ে গেছে— খবর তার মাধ্যমেই চলে গেছে।

তুমি ছাদে চল।

কয়েস আলি বলল, জি আচ্ছা। মৃত্যুর আগে একটা পান খাওয়ার সুযোগ দিয়েন জনাব। জর্দা দিয়া ভালোমতো একটা পান খাইয়া নেই।

ক্যাপ্টেন জানে রসুন নিজে রিভলবার দিয়ে খুব কাছ থেকে কয়েস আলির মাথায় গুলি করলেন। গুলি করার আগমুহূর্তে কয়েস আলি পানের পিক ফেলতে ফেলতে বলল, আপনাদের আজরাইল আসতাছে। বেশি দেরি কিন্তু নাই।

সন্ধ্যার পর পরই হেমায়েত বাহিনী দক্ষিণ দিক থেকে লঞ্চ আক্রমণ করল। তখনো কয়েস আলির মৃতদেহ লঞ্চের আশেপাশেই আছে। জোয়ারের টান শুরু হয় নি বলে মৃতদেহ ভেসে যায় নি।*

---

* অসীম সাহসিকতাপূর্ণ কর্মকাণ্ডের জন্যে মোঃ হেমায়েতউদ্দিনকে বাংলাদেশ সরকার বীরবিক্রম সম্মানে সম্মানিত করেন। কয়েস আলি সম্মান স্বীকৃতি কোনোটাই পান নি। সমগ্র দেশের পক্ষ থেকে আমি এই লেখার মাধ্যমে তাঁর প্রতি সম্মান জানালাম। (কয়েস আলি নামটি ঠিক না। আসল নাম আমি ভুলে গেছি। কোনো পাঠক মূল নামটি জানালে পরবর্তী সংস্করণে ঠিক করে দেব।) আরেকটি তথ্য যোগ করার লোভ সামলাতে পারছি না। *স্বাধীনতা যুদ্ধে শ্বেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা* গ্রন্থে মোঃ আব্দুল হান্নান লিখছেন— "যুদ্ধকালিন সময়ে মুজিবনগর সরকার মোঃ হেমায়েতউদ্দিনকে সুবেদার পদ প্রদান করেন। এবং তার ডাকনাম দেয়— 'হিমু'।"

www.MurchOna.com

তোমার নাম কী ?
আমার নাম মোহম্মদ আবু তাহের।
নাম বলো।
আমার নাম মোহম্মদ আবু তাহের।
কেয়া নাম ?
আবু তাহের।
Tell me your name.
Sir, my name is Abu Taher.
তোমার নাম কী ?
আমার নাম মোহম্মদ আবু তাহের।
কেয়া নাম ?
আবু তাহের।
Tell me your name.
Sir, my name is Abu Taher.

মোহম্মদ আবু তাহের সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় একটা কাঠের চেয়ারে বসে আছে। তার মুখের উপর দুশ' পাওয়ারের বাতি জ্বলছে। চোখ বন্ধ করেও তীব্র আলোর হাত থেকে সে বাঁচতে পারছে না। কঠিন এই আলো চোখের পাতা ভেদ করে মাথার ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। মস্তিষ্কের গভীরে কোনো এক জায়গায় পিন ফুটানোর মতো যন্ত্রণা হচ্ছে। এই যন্ত্রণার কোনো সীমা পরিসীমা নেই। আবু তাহের মাঝে মধ্যেই ভাবছে, শুধুমাত্র বাতি জ্বালিয়ে একজন মানুষকে এত কষ্ট দেয়া যায়!

তার হাত চেয়ারের হাতলের সঙ্গে বাঁধা, চেয়ারের পায়ের সঙ্গে দু'টা পা বাঁধা। পায়ের বাঁধন এত শক্ত যে দড়ি চামড়া কেটে মাংসে ঢুকে পড়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, পায়ে কোনো ব্যথা বোধ নেই। আবু তাহেরের মুখ দিয়ে লালা পড়ছে। লালা পড়া শুরু হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। তার সামনে মিলিটারি

www.MurchOna.com

গোয়েন্দা বিভাগের দু'জন বসে আছে। দু'জনের চেহারাটা তার কাছে একরকম মনে হচ্ছে। গোলাকার ফর্সা মুখ। নাকের নিচে হালকা গোঁফ। আবু তাহেরের পেছনে একজন দাঁড়িয়ে আছে। সেই একজন মাঝে-মধ্যে তার সামনে আসছে। সেই একজনের চেহারাও অন্য দুজনের মতো। তবে সে রোগা। তার মুখে বসন্তের দাগ। এরা কি যমজ ভাই ? এক সঙ্গে তিনজনের জন্ম কি হতে পারে ?

তোমার নাম কী ?

আমার নাম মোহম্মদ আবু তাহের।

নাম বলো।

আবু তাহের।

কেয়া নাম ?

মোহম্মদ আবু তাহের।

Tell me your name.

Sir, my name is Abu Taher.

তোমার নাম কী ?

আমার নাম মোহম্মদ আবু তাহের।

তারা একই প্রশ্ন করে যাচ্ছে। কতদিন ধরে করছে ? একদিন দু'দিন নাকি কয়েক বছর হয়ে গেল ? তারা কি এই প্রশ্ন করেই যাবে ? একই প্রশ্ন বারবার করার পেছনের অর্থ কী ? আবু তাহের কিছুক্ষণ আগে চেয়ারে প্রস্রাব করেছে। সেই প্রস্রাব গড়িয়ে গেছে সামনে বসে থাকা দু'জনের দিকে। তারা তাকিয়ে দেখেছে কিন্তু এই বিষয়ে কিছুই বলে নি। তারা কিছুক্ষণ পর পর সিগারেট ধরাচ্ছে। সেই সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ ভয়াবহ। নাড়ি পাক দিয়ে বমি আসছে।

মোহম্মদ আবু তাহের ?

জি স্যার।

ঢাকা শহরে যেসব মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা কাজ করছে— তাদের কাউকে তুমি চেন ?

জি-না স্যার।

কিন্তু তুমি তো মতিঝিলে হাটখোলা শাখার হাবীব ব্যাংক লুটের সময় জড়িত ছিলে। তোমার সঙ্গে আর কে কে ছিল ?

স্যার, আমি হাবীব ব্যাংক লুটের সঙ্গে জড়িত ছিলাম না।

তুমি কী করো ?

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। ফিজিক্সে M.Sc. থিসিস গ্রুপ।

www.MurchOna.com

টিকাটুলি ওয়েল ট্যাংকার হাইজ্যাকে তুমি ছিলে না ?

জি-না স্যার।

এখন আমরা তোমার ডান হাতের পাঁচটা আঙুলে পিন ঢুকিয়ে দিব। তুমি যদি অপরাধ স্বীকার করো, তবেই তা বন্ধ করা হবে।

স্যার, মুক্তিবাহিনীর কোনোকিছুর সঙ্গেই আমি জড়িত না।

তোমরা তিনভাই। বাকি দু'জন কোথায় ?

স্যার, বাকি দু'জন কোথায় আমি জানি না।

আমরা যতদূর জানি বাকি দু'জন মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে।

ওদের খবর আমি জানি না স্যার।

তুমি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দাও নাই কেন ?

আমি পাকিস্তানে বিশ্বাস করি। ইন্ডিয়া আমাদের শত্রু। পাকিস্তান জিন্দাবাদ। কায়দে আজম জিন্দাবাদ। লিয়াকত আলি খান জিন্দাবাদ। মহাকবি ইকবাল জিন্দাবাদ।

গোয়েন্দা বিভাগের দু'জন শব্দ করে হেসে উঠল। তাদের একজন হাসতে হাসতে বলল, দাও ওর আঙুলে পিন ফুটিয়ে দাও।

আবু তাহের বিড়বিড় করে বলল, আল্লাহ আমাকে অজ্ঞান করে দাও। আল্লাহপাক আমাকে অজ্ঞান করে দাও। আমাকে অজ্ঞান করে দাও।

কী তীব্র ব্যথা! কী ভয়াবহ যন্ত্রণা! চোখের সামনে হঠাৎ করে আগুনের মতো কী যেন ঝলসে ওঠে। পিন ফুটানোর ব্যথাটা হাতের আঙুলে হয় না। অন্য কোথাও যেন হয়।

স্যার পানি খাব। স্যার পানি খাব।

তোমার নাম কী ?

আমার নাম আবু তাহের, স্যার পানি খাব।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের চৌরাস্তার ট্রাফিক স্টপে মন্ত্রী মাওলানা মোহম্মদ ইসহাকের গাড়িতে গ্রেনেড ছোড়া হয়। যারা এই কাজটা করে, তুমি কি তাদের সঙ্গে ছিলে ?

স্যার, পানি খাব।

প্রশ্নের জবাব দাও, তুমি তাদের সঙ্গে ছিলে ?

ছিলাম স্যার।

হাবীব ব্যাংক লুটের সময় ছিলে ?

ছিলাম স্যার। পানি খাব।

www.MurchOna.com

টিকাটুলি অপারেশনে ছিলে ?

জি স্যার। এক গ্লাস পানি দেন। পানি খাব।

গেরিলারা কে কোথায় লুকিয়ে থাকে, তুমি জানো ?

জানি স্যার।

ওদের দুইজনকে, শুধুমাত্র দুইজনকে ধরিয়ে দিতে পারলে আমরা তোমাকে ছেড়ে দিব। ধরিয়ে দেবে ?

জি স্যার। একটু পানি খাব।

আবু তাহেরকে পানি খেতে দেয়া হলো। চোখের উপরের বাতি নিভিয়ে দেয়া হলো। ঘরে এখনো বাতি জ্বলছে। কিন্তু আবু তাহের কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তার কাছে মনে হচ্ছে ঘর অন্ধকার। কবর কি এরকম অন্ধকার হয় ?

মোহম্মদ আবু তাহের।

জি স্যার।

নাও সিগারেট নাও।

আমি সিগারেট খাই না।

না খেলেও সিগারেটে টান দাও। এই অবস্থায় শরীর নিকোটিন পছন্দ করে।

আবু তাহের সিগারেট টানছে। সিগারেট তার বাঁ হাতে ধরা। সে ডান হাত তুলতে পারছে না। তার ডান হাতের প্রতিটি আঙুলে পিন ফুটানো হয়েছে। মধ্যমা আঙুলের পিন ঠিকমতো ফুটে নি। অর্ধেক বের হয়ে আছে। একবার তার কাছে মনে হলো, এরকম কিছুই ঘটে নি। সে ভয়ঙ্কর কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছে। তার বোবায় ধরা রোগ হয়েছে। বোবায় ধরার আগে আগে সে এরকম দুঃস্বপ্ন দেখে। ঘুম ভাঙলেই দেখা যাবে সব ঠিক আছে।

মোহম্মদ আবু তাহের ?

জি।

অনেকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচার জন্যে সব অপরাধ স্বীকার করে। তাদেরকে যখন বলা হয়— মুক্তি যেখানে থাকে সেখানে নিয়ে চল— তখন তারা কোথাও নিয়ে যেতে পারে না। কাউকে ধরিয়েও দিতে পারে না। তারা আমাদের সময় নষ্ট করে। তুমি বলো আমাদের সময় নষ্ট করা কি উচিত ?

জি-না।

তুমি আমাদের সময় নষ্ট করছ না তো ?

জি-না।

www.MurchOna.com

কাউকে যদি ধরিয়ে দিতে না পার, তাহলে আমরা তোমাকে মজার একটা শাস্তি দেব। শাস্তির ইংরেজি নাম Castration. তোমার দুটা অণ্ডকোষ কেটে ফেলে দেব। খোজা বানিয়ে দেব। খোজা কী চেন ?

চিনি।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটা পুরুষকে খোজা বানিয়ে দিতে পারলে ভালো হতো। একটা নতুন জাতি তৈরি হতো। নপুংসক জাতি। ভালো হতো না ?

জি স্যার। ভালো হতো।

এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা তোমাকে নিয়ে বের হব। তুমি বাড়িগুলি চিনিয়ে দেবে। তোমার হাত থেকে আমরা পিন সরাব না। যে রকম আছে, সে রকমই থাকবে। ঠিক আছে ?

জি স্যার।

তোমার একটা আঙুলের পিন দেখছি ঠিকমতো ঢোকানো হয় নি। ঢুকিয়ে দেই ?

দিন স্যার।

আচ্ছা এখন থাক। আমরা ভ্রমণ শেষ করে কাজটা করব।

জি আচ্ছা স্যার।

ভ্রমণে যাবার আগে কিছু কি খাবে ? এক পিস কেক। এক কাপ চা।

খাব স্যার।

কাজটা সেরে এসে খাই ? প্রথমে কাজ তারপর খাদ্য। সেটা ভালো না ?

জি স্যার ভালো। খুব ভালো।

গাঢ় নীল রঙের একটা টয়োটা গাড়ি নগরীর বিভিন্ন এলাকায় ঘুরছে। গাড়ির কাচ এমন যে, ভেতরের আরোহীদের বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু গাড়ির ভেতরের মানুষরা বাইরে কী হচ্ছে দেখতে পাচ্ছে। পেছনের সিটে আবু তাহের বসে আছে। তার গায়ে কম্বল জড়ানো। আবু তাহেরের মুখ দিয়ে এখনো লালা পড়ছে। প্রচণ্ড জ্বর এসেছে। কিছুক্ষণ পরপর শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। আবু তাহেরের দু'পাশে দু'জন। আবু তাহের বাড়ি দেখিয়ে দিচ্ছে, এই দু'জন নোট নিচ্ছে। বাড়ি দেখানোর কাজটা আবু তাহের করছে কিছুই না জেনে। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে তার কোনোই যোগ নেই। তারা কে কোথায় থাকে সে কিছুই জানে না।

স্যার, এই বাড়ি।

এটা তো দোতলা বাড়ি। দোতলা বাড়ির কোন তলা ?

www.MurchOna.com

সেটা বলতে পারছি না স্যার।

ভালো করে দেখে বলো, এই বাড়ি?

জি স্যার।

এখন কোন দিকে যাব?

পুরানা পল্টন।

পুরানা পল্টন?

জি স্যার।

পুরানা পল্টনে যে থাকে তার নাম কী?

নাম জানি না স্যার। রাতে এই বাড়িতে এসে ঘুমায়।

একা ঘুমায় নাকি আরো লোকজন থাকে?

সেটা বলতে পারছি না স্যার।

আবু তাহের ঢাকা নগরের বিভিন্ন এলাকায় পাঁচটি বাড়ি দেখিয়ে দিল। সেই রাতেই পাঁচটি বাড়ি থেকে নয়জনকে মিলিটারি ধরে নিয়ে গেল। তাদের কেউই জীবিত ফিরে এলো না। এই নয়জনের কেউই মুক্তিবাহিনীর বিষয়ে কিছুই জানত না।

এই নয়জন আরো কিছু মানুষের নাম বলল। অদ্ভুত এক চেইন রিঅ্যাকশন। তরুণ যুবকরা ধরা পড়ছে। কেন ধরা পড়ছে তারা জানে না। কোনো একজনের নাম বলে দিলে অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার সম্ভাবনা। তারা নাম বলছে। বাড়িঘর দেখিয়ে দিচ্ছে।

সেই সময় দুষ্কৃতিকারী ধরার জন্যে পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছিল। পুরস্কারের লোভে যদি কেউ এগিয়ে আসে। জেলা প্রশাসকরা যে-কোনো মুক্তিযোদ্ধাকে ধরিয়ে দিতে পারলে এক হাজার টাকা পুরস্কার দিতে পারতেন।*

ক. সাধারণ দুষ্কৃতিকারী বিষয়ে খবর দেয়ার জন্যে ৫০০ টাকা।

খ. ভারতের ট্রেনিংপ্রাপ্ত দুষ্কৃতিকারীর বিষয়ে খবর দেয়ার জন্যে ৭৫০ টাকা।

গ. আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতারের জন্যে ১,০০০ টাকা।

ঘ. দুষ্কৃতিকারী দলের নেতা গ্রেফতারের জন্যে ২,০০০ টাকা।

ঙ. অস্ত্রশস্ত্রসহ দুষ্কৃতি দলের নেতা গ্রেফতারের জন্যে ১০,০০০ টাকা।

---

* সূত্র : *দৈনিক পাকিস্তান*

www.MurchOna.com

জওহরলাল নেহেরুর একমাত্র কন্যা ইন্দিরা গান্ধীকে তাঁর দেশের মানুষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে ডাকে 'ইন্দিরাজী'।

ইন্দিরাজী কোলকাতা বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বক্তৃতা দেবেন। তারিখ ডিসেম্বর তিন। তাঁর আসার কথা ছিল চার তারিখে, তিনি একদিন আগেই চলে এসেছেন। এর কোনো বিশেষ তাৎপর্য কি আছে? আজই কি সেই দিন? সেই মাহেন্দ্রক্ষণ? আজই কি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া হবে? হিন্দুস্থান সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে সরাসরি নেমে পড়বে। স্বাধীন হবে বাংলাদেশ। এক কোটি শরণার্থী যারা অন্য এক দেশে, অচেনা পরিবেশে অবর্ণনীয় দুঃখে জীবনযাপন করছে তারা ফিরে যাবে নিজ বাসভূমে।

বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ড লোকে লোকারণ্য। উদ্‌গ্রীব মানুষের সমুদ্র। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার বিশেষ ভাষণ সবাই শুনতে চায়।

ইন্দিরাজী ভাষণ শুরু করলেন। শান্ত গলায় প্রায় উত্তেজনাহীন বক্তৃতা। তিনি নতুন কিছু বললেন না। শরণার্থীদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বললেন। বিদেশী শক্তিদের আবারো আহ্বান করলেন সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখার জন্যে। বক্তৃতা শেষ হয়ে গেল। তবে বক্তৃতা চলাকালিন সময়ে তিনি একটা ছোট্ট চিরকুট পেলেন। চিরকুট দেখে কয়েক মুহূর্তের জন্যে তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। চোখের দৃষ্টি হলো তীব্র। তাৎক্ষণিকভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে যেন কিছুই হয় নি এমন ভঙ্গিতে বক্তৃতা শেষ করলেন।

চিরকুটে লেখা ছিল— পাকিস্তান বিমানবাহিনী হঠাৎ করে অমৃতসর, পাঠানকোট, শ্রীনগর, অবন্তিপুর, যোধপুর, আম্বালা এবং আগ্রায় বোমা বর্ষণ করেছে। পাঞ্জাব সীমান্তে পাকিস্তান স্থলবাহিনী যুদ্ধ শুরু করেছে। তারা ভারতের ভেতরেও কিছুদূর ঢুকে পড়েছে।

ইন্দিরা গান্ধী দিল্লি ফিরে গেলেন। ডিসেম্বরের চার তারিখ মধ্যরাতে আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্র থেকে তিনি বাংলাদেশের মানুষদের বহু প্রতীক্ষিত বিশেষ ঘোষণাটা দিলেন। এই ঘোষণায় বাংলাদেশের স্বীকৃতি ছিল না, কিন্তু

www.MurchOna.com

বোঝা যাচ্ছিল সেই স্বীকৃতি আসার পথ তৈরি হচ্ছে—

> Today the war in Bangladesh has become a war on india...
>
> Aggression must be met and the people of India will meet it with fortitude and determination and with discipline and atmost unity.

ইন্দিরা গান্ধীর ঘোষণার জবাবে ইয়াহিয়া খান আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ডিসেম্বরের চার তারিখ সকালে। তিনি রেডিও ভাষণে বললেন,

> Our enemy has once again challenged us.... March forward. Give the hardest blow of Allah ho Akbar to the enemy.

ইয়াহিয়া খানের যুদ্ধ ঘোষণার জবাবে ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় বললেন, আমি ভোরবেলায় খবর পেয়েছি পাকিস্তান আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আমরা তৈরি আছি।

কিসিং কনটেম্পরারি আর্কাইভসের সেই সময়ের বিবরণ এইভাবে দেয়া আছে—

> The Indian Army, linking up with the Mukti Bahini entered East Pakistan on Dec. 4 from five main direction, (1) in the Comilla Sector, east of Dacca; (2) In the Sylhet Sector, in the north-east of the province (3) in the Mymensingh Sector, in the North (4) in the Rangpur Dinajpur Sector, in the north west; (5) in the Jessore Sector, south west of Dacca....

শুরু হয়ে গেল অদ্ভুত এক আন্তর্জাতিক দাবা খেলা।

শক্তিমান দেশগুলি মেতে গেল নিজেদের অবস্থান এবং শক্তি পরীক্ষায়।

ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখে মার্কিন সরকারের উদ্যোগে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন বসল। যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব আনলেন মার্কিন প্রতিনিধি জর্জ বুশ।* মার্কিন প্রস্তাবের পক্ষে এগারোটা ভোট পড়ে। গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স ভোটদানে অংশগ্রহণ করে নি। সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন প্রস্তাবের বিপক্ষে সরাসরি ভেটো প্রয়োগ করে প্রস্তাব বাতিল করে দেয়। সোভিয়েত প্রতিনিধি কমরেড মালিকভ বলেন, 'আপনারা কেউ কি পরিস্থিতি বুঝতে পারছেন না? জাতিসংঘের ৮৮টি দেশের কোনোটির জনসংখ্যা এক কোটির বেশ না অথচ পূর্ব পাকিস্তান থেকে এক কোটির বেশি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়েছে।'

**জর্জ বুশ পরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্টের পিতা।*

www.MurchOna.com

রেডিও পিকিং থেকে বলা হলো, চীন পাকিস্তানকে সবরকম সাহায্য দেবে। ভারতীয় বাহিনীকে পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।

চীন যাতে লাদান সীমান্ত দিয়ে সরাসরি ভারতে ঢুকে না পড়তে পারে, সেই ব্যবস্থা নিতে এগিয়ে এলো রাশিয়া। রাশিয়া, চীন-রাশিয়া সীমান্তে দশ লক্ষ সৈন্য মোতায়েন করল।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন সাংবাদিকদের কাছে বললেন, ভারত যা করছে তার নাম সরাসরি যুদ্ধের মাধ্যমে একটি স্বাধীন দেশের অংশ দখল করার অশুভ পাঁয়তারা।

মার্কিন সরকারের সপ্তম নৌবহর তখনো ছিল উত্তর ভিয়েতনামের কাছে। সপ্তম নৌবহরকে বাংলাদেশের দিকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল। সপ্তম নৌবহর রওনা হলো বঙ্গোপসাগরের দিকে। সপ্তম নৌবহরে ছিল পরমাণু শক্তি চালিত বোমারু বিমান বহনকারী বিশাল জাহাজ এন্টারপ্রাইজ, একটি এমফিবিয়াস এসল্ট শিপ, একটি গাইডেড মিজাইল ফ্রিগেট, চারটি গাইডেড মিজাইল ডেসট্রয়ার এবং একটি ল্যান্ডিং ক্রাফট।

এর জবাবে রাশিয়া বিশটি সোভিয়েত রণতরীকে ভারত সাগরে নিয়ে এলো। একটি ক্ষেপণাস্ত্রবাহী রাশিয়ান ফ্রিগ্রেট এবং ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপে সক্ষম পরমাণু চালিত একটি সোভিয়েট ডুবোজাহাজও বঙ্গোপসাগরে উপস্থিত হবার জন্যে রওনা হলো।

হতভম্ব নিয়াজীকে গুল হাসান খান টেলিফোন করে পশতু ভাষায় জানালেন, নার্ভাস হবার কিছু নেই। মনে সাহস রাখ, হলুদ এবং সাদা জাতি উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিক দিয়ে আসছে।

ইয়াহিয়া খানও টেলিফোনে যোগাযোগ করলেন, যে-কোনো মুহূর্তে বিদেশী সাহায্য আসবে। যে-কোনো মূহূর্তে।

সাহায্য কীভাবে আসবে?

কীভাবে সাহায্য আসবে সে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না, তবে বিদেশী সাহায্য আসবে। এই খবরে কোনো ভুল নেই। অতি গোপন খবর এবং আসল খবর। যে-কোনো ভাবেই হোক ঢাকার পতন যেন না হয়। ঢাকা ধরে রাখ। শুধু ঢাকা। সাহায্য আসবে, কঠিন সাহায্য।

গভর্নর হাউসে মিটিং বসেছে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ড. মালিকের মাথায় (ড. আব্দুল মোত্তালেব মালিক) সাদা টুপি। তিনি এইমাত্র নামাজ শেষ করেছেন। তাঁর চোখে-মুখে দিশাহারা ভাব। জেনারেল নিয়াজীকে বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছে।

www.MurchOna.com

মিটিং-এ আরো উপস্থিত আছেন, রাও ফরমান আলি (গভর্নরের সামরিক উপদেষ্টা), জেনারেল জামশেদ। জেনারেল জামশেদকে অসম্ভব চিন্তিত দেখাচ্ছে। তবে রাও ফরমান আলির মুখমণ্ডল ভাবলেশশূন্য। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে, আশেপাশে কী হচ্ছে না হচ্ছে তার সঙ্গে তিনি নিজেকে সম্পৃক্ত করছেন না।

ড. মালিক খাকাড়ি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে মিনমিনে স্বরে বললেন, আমাদের অবস্থাটা কী ?

নিয়াজী বললেন, অবস্থা ভালো। কাপুরুষ হিন্দুবাহিনী ঢাকায় আসার চেষ্টা করছে। তাদের আগমন শিক্ষাসফরের মতো। পদে পদে শিক্ষা পেয়ে তারা এগুচ্ছে।

ড. মালিক বললেন, মূল অবস্থাটা কী জানতে পারি ?

জেনারেল জামশেদ বললেন, মূল অবস্থা আপনার জানার প্রয়োজন নেই। যুদ্ধ কী হচ্ছে কেমন হচ্ছে তা দেখার দায়িত্ব গভর্নরের না। তিনি বেসামরিক বিষয় দেখবেন। জাতীয় পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব এসেছে, আপনি সেই বিষয় নিয়ে ভাবুন।

ড. মালিক আগের চেয়েও ক্ষীণ গলায় বললেন, আমার মাথায় অন্য পরিকল্পনা ছিল।

রাও ফরমান আলি তীব্র গলায় বললেন, কী পরিকল্পনা ?

ড. মালিক থতমত খেয়ে গেলেন। কিছু বলতে পারলেন না। ফরমান আলি বললেন, দাবা খেলা এখন শেষপর্যায়ে চলে এসেছে। এখন আমরা মিডল গেম পার হয়ে এন্ড গেমে এসেছি। এন্ড গেম চট করে শেষ হয় না। চলতেই থাকে। চলতেই থাকে। এই খেলাও চলতে থাকবে। ইন্ডিয়া-পাকিস্তান কেউ জয়ী হবে না। স্টিলমেট অবস্থা হবে। তখন বিদেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যস্থতায় একধরনের সমঝোতা হবে।

ড. মালিক বললেন, এই বিষয়ে কি আপনি নিশ্চিত ?

ফরমান আলি বললেন, অবশ্যই। একজন পূর্ব পাকিস্তানি নুরুল আমিনকে প্রধানমন্ত্রী এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোকে উপপ্রধানমন্ত্রী করে কোয়ালিশন সরকার গঠন করা হয়েছে। আপনি কি এর মধ্যে কোনো ইঙ্গিতে দেখতে পারছেন না ? এই কোয়ালিশন সরকার আলাদা আলোচনার মাধ্যমেই গঠন করা হয়েছে। এমনও হতে পারে যে, ইন্দিরা গান্ধীর পরামর্শেই এই সরকার গঠন করা হয়েছে।'

ড. মালিক বললেন, ইন্ডিয়ান সৈন্যরা যেভাবে এগিয়ে আসছে তাতে মনে হয়, অতি দ্রুত তারা ঢাকায় ঢুকে পড়বে।

জেনারেল নিয়াজী বললেন, ঢাকায় ঢুকতে তাদের খুব কম করে ধরলেও

www.MurchOna.com

পাঁচ বছর লাগবে। ইন্ডিয়ানরা কাপুরুষ। আমাদের গোলাগুলির ভেতর দিয়ে এরা ঢাকায় কিছুতেই ঢুকবে না। ইন্ডিয়ানরা কেন কাপুরুষ সেই গল্প শুনতে চান?

কেউ জবাব দিল না। তাদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তারা এই মুহূর্তে গল্প শোনায় আগ্রহী না। নিয়াজীর উৎসাহে তাতে ভাটা পড়ল না। তিনি গল্প শুরু করলেন— পুরুষদের কাপুরুষতার অংশটা থাকে তাদের নুনুর আগায়। আমরা তা কেটে ফেলে দেই বলে আমরা সাহসী। ওরা তা ফেলে না বলে ওরা কাপুরুষ। হা... হা... হা...।

জেনারেল গলা ফাটিয়ে হাসছেন। সেই হাসি অন্য কারো মুখে সংক্রামিত হচ্ছে না। সাইরেনের শব্দ হচ্ছে। আবারো বিমান আক্রমণ হবে। অতি দ্রুত সবাই স্থান ত্যাগ করলেন। ইন্ডিয়ান বিমানবাহিনী বড় যন্ত্রণা করছে।

গভীর রাত। টাঙ্গাইলে পাকবাহিনীর অধিনায়ক বিগ্রেডিয়ার কাদির খান অবস্থান করছেন এলেঙ্গায়। কয়েকটি দুঃসহ রাত তিনি নির্ঘুম পার করেছেন। এখন আর শরীর টানছে না। মন অবসন্ন। একের পর এক ভয়াবহ দুঃসংবাদ আসছে। নিয়তির কী অপূর্ব রসিকতা! টাঙ্গাইল এলাকার মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের নামও কাদের। কাদের সিদ্দিকী। কাদির খান এখন প্রায়ই দুঃস্বপ্ন দেখেন— তিনি বন্দি হয়েছেন কাদের সিদ্দিকীর হাতে।

কাদের সিদ্দিকী কি তার সঙ্গে সম্মানসূচক আচরণ করবে? তার মনে হয় না। মুক্তিবাহিনীর কাছে তারা অতি ঘৃণ্য প্রাণী। একজন মর্যাদাসম্পন্ন সামরিক বাহিনীর অফিসারের সম্মান এবং মর্যাদার ব্যাপারটা বুঝবেন আরেকজন মর্যাদাসম্পন্ন সামরিক অফিসার। আত্মসমর্পণ যদি করতেই হয়, তাহলে করতে হবে ইন্ডিয়ানদের কাছেই। তিনি কী করবেন? তার কী করা উচিত?

উপর থেকে অস্পষ্ট সব নির্দেশ আসছে। একবার বলা হলো, নিজের অবস্থানে শক্ত হয়ে বসে থাকো। তারপর বলা হলো, পশ্চাদ অপসারণ করে ঢাকায় চলে এসো। ঢাকা রক্ষা করতে হবে। এখন ঢাকা রক্ষা মানেই পূর্ব পাকিস্তান রক্ষা।

তিনি ঢাকায় কীভাবে যাবেন? ঢাকা যাবার কোনো উপায় নেই। প্রতিটি ব্রিজ মুক্তিবাহিনী ভেঙে ফেলেছে। এতে অবশ্যি একটা সুবিধা হয়েছে, ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনীও ঢাকায় যেতে পারছে না। তাদেরকেও পায়ে হেঁটে যেতে হবে।

ব্রিগেডিয়ার কাদির খান ডিনার করতে বসলেন রাত দু'টায়। কয়েকটা শুকনা রুটি, এক বাটি ঠাণ্ডা গরুর মাংস। সেই মাংস সিদ্ধ হয় নি। পাথরের মতো শক্ত। সময় যখন খারাপ হয়, তখন সবদিক থেকেই খারাপ হয়।

www.MurchOna.com

রসুইখানায় রান্না হয় নি। রসদের সমস্যা কিংবা অন্যকিছু হবে। তিনি এই নিয়ে ভাবতে চান না। এখন তাঁর একমাত্র চিন্তা— কীভাবে কোন পথে ঢাকায় পৌঁছানো যায় ? এবং কত দ্রুত পৌঁছানো যায়।

কাদির খান মাংস ছাড়াই রুটি মুখে দিলেন, আর তখন তার কাছে একটা সুসংবাদ এলো। এত বড় সুসংবাদ তিনি তার দীর্ঘজীবনে পান নি। বিদেশী সাহায্য চলে এসেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে চাইনিজ প্যারট্রুপার নামছে। টাঙ্গাইলে নামছে।

ব্রিগেডিয়ার কাদির খান বললেন, আলহামদুলিল্লাহ। শেষপর্যন্ত তাহলে তাদের দেখা পাওয়া গেল ?

সংখ্যায় কত ?

অসংখ্য। শুধু নামছেই।

আমার তরফ থেকে তাদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করো। তাদের পরিকল্পনা কী আমার জানা দরকার। আমার ধারণা তারা ইচ্ছা করে টাঙ্গাইল নেমেছে, যাতে শুরুতেই কাদের সিদ্দিকীকে শায়েস্তা করতে পারে।

হতে পারে স্যার।

হতে পারে না, এটাই সত্য। হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করে চাইনিজ প্যারট্রুপার নামার সুসংবাদ দাও। এবং যে-কোনো ভাবেই হোক তাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগের ব্যবস্থা কর।

কাদির খান অতি তৃপ্তির সঙ্গে ডিনার শেষ করলেন। মদ্যপানের মতো মানসিক অবস্থা তার এই ক'দিন ছিল না। আজ এক বোতল রাম নিজে একা শেষ করলেন।

চাইনিজ প্যারট্রুপারদের অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে যাওয়া কাদির খানের বাহিনীর সবাই মারা পড়ল, কারণ এরা চাইনিজ প্যারট্রুপার ছিল না। এরা ছিল ইন্ডিয়ান প্যারট্রুপার।

ভাগ্যের পরিহাস টাঙ্গাইল পাকবাহিনীর সেক্টর অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার কাদির খান ধরা পড়েন কাদের সিদ্দিকীর হাতেই। তখন তার সঙ্গে ছিলেন দু'জন কর্নেল, তিনজন মেজর এবং একজন লেফটেনেন্ট। তার সব সৈন্য কালিহাতি এলেঙ্গায় ধ্বংস হয়ে গেছে। এই ক'জনই শুধু জীবন নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল।

কাদের সিদ্দিকী ব্রিগেডিয়ার কাদির খানের প্রতি কোনো অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন নি। তিনি বন্দিকে ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেন।

www.MurchOna.com

ডিসেম্বরের ছয় তারিখ। ভারত স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। মুক্তিবাহিনী-ভারতীয় বাহিনী এগিয়ে যাচ্ছে ঢাকার দিকে। ঢাকার বাইরের পাকিস্তানি ঘাঁটিগুলি একে একে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে। বাংলাদেশের আকাশে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একচ্ছত্র আধিপত্য।

শরণার্থী শিবিরের মানুষরা অস্থির হয়ে পড়েছেন দেশে ফেরার জন্যে। দুই পক্ষের ভয়াবহ গোলাগুলির মধ্যেই তারা দেশে ঢুকতে শুরু করেছেন। স্বাধীন হবার আনন্দ তাঁরা নিজ দেশে বসে পেতে চান।

এমনই এক অস্থির সময়ে (সন্ধ্যার ঠিক পর পর) শাহেদকে বারাসতের গ্রামের একটি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। তার হাতে নাইমুলের দেয়া ঠিকানা। সে অনেক কষ্টে এই পর্যন্ত এসেছে। কাগজে লেখা ঠিকানা শেষ পর্যন্ত খুঁজে বের করেছে। এখন আর তার সাহসে কুলাচ্ছে না। বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিয়ে সে যে জানতে চাইবে— এখানে আসমানী নামের কেউ আছে, এই সহজ কাজটা করতে পারছে না। তার মনে হচ্ছে তাকে বলা হবে, না এই নামে তো কেউ থাকে না। কিংবা বলা হবে— হ্যাঁ এই নামে একটি মেয়ে ছিল, তারা এখন নেই। কোথায় আছে তাও বলতে পারছি না।

হঠাৎ শাহেদের মনে হলো, তার তৃষ্ণা পেয়েছে। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। আসমানীর খোঁজ না করে তার এখন উচিত ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি খেতে চাওয়া।

দরজার কড়া নাড়তে হলো না, দরজা খুলে গেল। এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ বিস্মিত ভঙ্গিতে এগিয়ে এলেন। শাহেদকে বললেন, কাকে চান ?

শাহেদ আমতা আমতা করে বলল, পানি খাব, এক গ্লাস পানি খাব।

আসুন ভেতরে এসে বসুন। জল এনে দিচ্ছি।

শাহেদ বিড়বিড় করে বলল, এই বাড়িতে কি আসমানী নামের কেউ থাকে ? আর একটা ছোট্ট মেয়ে। রুনি।

আপনি তাদের কে হন ?

রুনি আমার মেয়ে।

www.MurchOna.com

শাহেদের শরীর কাঁপছে। মনে হচ্ছে এক্ষুনি সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। বৃদ্ধ এগিয়ে এসে শাহেদের হাত ধরলেন। কোমল গলায় বললেন, আপনার স্ত্রী এবং কন্যা আমার এখানেই আছে। তারা ভালো আছে। আসমানী বাড়ির পেছনে পুকুর ঘাটে আছে। মেয়েটা বেশিরভাগ সময় সেখানেই থাকে। আপনি কি আগে তার কাছে যাবেন, না জল খাবেন ?

শাহেদ বিড়বিড় করে বলল, পুকুরঘাট কোন দিকে ?

বৃদ্ধ ঘাট দেখিয়ে দিলেন। শাহেদ এলোমেলো পা ফেলে এগুচ্ছে। সে নিশ্চিত ঘাট পর্যন্ত যেতে পারবে না। তার আগেই মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। এখন সে নিঃশ্বাসও নিতে পারছে না। তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

তারো কিছুক্ষণ পরে রুনি মায়ের খোঁজে পুকুরঘাটে এসে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। মা অচেনা অজানা দাড়ি গোঁফওয়ালা এক লোককে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো চুমু খাচ্ছে। কী ভয়ঙ্কর লজ্জার ব্যাপার!

রুনি তীক্ষ্ণ গলায় বলল, এসব কী হচ্ছে মা ? কী হচ্ছে এসব ?

www.MurchOna.com

ভারতীয় সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল স্যাম মানেক শ'র আহ্বান ভারতীয় বেতারে ক্রমাগত প্রচারিত হচ্ছে—

> আমার সৈন্যরা এখন ঢাকাকে ঘিরে ধরেছে এবং ঢাকার সেনানিবাস কামানের গোলার পাল্লার মধ্যে। আত্মসমর্পণ করুন। নিরাপত্তা ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা হবে।
>
> আমার সৈন্যরা এখন ঢাকাকে ঘিরে ধরেছে এবং ঢাকার সেনানিবাস কামানের গোলার পাল্লার মধ্যে। আত্মসমর্পণ করুন। নিরাপত্তা ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা হবে।
>
> আমার সৈন্যরা এখন ঢাকাকে ঘিরে ধরেছে এবং ঢাকার সেনানিবাস কামানের গোলার পাল্লার মধ্যে। আত্মসমর্পণ করুন। নিরাপত্তা ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা হবে।
>
> আমার সৈন্যরা এখন ঢাকাকে ঘিরে ধরেছে এবং ঢাকার সেনানিবাস কামানের গোলার পাল্লার মধ্যে। আত্মসমর্পণ করুন। নিরাপত্তা ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা হবে।
>
> আমার সৈন্যরা এখন ঢাকাকে ঘিরে ধরেছে এবং ঢাকার সেনানিবাস কামানের গোলার পাল্লার মধ্যে। আত্মসমর্পণ করুন। নিরাপত্তা ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা হবে।

www.MurchOna.com

চৌদ্দই ডিসেম্বর ভোরবেলা মরিয়মের ঘুম ভাঙল একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে। কে যেন দরজার কড়া নাড়ছে। কড়া নাড়ার শব্দে এক ধরনের অস্থিরতা। মরিয়ম বলল, কে ? দরজার ওপাশ থেকে ভারি গম্ভীর গলা শোনা গেল, মরি, দরজা খোল। ঘুমের মধ্যেই মরিয়মের শরীর কাঁপতে লাগল। চলে এসেছে, মানুষটা চলে এসেছে! সে তার কথা রেখেছে। সে বলেছিল দেশ যেদিন স্বাধীন হবে সেদিন আসবে। দেশ তো স্বাধীন হবেই। মনে হয় আজই হবে। মরিয়ম সাবধানে বিছানা থেকে নামল। সবাই গভীর ঘুমে। সে শুধু জেগেছে। ভালো হয়েছে। খুব ভালো হয়েছে। মানুষটার সঙ্গে যখন তার দেখা হবে, তখন আশেপাশে কারোর না থাকাই ভালো। স্বপ্ন হঠাৎ সামান্য পরিবর্তিত হলো। সে ফিরে গেল পুরনো বাড়িতে। শোবার ঘরের দরজা খুলেই সে দেখল তার বাবাকে। দীর্ঘদিন তাঁর কোনো খোঁজ নেই, অথচ স্বপ্নে সে ব্যাপারটা মনে থাকল না।

মোবারক হোসেন মেয়েকে দেখে হাসিমুখে বললেন, নাইমুল এসে কখন থেকে দরজা ধাক্কাচ্ছে, তুই দরজা খুলছিস না কেন ? কী রকম ঘুম ঘুমাস! মেয়েছেলের নিদ্রা হবে পাখির পালকের মতো। যা দরজা খোল। মরিয়ম সিঁড়ির দিকে দৌড় দিল, তখন মোবারক হোসেন আরেকবার ধমক দিলেন, সেজেগুজে যা। শাড়িটা বদলা। এতদিন পরে জামাই এসে যদি দেখে একটা ফকিরনি বসে আছে, তার ভালো লাগবে ? তোর গয়নাগুলি কই ? গয়না পর। ভালো শাড়ি যদি না থাকে বিয়ের শাড়িটা পর।

মরিয়ম শাড়ি বদলাল। স্বপ্নে শাড়ি বদলানোটা অতি দ্রুত হলো। হালকা নীল রঙের শাড়ি চোখের নিমিষে হয়ে গেল বিয়ের শাড়ি। গা ভর্তি হয়ে গেল গয়নায়। দেরি হচ্ছে শুধু কাজল দিতে। ঘরে আলো কম বলে চোখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। দেরি দেখে মোবারক হোসেন মেয়ের বন্ধ দরজায় ধুম ধুম করে কিল দিচ্ছেন। মরিয়মের ঘুম ভাঙল ধুম ধুম শব্দে।

সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে পানি এসে গেল। এতক্ষণ যা ঘটেছে সবই স্বপ্ন ? কেউ আসে নি ? কেউ দরজায় কড়া নেড়ে মরি মরি বলে ডাকে নি ? স্বপ্নের

www.MurchOna.com

বাস্তব অংশ শুধু একটাই— ধুম ধুম শব্দ। তবে এই শব্দ তার শোবার ঘরের দরজায় হচ্ছে না। অনেক দূরে হচ্ছে। এই শব্দ কামানের শব্দ। ঢাকা শহর মুক্তিবাহিনী ঘিরে ফেলেছে। তাদের সঙ্গে আছে ইন্ডিয়ান সৈন্য। তারা কামান দাগছে। নাইমুল কি তাদের সঙ্গে আছে? তারা যখন শহরে ঢুকবে, নাইমুল কি থাকবে তাদের সঙ্গে? অবশ্যই থাকবে। মরিয়ম সাবধানে বিছানা থেকে নামল। তার পাশে সবচেয়ে ছোটবোন মাফরুহা শুয়ে আছে। কী যে সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে! একেকটা দিন যায় আর মাফরুহা আরো সুন্দর হয়। যে ছেলের সঙ্গে মাফরুহার বিয়ে হবে, সেই ছেলে আদর করে তার স্ত্রীকে কি ডাকবে 'মাফ'? মাফরুহা থেকে 'মাফ'। নাইমুল যেমন তাকে ডাকে মরি।

বাবা তাদের নাম ঠিকমতো রাখতে পারেন নি। নামগুলি এমন রেখেছেন যে ছোট করে ডাকা যায় না। মাসুমাকে ছোট করলে হয় মা। কোনো স্বামী স্ত্রীকে আদর করে মা ডাকবে?

মরিয়ম ঘর থেকে বের হয়ে রান্নাঘরে ঢুকল। তার নতুন এক অভ্যাস হয়েছে, ঘুম ভাঙলেই সে রান্নাঘরে যায়। দু'কাপ চা বানিয়ে চট করে আড়ালে কোথাও চলে যায়। এক কাপ চা সে খায়, আরেক কাপ সামনে রেখে দেয়। এই কাপটা সে রাখে নাইমুলের জন্যে। এক ধরনের খেলা। সে ঠিক করল, চায়ের কাপ নিয়ে আজ ছাদে যাবে। আজও নিশ্চয় ইন্ডিয়ান বিমান আসবে। ছোটাছুটি করবে আকাশে। চা খেতে খেতে বিমানের খেলা দেখতে খুব ভালো লাগবে।

চা নিয়ে ছাদে উঠার মুখে কলিমউল্লাহর সঙ্গে দেখা। মরিয়ম অবাক হয়ে কলিমউল্লাহর দিকে তাকিয়ে রইল। গতকাল রাতেও লোকটার গালভর্তি দাড়ি ছিল। আজ মুখ পরিষ্কার। কী যে অদ্ভুত লাগছে দেখতে!

কলিমউল্লাহ গালে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, দাড়িতে উকুন হয়ে গিয়েছিল। বাধ্য হয়ে ফেলে দিয়েছি। চা নিয়ে কোথায় যান, ছাদে? ছাদে যাওয়া ঠিক না, ইন্ডিয়ান বিমান যেখানে সেখানে গুলি করে। সমানে সিভিলিয়ান মেরে শেষ করে দিচ্ছে। পাকিস্তান মিলিটারি যে দিকে আছে, সেদিকে তারা যায় না। সিভিলিয়ান এলাকায় ঘুরাফিরা করে। চা দুই কাপ কেন?

মরিয়ম লজ্জিত গলায় বলল, আমি পরপর দু'কাপ চা খাই।

দেখি আমাকে এক কাপ দেন। খালি পেটে চা খাওয়ার অভ্যাস আমার নাই। খাই এক কাপ।

মরিয়ম খুবই অনিচ্ছায় চায়ের কাপ বাড়িয়ে দিল। কলিমউল্লাহ চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল, আমাদের সামনে যে কী ভয়ঙ্কর দিন— সেটা কেউ বুঝতে পারছে না।

www.MurchOna.com

ভয়ঙ্কর দিন কেন ?

মূল যুদ্ধ এখন শুরু হবে। ঢাকা দখলের যুদ্ধ। পাকিস্তানি মিলিটারি ঢাকা ধরে রাখবে। কিছুতেই ঢাকা ছাড়বে না। তারা তাদের পুরো ফোর্স ঢাকায় নিয়ে এসেছে। এক বছর ঢাকা ধরে রাখার শক্তি তাদের আছে। এই এক বছরে নিগোসিয়েশন হবে। একটা লুজ কনফেডারেশনের মতো হবে। বিদেশী শক্তি সেটাই চায়।

দেশ স্বাধীন হবে না ?

আরে না, স্বাধীন হওয়া এত সোজা ? অতি জটিল জিনিস। কয়েকটা লক্কর পুরনো বিমান নিয়ে ইন্ডিয়ানরা আকাশে উড়ছে। মানেক শ' বলে আরেক লোক দিল্লিতে বসে চিৎকার করছে— সারেন্ডার করো। সারেন্ডার করো। ভাবটা এ রকম যে তার মুখের কথায় পাকিস্তান আর্মি অস্ত্র ফেলে দিয়ে কানে ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে। পাকিস্তান আর্মি কানে ধরা আর্মি না। আপা শুনুন, পৃথিবীর সেরা দু'টা আর্মির একটা হলো গুর্খা রেজিমেন্ট, আরেকটা হলো পাকিস্তান আর্মি। এই জিনিস ইন্ডিয়ানরা খুব ভালো করে জানে। জানে না শুধু আমাদের দেশের গামছা মাথার মুক্তিবাহিনী।

মরিয়ম শুকনা গলায় বলল, ও।

কলিমউল্লাহ বলল, আপা চা-টা শেষ করে সবাইকে ডেকে তুলেন। আমাদের কাজ আছে।

কী কাজ ?

এই বাড়ি ছেড়ে আপনাদের পুরনো বাড়িতে চলে যাব। আমার কাছে মনে হচ্ছে, আপনাদের পুরনো বাড়িটাই সেফ। দুই-তিন মাস চলার মতো চাল-ডাল কিনতে হবে। ঐ বাড়িতে গিয়েই বাংকার খুঁড়তে হবে। সবচেয়ে ভালো হতো ঢাকা ছেড়ে চলে যেতে পারলে। সেটা সম্ভব না।

মরিয়ম বলল, এই বাড়ি ছেড়ে যাবেন কীভাবে ? কারফিউ চলছে।

কার্ফুর মধ্যেই যাব, কোনো সমস্যা নাই। ব্যবস্থা করব। আপনারা জিনিসপত্র গুছায়ে নেন।

যে বিশেষ গাড়িটি ঢাকা শহর থেকে বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন জায়গা থেকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল— সেই গাড়ি দিয়েই কলিমউল্লাহ তার স্ত্রী এবং শাশুড়ির পরিবারকে তাদের পুরনো বাড়িতে পার করল।

বিকাল তিনটায় এই গাড়ি এসে থামল প্রফেসর ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর একতলা বাড়িতে। তিনি তখন খেতে বসেছেন। নিজেই রান্না করেছেন। ভাত-

www.MurchOna.com

ডিমের ভর্তা। অতি সহজ রান্না। ভাতের সঙ্গেই একটা ডিম ছেড়ে দিয়েছিলেন। ডিমের সঙ্গে তিনটা কাঁচা মরিচ। ভাতে-ভাতে ডিম সিদ্ধ হয়েছে। কাঁচামরিচ নরম হয়েছে। তিনি ডিমের খোসা ছড়িয়ে কাঁচামরিচ ডাল-ভর্তা বানিয়ে ফেলেছেন। ভর্তায় লবণ দেয়া হয়েছে। ঝাঁঝালো সরিষার তেল দেয়া হয়েছে আধা চামচ। যে জিনিস তৈরি হয়েছে, সেটা এক কথায় অমৃত। এখনো মুখে দেন নি কিন্তু গন্ধ থেকে বোঝা যাচ্ছে। তিনি যখন খেতে বসবেন, তখন দরজার কড়া নড়ল। তিনি দরজা খুলতেই কলিমউল্লাহ্ এসে তাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করল।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী হাসিমুখে বললেন, কেমন আছ বাবা ? তিনি ধরেই নিলেন সামনে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকটি তার ছাত্র। তাঁর বেশির ভাগ ছাত্রই অসময়ে আসে।

কলিমউল্লাহ্ বলল, স্যার, ভালো আছি। আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন স্যার ?

ধীরেন্দ্রনাথ রায় তাকে চিনতে পারেন নি (চিনতে পারার কথা না। কলিমউল্লাহকে তিনি আগে কখনো দেখেন নি।) তারপরও হাসিমুখে বললেন, চিনতে পারব না কেন ? চিনেছি।

মিথ্যা বলার কারণ হলো তিনি অতীত অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, যতবার কোনো ছাত্রকে দেখে তিনি না চেনার কথা বলেছেন, ততবারই তারা ভয়ঙ্কর মনে কষ্ট পেয়েছে। এক ছাত্র তো কেঁদেই ফেলেছিল।

বাবা, তোমার নামটা যেন কী ?

কলিমউল্লাহ্।

হ্যাঁ, তাই তো। কলিমউল্লাহ্, কলিমউল্লাহ্। এখন পরিষ্কার মনে পড়েছে। তুমি কি খাওয়া-দাওয়া করেছ ?

জি না স্যার।

এসো আমার সঙ্গে চারটা ভাত খাও। আয়োজন খুব সামান্য। ভাত ডিম ভর্তা। ঘরে আরো ডিম আছে। তোমাকে ডিম ভেজে দেব। ঘরে এক কৌটা খুব ভালো গাওয়া ঘি ছিল। কৌটাটা খুঁজে পাচ্ছি না।

কলিমউল্লাহ্ বলল, স্যার, এখন খেতে পারব না। আপনার কাছে আমি একটা অতি জরুরি কাজে এসেছি।

জরুরি কাজটা কী ?

মিলিটারির এক কর্নেল সাহেব আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বিস্মিত হয়ে বললেন, আমার সঙ্গে মিলিটারির কী কথা ?

www.MurchOna.com

আমি জানি না। তবে স্যার, আপনার ভয়ের কিছু নাই। আমি সঙ্গে আছি।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় বললেন, তুমি আমার কোন ব্যাচের ছাত্র বলো তো ?

কথা বলে সময় নষ্ট করতে পারব না স্যার। মিটিংটা শেষ করে আসি, তারপর আপনার সঙ্গে গল্প করব।

দুইটা মিনিট অপেক্ষা করো, ভাত খেয়ে নেই। খুবই ক্ষুধার্ত। সকালে নাশতা করি নাই।

ভাত খাবার জন্যে অপেক্ষা করার সময় নাই স্যার।

তাহলে দাঁড়াও পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে আসি। আমার সঙ্গে কী কথা বুঝলাম না। সে আমার ছাত্র না তো ? করাচি ইউনিভার্সিটিতে আমি দুই বছর মাস্টারি করেছি। প্রফেসর সালাম সাহেব সেখানে আমার কলিগ ছিলেন।

কলিমউল্লাহ বলল, আপনার ছাত্র হবার সম্ভাবনা আছে। কর্নেল সাহেব যেভাবে বললেন, স্যারকে একটু নিয়ে আসো— তাতে মনে হচ্ছে উনি আপনার ছাত্র।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় গাড়িতে উঠে দেখলেন, গাড়ি ভর্তি মানুষ। তারা সবাই চিন্তায় অস্থির। ধীরেন্দ্রনাথ রায় তাদের দিকে তাকিয়ে আন্তরিক ভঙ্গিতে হাসলেন। ভুলে তিনি চশমা ফেলে এসেছেন বলে কাউকে চিনতে পারলেন না। চোখে চশমা থাকলে এদের অনেককেই চিনতেন। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা গাড়িতে বসেছিলেন। তাদের নিয়ে যাওয়া হবে বধ্যভূমিতে।

কলিমউল্লাহ জোহর সাহেবের ঘরে হাতলবিহীন একটা কাঠের চেয়ারে বসে আছে। সময় সন্ধ্যা। ঘরে বাতি জ্বলছে। প্রথমবারের মতো জোহর সাহেবের ঘরের দু'টা জানালা খোলা। জোহর সাহেব আগের মতোই গায়ে চাদর জড়িয়ে টেবিলের সঙ্গে লাগোয়া চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর সামনে একটা খোলা বই। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি গভীর মনোযোগে বই পড়ছেন। ঘরে একশ' পাওয়ারের একটা বাল্ব জ্বলছে। তারপরেও জোহর সাহেব টেবিলে তাঁর বইয়ের সামনে দু'টা মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখেছেন। খোলা জানালা দিয়ে মাঝে-মাঝে হাওয়া আসছে, তাতে মোমবাতির শিখা কাঁপছে এবং পতপত শব্দ হচ্ছে। তখনই শুধু জোহর সাহেব বই থেকে মুখ তুলে মোমবাতির দিকে তাকাচ্ছেন।

কলিমউল্লাহ দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে গলা খাকাড়ি দিল। জোহর সাহেব বই থেকে মুখ না তুলেই বললেন, কেমন আছ কলিমউল্লাহ ?

কলিমউল্লাহ বলল, ভালো আছি স্যার। আপনার শরীর কেমন ?

www.MurchOna.com

এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জোহর সাহেব বললেন, কলিমউল্লাহ, তুমি তো কবি মানুষ। বলো দেখি আত্মা কী ?

কলিমউল্লাহ বলল, জানি না স্যার।

জোহর সাহেব বললেন, কোরআন শরীফে আত্মাকে বলা হয়েছে order of god. ভালো কথা, তুমি আল্লাহ বিশ্বাস করো ?

কলিমউল্লাহ বিস্মিত হয়ে বলল, এটা কী বলেন স্যার ? আল্লাহ বিশ্বাস করব না কেন ? পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সবসময় ঠিকমতো পড়া হয় না, কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই বিশ্বাস করি। রোজা ত্রিশটা রাখি।

জোহর সাহেব বই থেকে মুখ তুলে কলিমউল্লাহর দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, তুমি গত কয়েকদিনে যে ভয়ঙ্কর অন্যায়গুলি করেছ, একজন আল্লাহবিশ্বাসী মানুষ কি তা করতে পারে ?

প্রশ্ন শুনে কলিমউল্লাহ হতভম্ব হয়ে গেল। মনে মনে বলল, তুই এখন এইগুলা কী বলিস ? আমি যা করেছি তোদের কথামতো করেছি। হাতে যাদের লিস্টি ধরিয়ে দিয়েছিস, খুঁজে খুঁজে তাদের এনে দিয়েছি। পরে তাদেরকে নিয়ে তোরা কী করেছিস সেটা তোদের ব্যাপার। পাপ যদি কারো হয় তোদের হবে।

জোহর সাহেব বললেন, আত্মা সম্পর্কে এই বইটিতে কী বলা হয়েছে শোন—

> 'The experience of every soul becomes the experience of the divine mind; therefore, the devine mind has the knowledge of all beings.'

কলিমউল্লাহ বলল, বইটা কার লেখা স্যার ?

একজন সুফির লেখা। সুফির নাম হযরত এনায়েত খান।

কলিমউল্লাহ তার মুখ হাসিহাসি করে রাখল, তবে মনে মনে বলল, শালা বিহারি! এখন সুফি সাধনা করছ। মোমবাতি জ্বালায়ে সাধনা।

জোহর সাহেব বই বন্ধ করতে করতে বললেন, আল্লাহ খোদা, বেহেশত-দোযখ এইসব বিষয়ে আমার বিশ্বাস কিছু কম। তারপরেও মাঝে-মাঝে মনে হয়— থাকতেও পারে। যদি থাকে আমি সরাসরি দোযখে যাব।

কলিমউল্লাহ বলল, এটা স্যার আপনি বলতে পারেন না। কে দোযখে যাবে কে বেহেশতে যাবে— এটা আল্লাহপাক নির্ধারণ করবেন।

জোহর সাহেব দৃঢ় গলায় বললেন, দোযখে যে আমি যাব এই বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই। আমার কোনো আপত্তিও নাই। আপত্তি এক জায়গায়— দোযখে তোমার মতো লোকজন আমার সঙ্গে থাকবে, এটাতেই আমার আপত্তি।

www.MurchOna.com

কলিমউল্লাহ্ কী বলবে ভেবে পেল না। সে এসেছিল জোহর সাহেবের কাছ থেকে ভেতরের কিছু খবরাখবর বের করতে। তার এখানে আসা ঠিক হয় নি।

কলিমউল্লাহ!

জি স্যার।

তোমার জন্যে বড় একটা দুঃসংবাদ আছে।

কলিমউল্লাহর বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। কী বলে এই লোক! বড় দুঃসংবাদ মানে কী ?

জোহর সাহেব চাদরের নিচ থেকে সিগারেট বের করে মোমবাতির আলোয় সিগারেট ধরালেন। তখন বোঝা গেল তিনি মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখেছেন সিগারেট ধরানোর সুবিধার জন্যে।

কলিমউল্লাহ!

জি স্যার।

দুঃসংবাদটা হচ্ছে— তোমাদের দেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে। ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনী এখনো শহরে ঢুকে নাই। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা ঢুকে পড়েছে।

বলেন কী স্যার!

জোহর সাহেব সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, আমি যতদূর জানি জেনারেল ইয়াহিয়া খান জেনারেল নিয়াজীকে সম্মানজনক শর্তে আত্মসমর্পণ করতে বলেছেন। ঘটনাটা ঘটতে যাচ্ছে। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে তোমাকে অগ্রিম অভিবাদন। আমার অবস্থা দেখ— আমি একজন বিহারি, দেশ নেই এমন এক জাতি।

স্যার, আমি যাই।

যাও। দাড়ি কখন কামিয়েছ ? আজ ?

জি স্যার। উকুন হয়েছিল।

দাড়ি কেটে ভালো করেছ। বুদ্ধিমানের কাজ করেছ।

কথা শেষ করে তিনি বই পড়ায় মন দিলেন।

মরিয়ম বিকাল থেকেই ছাদে। আগে ছাদে যেতে ভয় ভয় লাগতো। আজ ভোর থেকে ভয় লাগছে না। সব বাড়ির ছাদেই মানুষ। তারা তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। ইন্ডিয়ান প্লেন বারবার আসছে। নিচু হয়ে উড়ছে। শাঁ করে চলে গেল, আবার ফিরে এলো। কী সুন্দর দৃশ্য! কোনো কোনো বাড়ির ছাদ থেকে চিৎকারও শোনা যাচ্ছে। 'জয় বাংলা' বলে চিৎকার। ঢাকার মানুষদের এখন এত সাহস

www.MurchOna.com

হয়েছে ? 'জয় বাংলা' বলছে! বিশ্বাস হতে চায় না। মনে হয় কোথাও কোনো ভুল হচ্ছে।

সাফিয়া পুত্রকে কোলে নিয়ে ছাদে এলেন। মরিয়মকে দেখে বললেন, বাবুকে একটু কোলে নে। মনে হয় জ্বর আসছে।

মরিয়ম ভাইকে কোলে নিতে নিতে বলল, মা কিছুক্ষণ ছাদে থাকো।

সাফিয়া বললেন, ইফতারের সময় হয়ে গেছে, ইফতার করব।

তুমি রোজা ?

হুঁ।

কিসের রোজা মা ?

দেশ স্বাধীন হবার রোজা।

আমাকে বললে না কেন ? আমিও রোজা রাখতাম। মা, দেশ কি সত্যি সত্যি স্বাধীন হচ্ছে ?

এইসব তো আমি বুঝি না।

তোমার মন কী বলছে মা ?

সাফিয়া জবাব না দিয়ে নিচে নেমে যেতে গিয়েও ফিরে এসে বললেন, দে বাবুকে দে, নিয়ে যাই।

মরিয়ম বলল, নিয়ে যাবে কেন ? থাকুক আমার কোলে। তুই সুন্দর শাড়ি পরে আছিস, শাড়িটা নষ্ট হবে।

নষ্ট হবে না, থাকুক। মা, আমাকে কি দেখতে সুন্দর লাগছে ?

খুব সুন্দর লাগছেরে মা। খুব সুন্দর।

আচ্ছা মা, বিয়ের শাড়ি না-কি বিবাহ বার্ষিকী ছাড়া অন্য কোনো সময় পরা অলক্ষণ ?

কে বলেছে ?

কে বলেছে আমার মনে নেই। অলক্ষণ হলে এই শাড়ি বদলে অন্য শাড়ি পরব।

সাফিয়া কিছু বললেন না। বিয়ের শাড়ি অন্য সময় পরা অলক্ষণ কি না তিনি জানেন না। যদি অলক্ষণ হয়, তাহলে না পরাই ভালো। কিন্তু মেয়েটা এত আগ্রহ করে শাড়িটা পরেছে। সেই শাড়ি বদলাতে তিনি কী করে বলেন!

ভাইকে কোলে নিয়ে মরিয়ম ছাদের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় যাচ্ছে। গুজগুজ করে গল্প করছে। তার ভাই যে চোখে দেখে না, এই বিষয়ে এখন সবাই নিশ্চিত। এখন সন্দেহ হচ্ছে সে কানেও শোনে না। তার সঙ্গে যত গল্পই করা

www.MurchOna.com

হোক সে শোনে না। নিজের মনে তা তা করে এক ধরনের শব্দ করে। শুধু পেটে খোঁচা দিলে শব্দ করে হাসে। সেই হাসির শব্দ সুন্দর।

মরিয়ম একটু পর পর ভাইয়ের পেটে খোঁচা দিয়ে ভাইকে হাসাচ্ছে। আর বলছে— এই গুটকু এই। তার ভাইকে ইয়াহিয়া নামে এখন কেউ ডাকে না। একেকজন একেক নামে ডাকে। সে ডাকে গুটকু।

এই গুটকু, দেশ স্বাধীন হচ্ছে বুঝতে পারছিস। হুঁ হুঁ স্বাধীন হচ্ছে। স্বাধীন কী বুঝিস ? স্বাধীন হলো জয় বাংলা। সব মিলিটারি চলে যাবে। উঁহুঁ চলেও যাবে না। এদেরকে আমরা কচুকাটা করব। ঘ্যাচ ঘ্যাচ ঘ্যাচ ঘ্যাচ।

গুটকু হাসছে। মনের আনন্দে হাসছে। কারণ ঘ্যাচ ঘ্যাচ করার সময় মরিয়ম ভাইয়ের পেটে করাত চালানোর মতো ভঙ্গি করছে।

আমি যে বিয়ের শাড়ি পরেছি বুঝতে পারছিস ? বল দেখি কেন পরেছি ? বলতে পারলে বুঝতে পারব তোর বুদ্ধি আছে। দেশ স্বাধীন হলে আমাদের বাসায় একজন লোক আসবে। তার জন্যে শাড়ি পরেছি। বল দেখি লোকটা কে ? সে আমার কে হয় ? হাসি বন্ধ হাসি বন্ধ। প্রশ্নের জবাব দে।

মরিয়ম ছাদের কার্নিশে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। এখান থেকে অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়। এখন কারফিউ চলছে; অথচ রাস্তায় লোকজন। মিলিটারির কোনো গাড়ি দেখা যাচ্ছে না। দেশ কি স্বাধীন হয়ে গেছে ?

কলিমউল্লাহ্ তার ঘরে। শরীর ম্যাজম্যাজ করছে বলে সে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। মাসুমা কয়েকবার এসে গায়ে হাত দিয়ে দেখে গেছে জ্বর কি-না। মানুষটার কিছু হলে তার এমন অস্থির লাগে। সবচেয়ে অস্থির লাগে মানুষটা যদি কথা না বলে চুপ করে থাকে। গতকাল থেকে লোকটা কেমন চুপ মেরে গেছে।

মাসুমা বলল, তোমার শরীর কি বেশি খারাপ লাগছে ? এই! এই!

কলিমউল্লাহ্ বলল, গা ম্যাজম্যাজ করছে। তেমন কিছু না।

গা টিপে দেব ?

দরকার নেই।

মাথায় হাত বুলিয়ে দেই ?

উঁহুঁ। তুমি এক কাজ করো, অন্য ঘরে যাও। আমি কিছুক্ষণ একা একা চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকি।

মাসুমা করুণ গলায় বলল, আমি থাকি তোমার সঙ্গে। কথা বলব না। গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দেব, তোমার ভালো লাগবে।

www.MurchOna.com

কোনো দরকার নেই। তুমি বরং একটা পেন্সিল দাও আর কবিতার খাতাটা দাও।

মাসুমা এতক্ষণে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মানুষটা যখন বলল, কিছুক্ষণ একা একা চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকি— তখন তার খুবই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তার মনে হচ্ছিল মানুষটা তার সঙ্গ পছন্দ করছে না। এখন দেখা যাচ্ছে ঘটনা সে রকম না। মানুষটা মনে মনে কবিতা নিয়ে ভাবছিল বলেই এরকম বলেছে। এইসব ছোটখাটো কারণে কবি টাইপ মানুষদের স্ত্রীরা ভুল বুঝে।

মাসুমা কবিতার খাতা এবং দু'টা পেন্সিল নিয়ে বিছানায় উঠে এলো। লোকটা রাগ করুক বা যাই করুক, সে চাদরের নিচে লোকটাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকবে। লোকটার পিঠে নাক ঘষবে। লোকটার পিঠে নাক ঘষতে মাসুমার অসম্ভব ভালো লাগে। কেন লাগে কে জানে!

কলিমউল্লাহ কবিতার খাতা এবং পেন্সিল নিয়ে আধশোয়া হয়ে বসেছে। মাসুমা স্বামীর সঙ্গে লেপ্টে শুয়ে আছে। কলিমউল্লাহ কিছু বলছে না। মাসুমা আদুরে গলায় বলল, কবিতাটার নাম কী ?

কলিমউল্লাহ বলল, চুপচাপ শুয়ে থাকো। কথা বলবে না।

মাসুমা বলল, সরি! আর কথা বলব না।

কলিমউল্লাহ স্বাধীনতা নিয়ে একটা দীর্ঘ কবিতা লেখার চেষ্টা করছে। প্রথম লাইনটা মাথায় চলে এসেছে। দ্বিতীয় লাইন এখনো আসে নি। এইসব ক্ষেত্রে প্রথম লাইন অনেকক্ষণ মাথায় খেলাতে হয়। তখন দ্বিতীয় লাইন আপনাআপনি আসে।

'এসেছে রঙিন, জল পড়ে পাতা নড়ে দিন।'

এই হচ্ছে প্রথম লাইন। এখানে রঙিন মানে স্বাধীনতা। জল পড়ে পাতা নড়ে হলো শাশ্বত বাংলা।

'এসেছে রঙিন, জল পড়ে পাতা নড়ে দিন।'

অনেকক্ষণ কথা বলতে না পেরে মাসুমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। দমবন্ধ ভাবটা কাটাবার জন্যে সে বলল, কবিতাটা কী নিয়ে লিখছ ?

কলিমউল্লাহ রাগ করল না, সহজ গলায় বলল, স্বাধীনতা নিয়ে। কলিমউল্লাহর গলার শান্ত স্বরে সাহস পেয়ে মাসুমা বলল, তুমি আমাকে নিয়ে অনেকদিন কবিতা লিখছ না। স্বাধীনতার কবিতা পরে লেখ, আগে আমাকে নিয়ে একটা কবিতা লিখ।

www.MurchOna.com

কলিমউল্লাহ জবাব দিল না। দ্বিতীয় লাইন তার মাথায় এসে গেছে। পুরোটা না, অর্ধেকটা।

'বাতাসে বারুদগন্ধ ...'

এই, আমাকে নিয়ে কবিতাটা কবে লিখবে ?

আহা একটু চুপ করো না!

আগে বলো আমাকে নিয়ে কবিতাটা কবে লিখবে, তারপর চুপ করব। স্বাধীনতা এখনো আসে নি, তাকে নিয়ে কবিতা লিখতে বসেছ। আমি তো এসেছি। আমি এতক্ষণ তোমার পাশে শুয়ে আছি, তুমি একবার আমার দিকে তাকাও নি। স্বাধীনতা চোখে দেখা যায় না। আমাকে চোখে দেখা যায়।

কলিমউল্লাহ স্ত্রীর দিকে তাকাল। মাসুমার গায়ে গাঢ় সবুজ রঙের শাড়ি। মাসুমাকে সুন্দর লাগছে। গাঢ় রঙ ফর্সা মেয়েদের খুব মানায়।

মাসুমা বলল, তুমি আগে বলেছিলে দেশ স্বাধীন হবে না। এখন তো হচ্ছে। হচ্ছে না ?

কলিমউল্লাহ জবাব দিল না। মাসুমা প্রায় ফিসফিস করে বলল, তুমি রাগ না করলে আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।

জিজ্ঞেস করো।

না আগে বলো, রাগ করবে না। আমার গায়ে হাত দিয়ে বলো রাগ করবে না।

কলিমউল্লাহ স্ত্রীর গায়ে হাত দিয়ে বলল, রাগ করব না।

তুমি তো পাকিস্তানিদের পক্ষে অনেক কাজটাজ করেছ। এখন তুমি বিপদে পড়বে না ?

না। আমি হচ্ছি গিরগিটি।

তার মানে কী ?

গিরগিটি গায়ের রঙ বদলাতে পারে। আমিও পারি। মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে, গিরগিটি হতে হয়। তাহলে একটা গল্প শোন। ডারউইন সাহেবের গল্প। সারভাইবেল নিয়ে story.

মাসুমা মুগ্ধ চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে আছে। গল্প তার মাথায় ঢুকছে না। মানুষটার বক্তৃতার ভঙ্গিটা দেখতে ভালো লাগছে। মাসুমা মনে মনে জপ করতে লাগল 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।' সে ঠিক করেছে মানুষটা যতক্ষণ বক্তৃতা দেবে ততক্ষণ সে মনে মনে বলবে 'আমি

www.MurchOna.com

তোমাকে ভালোবাসি'। শুধু যে মনে মনে বলবে তা না। কতবার বলা হলো তার হিসাবও রাখবে।

কলিমউল্লাহ্ বক্তৃতা শেষ করে বলেন, আঙুলে কী গুনছিলে ?

মাসুমা লজ্জিত গলায় বলল, কিছু না।

আমার যুক্তি তোমার পছন্দ হয়েছে ? যে সমাজের জন্যে যে ফিট সে টিকে থাকবে। যে আনফিট সে ঝরে যাবে। বলো পছন্দ হয়েছে না ?

তুমি যা বলো তাই আমার পছন্দ হয়।

তাহলে এখন একটা কাজ করো তো— কাঁচি নিয়ে এসো।

কাঁচি দিয়ে কী করবে ?

তোমার সবুজ শাড়িটা কেটে বাংলাদেশের পতাকা বানাব। দেশ যেদিন স্বাধীন হবে সেদিনই পতাকা উড়াব। লাল রঙের কাপড় আছে ? তোমার লাল শাড়ি আছে না ?

আছে।

স্বামী-স্ত্রী দরজা বন্ধ করে বাংলাদেশের পতাকা বানাচ্ছে। মাসুমা খুবই মজা পাচ্ছে।

www.MurchOna.com

১৬ ডিসেম্বর সকাল ন'টায় জেনারেল নিয়াজী একটা চিরকুট পেলেন। চিরকুটটি নিয়ে এসেছে ভারতীয় মেজর জেনারেল নাগরার এডিসি। দুই লাইনের চিরকুট পড়তে তার তিন মিনিটের মতো লাগল। তিনি কিছুক্ষণ বিড়বিড় করলেন। বাঁ হাতে কপালের ঘাম মুছলেন। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি বললেন, কী লেখা ? নিয়াজী তার হাতে চিরকুট দিলেন। রাও ফরমান আলি চিরকুটটি পড়লেন এবং বাড়িয়ে দিলেন মেজর জেনারেল জামশেদের দিকে।

চিরকুটে লেখা— "প্রিয় আবদুল্লাহ, আমি এখন মিরপুর সেতুর কাছে। পরামর্শ হচ্ছে, আপনি আমার কাছে আত্মসমর্পণ করুন। আপনার প্রতিনিধি পাঠান।"

মেজর জেনারেল নাগরার সঙ্গে নিয়াজী পরিচিত। নাগরা ইসলামাবাদে অনেকদিন ছিলেন। ভারতীয় দূতাবাসে তিনি ছিলেন মিলিটারি এটাচি। সেখানেই পরিচয়, সেখানেই সখ্য।

মেজর জেনারেল ফরমান আলি নিয়াজীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আত্মসমর্পণের আলোচনা কি আমরা নাগরার সঙ্গে করব ?

নিয়াজী হ্যাঁ না কিছুই বললেন না।

ফরমান আলি বললেন, আপনার কি কোনো রিজার্ভ বাহিনী আছে ?

নিয়াজী এই প্রশ্নেরও জবাব দিলেন না। মনে হচ্ছে তিনি সাময়িক বধিরতায় আক্রান্ত। চিরকুটটি সব হাত ঘুরে এখন তার হাতে এসেছে। তার দৃষ্টি চিরকুটের লেখা 'আবদুল্লাহ' নামটার দিকে।

রিয়ার এডমিরাল শরীফ নিয়াজীর দিকে তাকিয়ে পাঞ্জাবিতে উঁচু গলায় বললেন, কুছ পাল্লে হ্যায় ? এর অর্থ— 'থলেতে কিছু আছে ?' নিয়াজী তাকালেন জেনারেল জামশেদের দিকে। ঢাকা রক্ষার দায়িত্ব জেনারেল জামশেদের। তিনি না-সূচক মাথা নাড়লেন। থলে শূন্য। থলেতে বিড়াল নেই।

রিয়ার এডমিরাল শরীফ বললেন, এই যদি হয় অবস্থা তাহলে নাগরা যা বললেন তাই করাই বাঞ্ছনীয়।

www.MurchOna.com

রাও ফরমান আলী হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। কিছু সময়ের জন্যে দলটির ভেতর কবরের নৈঃশব্দ নেমে এলো। নীরবতা ভঙ্গ করলেন রাও ফরমান আলী। তিনি নিয়াজীর দিকে তাকিয়ে বললেন, এখন কিছু নোংরা পাঞ্জাবি রসিকতা শোনা যেতে পারে।

নিয়াজী চুপ করে রইলেন। এই প্রথম তিনি কোনো রসিকতা করলেন না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বীরত্বের জন্যে মিলিটারি ক্রস পাওয়া সৈনিক পাংশু মুখে উঠে দাঁড়ালেন। রাও ফরমান আলী তাকালেন তাঁর দিকে। জেনারেল জামশেদ বললেন, আমি মিরপুর ব্রিজের দিকে যাচ্ছি।

এডমিরাল শরীফ বললেন, কেন ?

জেনারেল জামশেদ তিক্ত গলায় বললেন, আত্মসমর্পণ করব। এবং জেনারেল নাগরাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসব।

ও আচ্ছা।

আমার কাছে কোনো দ্বিতীয় বিকল্প নেই। আপনাদের কাছে কি আছে ?

কেউ জবাব দিল না।

ষোলই ডিসেম্বর ভোরবেলা (সাড়ে দশটা) কারফিউ দেয়া শহরে দুটি গাড়ি যাচ্ছে। সেদিন নগরী ঘন কুয়াশায় ঢাকা। রাস্তা জনশূন্য। গাড়ি দুটি যাচ্ছে পাকিস্তান ইস্টার্ন কমান্ডের হেড কোয়ার্টারের দিকে। প্রথমটা জিপ। সেখানে বসে আছেন মেজর জেনারেল জামশেদ। দ্বিতীয়টা পতাকা উড়ানো স্টাফ কার। এখানে আছেন ভারতীয় মেজর জেনারেল নাগরা, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী। লম্বা চুল দাড়িতে কাদের সিদ্দিকীকে দেখাচ্ছে চে গুয়েভারার মতো।

নিয়াজী প্রতীক্ষা করছিলেন। জেনারেল নাগরা ঘরে ঢোকার মাধ্যমে সেই প্রতীক্ষার অবসান হলো। নিয়াজী নাগরাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর কাধে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বিড়বিড় করে কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, আমার আজকের এই অপমানের জন্যে দায়ী রাওয়ালপিন্ডির বাস্টার্ডরা।

নিয়াজীর ফোঁপানো একটু থামতেই জেনারেল নাগরা তাঁর পাশে দাঁড়ানো মানুষটির সঙ্গে নিয়াজীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। শান্ত গলায় হাসি হাসি মুখে বললেন, এই হচ্ছে সেই টাইগার সিদ্দিকী।

জেনারেল নিয়াজী, জেনারেল জামশেদ অবাক হয়ে দীর্ঘসময় তাকিয়ে থাকলেন কাদের সিদ্দিকীর দিকে। তাঁদের স্তম্ভিতভাব কাটতে সময় লাগল। এক সময় নিয়াজী করমর্দনের জন্যে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন কাদের সিদ্দিকীর দিকে।

www.MurchOna.com

কাদের সিদ্দিকী হাত বাড়ালেন না। তিনি সবাইকে অবাক করে দিয়ে ইংরেজিতে বললেন, নারী এবং শিশু হত্যাকারীদের সঙ্গে আমি করমর্দন করি না।

টাইগার নিয়াজী অপেক্ষা করছেন ভারতীয় প্রতিনিধির জন্যে। কার কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করবেন ? আত্মসমর্পণের শর্ত কী ? ঘটনাটা ঘটবে কোথায় ? তিনি খবর পেয়েছেন আত্মসমর্পণের ব্যাপারটির দেখার জন্যে লেফটেনেন্ট জেনারেল জেকব হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় আসছেন। নিয়াজী বুঝতে পারছেন না তার কি উচিত ঢাকা এয়ারপোর্টে নিজে উপস্থিত হয়ে জেকবকে অভ্যর্থনা জানানো ? না-কি অন্য কাউকে পাঠাবেন ? কাকে পাঠানো যায় ?

লেফটেনেন্ট জেনারেল অরোরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে আত্মসমর্পণের দলিলে দস্তখত করবেন বলে শোনা যাচ্ছে। জেনারেল অরোরা সস্ত্রীক আসছেন। এমন অদ্ভুত ঘটনা দেখার লোভ তাঁর স্ত্রী সামলাতে পারছেন না। অরোরা কখন আসবেন ? তাদের জন্যে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা কি তার করা উচিত না ? মেনু কী হবে ? অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে টাইগার নিয়াজী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

ঢাকা রেসকোর্সে জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণের দলিলে দস্তখত করলেন। তিনি তার কোমরের বেল্টে ঝুলানো পিস্তল তুলে দিলেন লেফটেনেন্ট জেনারেল অরোরার হাতে। ঘড়িতে তখন সময় বিকাল চারটা উনিশ মিনিট।

আমি (এই গ্রন্থের লেখক) তখন ঢাকায়। ঝিকাতলার একটি বাড়িতে লুকিয়ে আছি। আমার ছোট ভাই মুহম্মদ জাফর ইকবালও ঢাকায়। সে কোথায় আছে, বেঁচে আছে না মারা গিয়েছে, কিছুই জানি না। আমার সঙ্গে ঝিকাতলার সেই একতলা টিনের ছাদের বাড়িতে আছে আমার অতি প্রিয় বন্ধু আনিস সাবেত। তিনি বয়সে আমার চেয়ে দুই বছরের বড়। আমার দেখা এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের একজন। ষোলই ডিসেম্বরে আমরা দুজন কী করলাম একটু বলি। হঠাৎ মনে হলো আমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। পৃথিবী উলট-পালট হয়ে গেছে। সারাক্ষণ কানে ঝিঁঝি পোকার মতো শব্দ হচ্ছে। আনিস সাবেত বাড়ির সামনের মাঠে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন। তিনি শব্দ করে কাঁদছেন। গড়াগড়ি করছেন।

www.MurchOna.com

আমি তাঁকে টেনে তুললাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, চল রাস্তায় চল। একটু আগেই তিনি কাঁদছিলেন। এখন আবার হাসছেন। আমরা রাস্তায় নেমে পড়লাম এবং ফাঁকা রাস্তায় কোনোরকম কারণ ছাড়া দৌড়াতে শুরু করলাম। আনিস ভাই এক হাতে শক্ত করে আমাকে ধরে আছেন, আমরা দৌড়াচ্ছি।

ঢাকা শহরের সব মানুষ ঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়েছে। যার যা ইচ্ছা করছে। চিৎকার, হৈচৈ, লাফালাফি। মাঝে-মধ্যেই আকাশ কাঁপিয়ে সমবেত গর্জন— 'জয় বাংলা'। প্রতিটি বাড়িতে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড়ছে। এই পতাকা সবাই এতদিন কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল কে জানে?

ঝিকাতলার মোড়ে আমাদের দু'জনকে লোকজন আটকাল। তারা শঙ্কিত গলায় বলল, রাস্তা পার হবেন না। খবরদার! কিছু আটকা পড়া বিহারি দোতলার জানালা থেকে এইদিকে গুলি করছে। আমরা গুলির শব্দ শুনলাম। আনিস ভাই বললেন, দুত্তেরী গুলি। হুমায়ূন চল তো। আমরা গুলির ভেতর দিয়ে চলে এলাম। আমাদের দেখাদেখি অন্যরাও আসতে শুরু করল।

সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে এসে আনিস ভাই দুপ্যাকেট বিসকিট কিনলেন। (আমার হাত সে সময় শূন্য। কেনাকাটা যা করার আনিস ভাই করতেন।) আমরা সারাদিন খাই নি। প্রচণ্ড ক্ষিধে লেগেছে। আমি আনিস ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, আনিস ভাই, পোলাও খেতে ইচ্ছা করছে।

তিনি বললেন, অবশ্যই পোলাও খাব। পোলাও। আমরা দু'জন অর্ধউন্মাদের মতো 'পোলাও পোলাও' বলে চেঁচালাম। রাস্তার লোকজন আমাদের দেখছে। কেউ কিছু মনে করছে না। একটা রিকশাকে আসতে দেখলাম। রিকশার সিটের উপর বিপদজনক ভঙ্গিতে মধ্যবয়স্ক এক লোক দাঁড়িয়ে। তিনি জিগিরের ভঙ্গিতে বলেই যাচ্ছেন— জয় বাংলা। জয় বাংলা। জয় বাংলা। আনিস ভাই তাঁর হাতের বিসকিটের প্যাকেট গুঁড়া করে ফেললেন। আমিও করলাম। আমরা বিস্কিটের গুঁড়া ছড়িয়ে দিতে দিতে এগুচ্ছি। কোন দিকে যাচ্ছি তাও জানি না। আজ আমাদের কোনো গন্তব্য নেই।

স্মৃতিকথন বন্ধ থাকুক। মূল গল্পে ফিরে যাই।

মরিয়মদের বাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। মরিয়ম বিয়ের শাড়ি পরেছে। তার মন সামান্য খারাপ। কারণ শাড়িতে ঝোলের দাগ পড়েছে। রান্না করতে গিয়ে এই দাগ মরিয়ম নিজেই ফেলেছে। অনেক ধোয়াধুয়ি করেও এই দাগ উঠানো যাচ্ছে না। দাগটা এমন জায়গায় লেগেছে যে আড়াল করা যাচ্ছে না।

www.MurchOna.com

মরিয়ম বসে আছে তাদের বাসার সিঁড়ির সামনে। আজ সারাদিন সে কিছু খায় নি। যদিও ঘরে অনেককিছু রান্না হয়েছে। এর মধ্যে অনেক তুচ্ছ রান্নাও আছে। একটা হলো খুবই চিকন করে কাটা আলুর ভাজি। আরেকটা কাঁচা টমেটো আগুনে পুড়িয়ে ভর্তা। এই দু'টা আইটেম নাইমুলের পছন্দ। মরিয়ম নিজে রেধেছে নতুন আলু দিয়ে মুরগির মাংসের ঝোল।

একটু পরপর মরিয়মকে খাওয়ার জন্যে সাধাসাধি করা হচ্ছে। তার খুবই বিরক্তি লাগছে। সে তো অনশন করছে না যে সেধে তার অনশন ভাঙতে হবে। সে যথাসময়ে খেতে যাবে।

নাইমুল কথা দিয়েছিল দেশ যেদিন স্বাধীন হবে সেদিন সে উপস্থিত হবে। মরিয়ম জানে নাইমুল কথা রাখবে। যত রাতই হোক সে বাসার সামনে এসে গম্ভীর গলায় বলবে— মরি, আমি এসেছি। কেউ কথা না রাখলেও আমি নাইমুল। আমি কথা রাখি। এই বলে সে নিশ্চয় ইংরেজি কবিতাটাও বলবে— Anable Lee না কী সব হাবিজাবি।

সন্ধ্যার পর সাফিয়া এসে মেয়ের হাত ধরলেন। কোমল গলায় বললেন, মা তুই কতক্ষণ এখানে বসে থাকবি ?

মরিয়ম বলল, মা, তুমি বিশ্বাস করো আমি ও না আসা পর্যন্ত বসেই থাকব।

রাত একটা বেজে গেল। মরিয়মের দুই বোন তাকে জড়িয়ে ধরে আছে। মরিয়মের মুখ ভাবলেশহীন। এক সময় মরিয়ম বলল, তোমরা এখান থেকে যাও। আমি একা বসে থাকব।

সবচে' ছোটবোন করুণ গলায় বলল, তুমি একা বসে থাকবে কেন ? আমরাও বসি।

মরিয়ম কঠিন গলায় বলল, না। বোনরা উঠে গেল।

তারো অনেক পরে ঘন কুয়াশার ভেতর দিয়ে বাড়ির সামনে দাড়ি-গোঁফ ভর্তি এক যুবক এসে দাঁড়াল। গম্ভীর গলায় বলল, সিঁড়িতে যে মেয়েটি বসে আছে, তাকে কি আমি চিনি ? দীর্ঘকায় এই যুবক দু'হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মরিয়ম চিৎকার করে বলল, মা দেখ, কে এসেছে! মাগো দেখ কে এসেছে!

মরিয়ম যুবকটিকে জড়িয়ে ধরে আছে। যুবকের বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলছে— আহা, এইভাবে সবার সামনে আমাকে ধরে আছ কেন ? আমাকে ছাড় তো। আমার লজ্জা লাগে।

নাইমুল কিন্তু তার স্ত্রীকে ধরে ছিল না। তার হাত এখনো প্রসারিত। কঠিন হাতে নাইমুলকে জড়িয়ে ধরেছিল মরিয়ম নিজেই।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

পাঠক, মহান বিজয় দিবসে যে গল্প শেষ হবে সেই গল্প আনন্দময় হওয়া উচিত বলেই আমি এরকম একটা সমাপ্তি তৈরি করেছি।

বাস্তবের সমাপ্তি এরকম ছিল না। নাইমুল কথা রাখে নি। সে ফিরে আসতে পারে নি তার স্ত্রীর কাছে। বাংলার বিশাল প্রান্তরের কোথাও তার কবর হয়েছে। কেউ জানে না কোথায়। এই দেশের ঠিকানাবিহীন অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধার কবরের মধ্যে তারটাও আছে। তাতে কিছু যায় আসে না। বাংলার মাটি পরম আদরে তার বীর সন্তানকে ধারণ করেছে। জোছনার রাতে সে তার বীর সন্তানদের কবরে অপূর্ব নকশা তৈরি করে। গভীর বেদনায় বলে, আহারে! আহারে!

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

পরিশিষ্ট

খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা

মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব ও সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার থেকে পাওয়া খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণ তালিকা নিচে দেওয়া হলো। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের গেজেট নোটিফিকেশন নম্বর ৮/২৫/ডি-১/৭২-১৩৭৮ তারিখ ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩-এ এই তালিকা প্রকাশিত হয়।

খেতাবপ্রাপ্ত শহীদ বীরদের নামের পাশে তারকা (*) চিহ্ন উল্লেখ করা হলো।

বীরশ্রেষ্ঠ

নাম	মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর	মুক্তিযুদ্ধকালীন পদবী
মহিউদ্দিন জাহাংগীর*		ক্যাপ্টেন
হামিদুর রহমান*		সিপাই
মোঃ মোস্তাফা*		সিপাই
রুহুল আমিন*	নৌ বাহিনী	ই. আর. এ
মতিউর রহমান*	বিমান বাহিনী	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট
মুন্সি আবদুর রব*		ল্যান্স নায়েক
নূর মোহাম্মদ*		ল্যান্স নায়েক

বীর উত্তম

নাম	মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর	মুক্তিযুদ্ধকালীন পদবী
আবদুর রব	সেনা প্রধান, সেনা সদর	লে. কর্নেল
কে. এম. সফিউল্লাহ	অধিনায়ক, এস. ফোর্স	মেজর
জিয়াউর রহমান	অধিনায়ক, জেড. ফোর্স	মেজর
চিত্তরঞ্জন দত্ত	সেক্টর অধিনায়ক-৪	মেজর
কাজী নূরুজ্জামান	সেক্টর অধিনায়ক-৭	মেজর
মীর শওকত আলী	সেক্টর অধিনায়ক-৫	মেজর
খালেদ মোশারফ	অধিনায়ক, কে. ফোর্স	মেজর

www.MurchOna.com

নাম	সেক্টর	পদবী
আবদুল মঞ্জুর	সেক্টর অধিনায়ক-৮	মেজর
আবু তাহের	সেক্টর অধিনায়ক-১১	মেজর
এ. এন. এম.নূরুজ্জামান	সেক্টর অধিনায়ক-৩	ক্যাপ্টেন
রফিকুল ইসলাম	সেক্টর অধিনায়ক-১	ক্যাপ্টেন
আবদুস ছালেক চৌধুরী	সেক্টর অধিনায়ক-২	ক্যাপ্টেন
আমিনুল হক	অধিনায়ক, ৮ ইস্ট বেঙ্গল	মেজর
খাজা নিজাম উদ্দিন*	সেক্টর-৪	লিডার গণবাহিনী
হারুন আহ্মেদ চৌধুরী	সেক্টর-১	ক্যাপ্টেন
এ. টি. এম. হায়দার	সেক্টর অধিনায়ক-২	মেজর
এম. এ. গাফ্ফার হালদার	অধিনায়ক, ৯ ইস্ট বেঙ্গল	ক্যাপ্টেন
শরীফুল হক (ডালিম)	সেক্টর-৪	মেজর
মোহাম্মদ শাহ্জাহান ওমর	সেক্টর-৯	ক্যাপ্টেন
মাহবুবুর রহমান	সেক্টর-২	ক্যাপ্টেন
মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন	অধিনায়ক, ১ম ইস্ট বেঙ্গল	মেজর
আফতাব কাদের*	সেক্টর-১	ক্যাপ্টেন
মাহবুবুর রহমান*	জেড. ফোর্স	ক্যাপ্টেন
সালাহউদ্দিন মমতাজ*	১ম ইস্ট বেঙ্গল	ক্যাপ্টেন
আজিজুর রহমান	২য় ইস্ট বেঙ্গল	ক্যাপ্টেন
এস. এম ইমদাদুল হক*	৮ম ইস্ট বেঙ্গল	লেফটেন্যান্ট
আনোয়ার হোসেন*	১ম ইস্ট বেঙ্গল	লেফটেন্যান্ট
এ. এম. আশফাকুস সামাদ*	সেক্টর-৬	লেফটেন্যান্ট
আফতাব আলী	—	সুবেদার
ফয়েজ আহমেদ	—	সুবেদার
বেলায়েত হোসেন	—	নায়েব সুবেদার
ময়নুল হোসেন	—	নায়েব সুবেদার
হাবিবুর রহমান	—	নায়েব সুবেদার
শাহ্ আলম	—	হাবিলদার
নূরুল আমিন	—	হাবিলদার
নাসির উদ্দিন	—	হাবিলদার
আবদুল মান্নান	—	নায়েক
আবদুল লতিফ	—	ল্যান্স নায়েক
আবদুস ছাত্তার	—	ল্যান্স নায়েক
নূরুল হক	—	সিপাই
মোহাম্মদ শামসুজ্জামান	৮ম ইস্ট বেঙ্গল	সিপাই
শাকিল মিন	৯ম ইস্ট বেঙ্গল	সিপাই
ফজলুর রহমান	—	সুবেদার
মজিবুর রহমান	—	নায়েব সুবেদার
শফিকউদ্দিন চৌধুরী	—	নায়েক
আবু তালেব	—	সিপাই

www.MurchOna.com

নাম	সেক্টর	পদবী
সালাহ উদ্দিন আহমেদ	—	সিপাই
আনোয়ার হোসেন	—	সিপাই
এরশাদ আলী	—	সিপাই
মোজাহার উল্লা	এম. এফ, সেক্টর-১	নৌ-কমান্ডো
জালাল উদ্দিন	নৌ বাহিনী	এল এস
আফজাল মিঞা	নৌ বাহিনী	ই আর এ
বদিউল আলম	নৌ বাহিনী	এম ই আর
শফিউল মাওলা	নৌ বাহিনী	এ বি
আবদুল ওয়াহিদ চৌধুরী	নৌ বাহিনী	সাব/লে.
মতিউর রহমান	এম এফ	নৌ-কমান্ডো
শাহ আলম	এম এফ, সেক্টর-১	নৌ-কমান্ডো
এ. কে. খন্দকার	বিমানবাহিনী প্রধান	গ্রু. ক্যাপ্টেন
এম.কে.বাসার	সেক্টর অধিনায়ক-৬	উইং কমান্ডার
সুলতান মাহমুদ	অধিনায়ক, কিলো ফ্লাইট	স্কোয়ার্ড্রন লিডার
শামছুল আলম	সদর দফতর, মুজিবনগর	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট
বদরুল আলম	কিলো ফ্লাইট	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট
লিয়াকত আলী খান	সদর দপ্তর, জেড. ফোর্স	ফ্লাইট অফিসার
শাহাবুদ্দিন আহমেদ	কিলো ফ্লাইট	ক্যাপ্টেন
আকরাম আহমেদ	কিলো ফ্লাইট	ক্যাপ্টেন
শরফুদ্দিন	কিলো ফ্লাইট	ক্যাপ্টেন
এম. এইচ. সিদ্দিকী	সেক্টর-৮	ক্যাপ্টেন
আবদুল কাদের সিদ্দিকী	সেক্টর-১১	মুক্তিবাহিনী
খন্দকার নাজমুল হুদা	সেক্টর-৮	মেজর
আবু সালেহ মোঃ নাছিম	অধিনায়ক, ১১ ইস্ট বেঙ্গল	মেজর
সাফায়াত জামিল	অধিনায়ক, ৩য় ইস্ট বেঙ্গল	মেজর
ময়নুল হোসেন চৌধুরী	অধিনায়ক, ২য় ইস্ট বেঙ্গল	মেজর
গিয়াস উদ্দিন আহ্‌মেদ চৌধুরী	সেক্টর-৭	মেজর
মহসীন উদ্দিন আহমেদ	জেড. ফোর্স	ক্যাপ্টেন
আমিন আহ্‌মেদ চৌধুরী	জেড. ফোর্স	ক্যাপ্টেন
এম.এ. আর. আজম চৌধুরী	সেক্টর-৮	মেজর
মোস্তাফিজুর রহমান	সেক্টর-৮	মেজর
হাফিজ উদ্দিন আহ্‌মেদ	১ম ইস্ট বেঙ্গল	ক্যাপ্টেন
অলি আহমেদ	বি.এম. জেড. ফোর্স	ক্যাপ্টেন
জাফর ইমাম	অধিনায়ক, ১০ ইস্ট বেঙ্গল	মেজর
এ.ওয়াই. মাহফুজুর রহমান	৮ম ইস্ট বেঙ্গল	ক্যাপ্টেন
মেহ্‌দী আলী ইমাম	সেক্টর-৯	ক্যাপ্টেন
এস.এইচ.এম.বি নূর চৌধুরী	এ.ডি.সি, প্রধান সেনাপতি	ক্যাপ্টেন
ইমামুজ্জামান	কে. ফোর্স	ক্যাপ্টেন
এস.আই.বি নুরুন্নবী খান	৩য় ইস্ট বেঙ্গল	লেফটেন্যান্ট

www.MurchOna.com

নাম	সেক্টর	পদবী
মতিউর রহমান	সেক্টর-৬	লেফটেন্যান্ট
আবদুল মান্নান	জেড. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
গোলাম হেলাল মোরশেদ খান	২য় ইস্ট বেঙ্গল	লেফটেন্যান্ট
শমসের মবিন চৌধুরী	সেক্টর-১	লেফটেন্যান্ট
আবদুর রউফ	সেক্টর-৫	লেফটেন্যান্ট
খন্দকার আজিজুল ইসলাম	কে. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
মেজবাহ্ উদ্দিন আহমেদ	সেক্টর-৬	লেফটেন্যান্ট
আবদুল জব্বার পাটোয়ারী	—	সুবেদার মেজর
আবদুল ওহাব	—	সুবেদার
আবদুস শুকুর	—	সুবেদার
আবদুল করিম	২য় ইস্ট বেঙ্গল	সুবেদার
ওয়ালিউল্লাহ্	—	নায়েব সুবেদার
মোহাম্মদ আমানুল্লাহ্	—	সুবেদার
মোহাম্মদ ইব্রাহীম	—	নায়েব সুবেদার
ভুলু মিঞা	—	নায়েব সুবেদার
আবদুস ছালাম	—	নায়েব সুবেদার
এম. এ. মান্নান	—	নায়েব সুবেদার
আবদুল হক ভুঁইয়া	—	নায়েব সুবেদার
ইয়ার আহমেদ	—	নায়েব সুবেদার
আবদুল মালেক	ই পি আর সেক্টর-৩	নায়েব সুবেদার
শহীদুল্লাহ্ ভুঁইয়া	—	নায়েব সুবেদার
আবদুল হাসেম	—	নায়েব সুবেদার
আবদুল হক	—	নায়েব সুবেদার
নূর আহমেদ গাজী	—	নায়েব সুবেদার
আশরাফ আলী খান	২য় ইস্ট বেঙ্গল	নায়েব সুবেদার
শামসুল হক	সেক্টর-৪	নায়েব সুবেদার
জোনাব আলী	২য় ইস্ট বেঙ্গল	নায়েব সুবেদার
নূরুল হক	—	হাবিলদার
আবদুল হালিম	—	হাবিলদার
নূরুল ইসলাম	—	হাবিলদার
রফিকুল ইসলাম	—	হাবিলদার
রুহুল আমিন	—	হাবিলদার
আফজাল হোসেন (সৈয়দ)	—	হাবিলদার
রাঙ্গা মিয়া	—	হাবিলদার
সাকিমুদ্দিন	—	হাবিলদার
গোলাম রসুল	সেক্টর-৪	হাবিলদার
তাহের	—	হাবিলদার
আফসার আলী	—	নায়েক
আবদুল হক	—	নায়েক

www.MurchOna.com

নাম	সেক্টর	পদবী
আবদুল মোতালেব	—	নায়েক
নূরুজ্জামান	—	নায়েক
তৌহিদুল্লাহ	—	নায়েক
আবদুর রহমান	—	নায়েক
মোহর আলী	—	নায়েক
আবদুল খালেক	—	নায়েক
আবদুর রব চৌধুরী	সেক্টর-২	নায়েক
মোহাম্মদ মোস্তাফা	—	ল্যান্স নায়েক
সিরাজুল ইসলাম	—	ল্যান্স নায়েক
আবদুল বারেক	—	ল্যান্স নায়েক
আবুল কালাম আজাদ	—	ল্যান্স নায়েক
দেলোয়ার হোসেন	—	ল্যান্স নায়েক
তারা উদ্দিন	—	সিপাই
আবদুল আজিজ	৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল	সিপাই
মোহাম্মদ সানাউল্লাহ	—	সিপাই
গোলাম মোস্তফা কামাল	—	সিপাই
খন্দকার রেজানুর হোসেন	—	সিপাই
হায়দার আলী	২য় ইস্ট বেঙ্গল	সিপাই
আবুল কালাম আজাদ	—	সিপাই
জামাল উদ্দিন	—	সিপাই
আবদুর রহিম	—	সিপাই
নূরুল ইসলাম ভূঁইয়া	—	সিপাই
আবদুল মান্নান	—	সিপাই
আলী আশ্রাফ	—	সিপাই
মজিবুর রহমান	—	সিপাই
আবদুল হক	৯ম ইস্ট বেঙ্গল	সিপাই
রমজান আলী	১০ম ইস্ট বেঙ্গল	সিপাই
হেমায়েত উদ্দিন	সেক্টর-৮	হাবিলদার
নূরুল ইসলাম		মোজাহিদ
আবদুল খালেক	৯ম ইস্ট বেঙ্গল	মোজাহিদ
সিরাজুল হক	৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল, সেক্টর-৮	মোজাহিদ
রমিজ উদ্দিন	২য় ইস্ট বেঙ্গল	মোজাহিদ
তমিজ উদ্দিন	সেক্টর-৬	মোজাহিদ ক্যাপ্টেন
এলাহী বক্স পাটোয়ারী	সেক্টর-২	আনসার
ফকরুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী	—	সুবেদার মেজর
খন্দকার মতিয়ার রহমান	—	সুবেদার
মনিরুজ্জামান	—	সুবেদার
সুলতান আহমেদ	—	নায়েব সুবেদার

www.MurchOna.com

নাম	সেক্টর	পদবী
সৈয়দ আমিরুজ্জামান	—	নায়েব সুবেদার
আবদুল হাকিম	—	হাবিলদার
জামান মিয়া	—	হাবিলদার
আবদুস সালাম	—	হাবিলদার
নাজিমুদ্দিন	—	হাবিলদার
ইউ কে সিং	—	হাবিলদার
আনিস মোল্লা	—	হাবিলদার
কামরুজ্জামান খলিফা	—	হাবিলদার
আরব আলী	—	হাবিলদার
নূরুল ইসলাম	—	হাবিলদার
তারিক উল্লাহ্	—	হাবিলদার
দেলোয়ার হোসেন	—	নায়েক
আজিজুল হক	—	নায়েক
মোজাফ্ফর আহমেদ	—	নায়েক
আবুল কাশেম	—	নায়েক
আবদুল মালেক	—	নায়েক
শাহ্ আলী	—	নায়েক
মফিজ উদ্দিন আহমেদ	—	ল্যান্স নায়েক
জিল্লুর রহমান	—	ল্যান্স নায়েক
লিলু মিঞা	—	ল্যান্স নায়েক
নিজাম উদ্দিন	—	ল্যান্স নায়েক
আবুল খায়ের	—	ল্যান্স নায়েক
আবদুস্ ছাত্তার	—	ল্যান্স নায়েক
আবুল বাসার	—	সিপাই
আবদুল মজিদ	—	সিপাই
আনসার আলী	—	সিপাই
মোহাম্মদ উল্লা	—	সিপাই
আতাহার আলী মল্লিক	—	সিপাই
আবদুল মোতালিব	—	সিপাই
সেরাজ মিঞা	—	সিপাই
আবদুল আজিম	—	সিপাই
মোহাম্মদ মহসীন	—	সিপাই
আমিনউল্লাহ্ শেখ	নৌ-বাহিনী	এ বি
এম. এইচ. মোল্লা	নৌ-বাহিনী	এ বি
মহিবুল্লাহ	নৌ-বাহিনী	এ বি
ফরিদ উদ্দিন আহ্মেদ	নৌ-বাহিনী	আর ই এন
মোহাম্মদ আবদুল মালেক	নৌ-বাহিনী	সিম্যান
মোহাম্মদ আব্দুর রহমান	নৌ-বাহিনী	এস টি ডব্লিউ ডি

www.MurchOna.com

নাম	সেক্টর	পদবী
এ. ডব্লিউ. চৌধুরী	নৌ-বাহিনী	সাবমেরিনার
আবদুর রকিব মিঞা	নৌ-বাহিনী	এম. ই
সৈয়দ মনসুর আলী	বিমান বাহিনী	ফ্লাইট সার্জেন্ট
আবদুল মান্নান	—	কনস্টেবল পুলিশ
তৌহিদ	—	কনস্টেবল পুলিশ
মাহবুব উদ্দিন আহমেদ	সেক্টর-৮	মহকুমা পুলিশ অফিসার
মোঃ শাহজাহান সিদ্দিকী	সেক্টর-২	নৌ-কমান্ডো
কবিরুজ্জামান	সেক্টর-২	নৌ-কমান্ডো
মোফাজ্জেল হোসেন (মায়া)	সেক্টর-২	গণবাহিনী
আবুল কাশেম ভূঁইয়া	সেক্টর-২	গণবাহিনী
আব্দুস সালাম	সেক্টর-২	গণবাহিনী
আবদুস সবুর খান	সেক্টর-১১	গণবাহিনী
কামরুল হক (স্বপন)	সেক্টর-২	সেনা-ক্যাডেট
কাজী কামাল উদ্দিন	সেক্টর-২	সেনা-ক্যাডেট
শাফী ইমাম (রুমী)	সেক্টর-২	গণবাহিনী
আবদুল হালিম চৌধুরী (জুয়েল)	সেক্টর-২	গণবাহিনী
বদিউল আলম (বদি)	সেক্টর-২	গণবাহিনী
মোহাম্মদ আবু বকর	সেক্টর-২	গণবাহিনী
মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন	সেক্টর-৪	গণবাহিনী
মাহ্মুদ হোসেন	সেক্টর-৪	গণবাহিনী
নিলমণি সরকার	সেক্টর-৪	গণবাহিনী
জগত জ্যোতি দাস	সেক্টর-৫	গণবাহিনী
সিরাজুল ইসলাম	সেক্টর-৫	গণবাহিনী
ইয়ামিন চৌধুরী	সেক্টর-৫	গণবাহিনী
মতিউর রহমান	সেক্টর-৫	গণবাহিনী
আবদুস সামাদ	সেক্টর-৬	গণবাহিনী
এ.টি.এম হামিদুল হোসাইন	সেক্টর-৭	গণবাহিনী
আবুবকর সিদ্দিকী	সেক্টর-৭	গণবাহিনী
মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী খান	সেক্টর-৭	গণবাহিনী
মোহাম্মদ খালিদ সাইফুদ্দিন	সেক্টর-৮	গণবাহিনী
এম.এ. মান্নান	সেক্টর-৮	গণবাহিনী
তৌফিক এলাহী চৌধুরী	সেক্টর-৮	মহকুমা অফিসার
খিজির আলী	সেক্টর-৯	গণবাহিনী
আলতাফ হোসাইন	সেক্টর-৯	গণবাহিনী
মোহাম্মদ ইউসুফ	সেক্টর-১১	গণবাহিনী
মোহাম্মদ খুররাম	সেক্টর-১১	গণবাহিনী
মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন	সেক্টর-১১	গণবাহিনী
আমানুল্লাহ কবির	সেক্টর-১১	গণবাহিনী

www.MurchOna.com

নাম	সেক্টর	পদবী
নূর ইসলাম	সেক্টর-১১	গণবাহিনী
শওকত আলী সরকার	সেক্টর-১১	গণবাহিনী
আবুল কালাম আজাদ	সেক্টর-১১	গণবাহিনী
মোহাম্মদ শাহ্জাহান	সেক্টর-১১	গণবাহিনী
মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান	সেক্টর-১১	গণবাহিনী

বীর প্রতীক

নাম	মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর	মুক্তিযুদ্ধকালীন পদবী
মোহাম্মদ আবদুল মতিন	সদর দপ্তর এস. ফোর্স	মেজর
আবু তাহের সালাউদ্দিন	সেনা সদর	মেজর
মোহাম্মদ আবদুল মতিন	অধিনায়ক, ১১ ইস্ট বেঙ্গল	মেজর
মোহাম্মদ মতিউর রহমান	সেক্টর-৩	মেজর
এম. আইনউদ্দিন	অধিনায়ক, ৯ম ইস্ট বেঙ্গল	মেজর
আকবর হোসেন	সেক্টর-২	মেজর
নজরুল হক	সেক্টর-৬	মেজর
বজলুল গণি পাটোয়ারী	জেড. ফোর্স	মেজর
আবদুর রশিদ	সেক্টর-৭	ক্যাপ্টেন
শহীদুল ইসলাম	সেক্টর-২	ক্যাপ্টেন
সৈয়দ মইনুদ্দিন আহ্মেদ	এস. ফোর্স	ক্যাপ্টেন
আকতার আহমেদ	সেক্টর-২	ক্যাপ্টেন
আনোয়ার হোসেন	জেড ফোর্স	ক্যাপ্টেন
দেলোয়ার হোসেন	সেক্টর-৬	ক্যাপ্টেন
সিতারা বেগম	সেক্টর-২	ক্যাপ্টেন
দিদারুল আলম	জেড. ফোর্স	ক্যাপ্টেন
এ. এম. রাশেদ চৌধুরী	জেড. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম	এস. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
এম. হারুনুর রশিদ	কে. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
ইবনে ফজল বদিউজ্জামান	এস. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
নজরুল ইসলাম ভুঁইয়া	এস. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
হুমায়ূন কবির চৌধুরী	কে. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
মোহাম্মদ শফিউল্লাহ্	সেক্টর-৮	লেফটেন্যান্ট
কাজী সাজ্জাদ আলী জহির	জেড. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
মাহবুব আলম	জেড. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
সাঈদ আহ্মেদ	এস. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
অলিক কুমার গুপ্ত	সেক্টর-৮	লেফটেন্যান্ট
মমতাজ হাসান	কে. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
কে. এম. আবুবকর	জেড. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট

www.MurchOna.com

নাম	সেক্টর	পদবী
মিজানুর রহমান মিঞা	সেক্টর-১১	লেফটেন্যান্ট
তাহের আহ্মেদ	সেক্টর-১	লেফটেন্যান্ট
মনজুর আহ্মেদ	জেড. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
সামসুল আলম	—	লেফটেন্যান্ট
জামিল উদ্দিন আহ্সান	কে. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
ওয়াকার হাসান	জেড. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
মাসুদুর রহমান	সেক্টর-৬	লেফটেন্যান্ট
জহিরুল হক খান	সেক্টর-৪	লেফটেন্যান্ট
ওয়ালীউল ইসলাম	জেড. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
শওকত আলী	সেক্টর-১	লেফটেন্যান্ট
মোদ্দাসির হোসাইন খান	জেড. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
রওশন ইয়াজদানী ভুঁইয়া	সেক্টর-৮	লেফটেন্যান্ট
জাহাঙ্গীর ওসমান	কে. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
মোহাম্মদ নূরুল হক	—	সুবেদার মেজর
হারিস মিঞা	—	সুবেদার মেজর
আবদুল মজিদ	—	সুবেদার মেজর
মোহাম্মদ ইদ্রিস মিয়া	—	সুবেদার মেজর
নূরুল আজিম চৌধুরী	—	সুবেদার মেজর
মোহাম্মদ আলী	৮ম ইস্ট বেঙ্গল	সুবেদার মেজর
মোহাম্মদ আবুল বাসার	—	সুবেদার
আবদুল জব্বার	—	সুবেদার
আলী নেওয়াজ	—	সুবেদার
মোহাম্মদ হাফিজ	—	সুবেদার
জালাল আহ্মেদ	—	সুবেদার
মোহাম্মদ শামসুল হক	—	সুবেদার
আবদুল হাকিম	—	সুবেদার
করম আলী হাওলাদার	—	সুবেদার
বদিউর রহমান	—	সুবেদার
আবদুল জব্বার	—	সুবেদার
আবুল হাশেম	সেক্টর-২	সুবেদার
চাঁন মিয়া	২য় ইস্ট বেঙ্গল	সুবেদার
এম. এ. মতিন চৌধুরী	সেক্টর-৪	সুবেদার
রহিব আলী	সেক্টর-৪	সুবেদার
আফতাব হোসাইন	সেক্টর-১১	সুবেদার
আবদুল লতিফ	—	নায়েব সুবেদার
আবুল হাসেম	—	নায়েব সুবেদার
মোহাম্মদ আবদুল মমিন	২য় ইস্ট বেঙ্গল	নায়েব সুবেদার
আলতাফ হোসাইন খান	—	নায়েব সুবেদার

www.MurchOna.com

নাম	সেক্টর	পদবী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন	—	নায়েব সুবেদার
মোহাম্মদ হোসাইন	—	নায়েব সুবেদার
মংগল মিয়া	—	নায়েব সুবেদার
আবদুল জব্বার খান	—	নায়েব সুবেদার
কবির আহমেদ	—	নায়েব সুবেদার
মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস	—	নায়েব সুবেদার
গিয়াস উদ্দিন	—	নায়েব সুবেদার
মোহাম্মদ রেজাউল হক	—	নায়েব সুবেদার
মনসুর আলী	—	নায়েব সুবেদার
আবদুল জব্বার	—	নায়েব সুবেদার
হোসাইন আলী তালুকদার	—	নায়েব সুবেদার
মুসলিম উদ্দিন এসি	৮ম ইস্ট বেঙ্গল	নায়েব সুবেদার
মনির আহমেদ খান	১৪ ইস্ট বেঙ্গল	নায়েব সুবেদার
কাজী আকমল আলী	সেক্টর-৩	নায়েব সুবেদার
আলী আকবর	৩য় ইস্ট বেঙ্গল	নায়েব সুবেদার
আবুল কালাম	৩য় ইস্ট বেঙ্গল	নায়েব সুবেদার
আবদুল হাই	১ম ইস্ট বেঙ্গল	নায়েব সুবেদার
তোফায়েল আহমেদ	২য় ইস্ট বেঙ্গল	নায়েব সুবেদার
সাইফুদ্দিন	—	হাবিলদার
রুহুল আমিন	—	হাবিলদার
আবদুল গফুর	—	হাবিলদার
আবদুস সোবহান	—	হাবিলদার
ওয়াজেদ আলী মিঞা	—	হাবিলদার
সফিকুল ইসলাম	—	হাবিলদার
আবদুল লতিফ	—	হাবিলদার
মোজাম্মেল হক	—	হাবিলদার
আবু তাহের	—	হাবিলদার
সিরাজ মিঞা	—	হাবিলদার
আবদুল আওয়াল	—	হাবিলদার
মনিরুল ইসলাম	—	হাবিলদার
মুসলেহ উদ্দিন	—	হাবিলদার
আবদুল মালেক	—	হাবিলদার
সাহেব মিঞা	—	হাবিলদার
নূর মোহাম্মদ	—	হাবিলদার
মোহাম্মদ মকবুল হোসাইন	১ম ইস্ট বেঙ্গল	হাবিলদার
মনির আহমেদ	২য় ইস্ট বেঙ্গল	হাবিলদার
মিজানুর রহমান	২য় ইস্ট বেঙ্গল	হাবিলদার
সোনা মিঞা	২য় ইস্ট বেঙ্গল	হাবিলদার

www.MurchOna.com

নাম	সেক্টর	পদবী
মোহাম্মদ বিল্লাল উদ্দিন	—	নায়েক ক্লার্ক
সাইদুল আলম	—	নায়েক
আবদুল ওহাব	—	নায়েক
শহীদুল্লাহ	—	নায়েক
আবদুল বাতেন	—	নায়েক
সিরাজুল হক	—	নায়েক
আবদুন নূর	—	নায়েক
মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন	—	নায়েক
সিকান্দর আহমেদ	—	নায়েক
গোলাম মোস্তফা	—	নায়েক
আবুল কালাম	—	নায়েক
আবুল বাশার	—	ল্যান্স নায়েক
তাজুল ইসলাম	—	ল্যান্স নায়েক
আবদুর রাজ্জাক	—	ল্যান্স নায়েক
অলিমুল ইসলাম	—	ল্যান্স নায়েক
আলিমুল ইসলাম	—	ল্যান্স নায়েক
মতিউর রহমান	—	ল্যান্স নায়েক
শাহাবুদ্দিন	—	ল্যান্স নায়েক
শাহ্জালাল আহমেদ	—	ল্যান্স নায়েক
আলী আহমেদ	—	ল্যান্স নায়েক
আবদুল মান্নান	—	ল্যান্স নায়েক
মোহাম্মদ ইদ্রিস	—	ল্যান্স নায়েক
আবদুল মান্নান	—	সিপাই
বসির আহমেদ	—	সিপাই
আবুল হাসেম	—	সিপাই
আবদুল বাতেন	—	সিপাই
আবদুল খালেক	—	সিপাই
আবদুল মজিদ	—	সিপাই
মোহাম্মদ আমিনউল্লাহ	—	সিপাই
গোলাম মোস্তাফা	—	সিপাই
মোহাম্মদ সিদ্দিক	—	সিপাই
এ.বি.এম. ফশিউল আলম	—	সিপাই
মোহাম্মদ ইসমাইল	—	সিপাই
খলিলুর রহমান	—	সিপাই
মোহাম্মদ মোস্তাফা	—	সিপাই
আবদুল ওয়াহিদ	—	সিপাই
ফারুক আহমেদ পাটোয়ারী	—	সিপাই
এনামুল হক	—	সিপাই

www.MurchOna.com

নাম	সেক্টর	পদবী
মোহাম্মদ এজাজুল হক খান	—	সিপাই
আসাদ মিঞা	৮ম ইস্ট বেঙ্গল	সিপাই
দেলোয়ার হোসাইন	১ম ইস্ট বেঙ্গল	সিপাই
আবদুল কাদের	৯ম ইস্ট বেঙ্গল	সিপাই
আবদুল বাসেত	৯ম ইস্ট বেঙ্গল	সিপাই
কাজী মোরশেদুল আলম	৯ম ইস্ট বেঙ্গল	সিপাই
আবদুল কুদ্দুস	৯ম ইস্ট বেঙ্গল	সিপাই
আবু মুসলিম	সেক্টর–২	সিপাই
রফিকুল ইসলাম	সেক্টর–২	সিপাই
বজলু মিঞা	সেক্টর–৪	সিপাই
কামাল উদ্দিন	সেক্টর–৪	—
আমির হোসেন	—	—
মোহাম্মদ ইসহাক	১০ ইস্ট বেঙ্গল	সিপাই
বাদশা মিঞা	১০ ইস্ট বেঙ্গল	সিপাই
হারুন-অর-রশিদ	সেক্টর– ৩	সিপাই
আজিজুল হক	—	মুজাহিদ
মোশাররফ হোসেন বাঙাল	সেক্টর–২	মুজাহিদ
জুলফু মিঞা	৯ম ইস্ট বেঙ্গল	মুজাহিদ
আবদুল কুদ্দুস গাজী	সেক্টর – ২	মুজাহিদ
ওয়ালিল হোসেন	—	মুজাহিদ
সেরাজুল ইসলাম	সেক্টর–২	মুজাহিদ
আলী আকবর	সেক্টর–২	মুজাহিদ
বাচ্চু মিঞা	৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল	মুজাহিদ
আবদুস সালাম	৮ম ইস্ট বেঙ্গল	মুজাহিদ
মোহাম্মদ ওসমান গনি	—	ই পি আর
মুজাফফর আহমেদ	—	সুবেদার মেজর
তোবারক উল্লাহ্	—	সুবেদার মেজর
আবদুল জলিল শিকদার	—	সুবেদার মেজর
খায়রুল বাসার	—	সুবেদার
হাসান উদ্দিন আহমেদ	—	সুবেদার
গোলাম মোস্তফা	—	সুবেদার
আহমেদ হোসেন	—	সুবেদার
আবদুল মালেক	—	সুবেদার
গোলাম হোসেন	—	সুবেদার
মাজহারুল হক	—	সুবেদার
খুরশেদ আলম	—	সুবেদার
মোহাম্মদ আবদুল গাজী	—	সুবেদার
এস.এ.সিদ্দিক	—	নায়েব সুবেদার

www.MurchOna.com

নাম	সেক্টর	পদবী
আহসান উল্লাহ	—	নায়েব সুবেদার
শেখ সুলেমান	—	নায়েব সুবেদার
আইনুদ্দিন আহমেদ	—	নায়েব সুবেদার
মোহাম্মদ রৌফ মজুমদার	—	নায়েব সুবেদার
মোহাম্মদ লনি মিয়া দেওয়ান	—	নায়েব সুবেদার
আবদুল মালেক চৌধুরী	—	নায়েব সুবেদার
নূরুল হুদা	—	নায়েব সুবেদার
মকবুল আলী	—	নায়েব সুবেদার
মমতাজ মিয়া	—	হাবিলদার
লালু মিয়া	—	হাবিলদার
আবু তাহের	—	হাবিলদার
মোহাম্মদ ইব্রাহিম	—	হাবিলদার
মোবারক হোসেন	—	হাবিলদার
আবদুল হালিম	—	হাবিলদার
সায়েদ আলী	—	হাবিলদার
আবদুর রউফ শরিফ	—	হাবিলদার
আবদুল হাসেম	—	হাবিলদার
আবদুল হালিম	—	হাবিলদার
আবদুল আওয়াল	—	হাবিলদার
আজিজুর রহমান	—	হাবিলদার
ফজলুল হক	—	হাবিলদার
ওয়াজিউল্লাহ	—	হাবিলদার
লুৎফর রহমান	—	হাবিলদার
আবদুর রহমান	—	হাবিলদার
ওয়াহিদুর রহমান	—	হাবিলদার
আসাদ আলী	—	হাবিলদার
আবদুর রশিদ	—	হাবিলদার
আবদুল হোসেন	—	হাবিলদার
আবদুল গাফফার	—	হাবিলদার
কাছেম আলী হাওলাদার	—	হাবিলদার
মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী	—	নায়েক
সায়েদুল হক	—	নায়েক
মোহাম্মদ লোকমান	—	নায়েক
আবদুল মান্নান খান	—	নায়েক
আবদুল ওয়াহিদ	—	নায়েক
সফিক উদ্দিন আহমেদ	—	নায়েক
নজরুল ইসলাম	—	নায়েক
আতাহার আলী	—	নায়েক

www.MurchOna.com

নাম	সেক্টর	পদবী
আহম্মাদুর রহমান	—	নায়েক
আবদুল মালেক	—	নায়েক
জাকির হোসেন	—	নায়েক
মুকতার আলী	—	নায়েক
রশিদ আলী	—	নায়েক
আবদুল ওয়াজেদ	—	নায়েক
হাবিবুর রহমান	—	নায়েক
তোফায়েল আহমেদ	—	নায়েক
দুদু মিঞা	—	নায়েক
আলী আকবর	সেক্টর-৫	নায়েক
আতাউর রহমান	১ম ইস্ট বেঙ্গল	নায়েক
আবদুল হক	১ম ইস্ট বেঙ্গল	নায়েক
সফিকুর রহমান	—	নায়েক
দেলোয়ার হোসেন	—	নায়েক
দেলোয়ার হোসেন	—	নায়েক
মফিজুর রহমান	—	নায়েক
নান্নু মিয়া	—	নায়েক
মোস্তফা কামাল	—	নায়েক
গাজী আবদুল ওয়াহিদ	—	নায়েক
ফোরকান উদ্দিন	—	নায়েক
আবদুল জব্বার	১ম ইস্ট বেঙ্গল	নায়েক
সিরাজুল ইসলাম	১ম ইস্ট বেঙ্গল	নায়েক
রবি উল্লাহ্	১ম ইস্ট বেঙ্গল	নায়েক
তাজুল ইসলাম	১ম ইস্ট বেঙ্গল	ল্যান্স নায়েক
ইউসুফ আলী	১ম ইস্ট বেঙ্গল	ল্যান্স নায়েক
আবদুর রহমান	২য় ইস্ট বেঙ্গল	ল্যান্স নায়েক
আবদুল হাই	২য় ইস্ট বেঙ্গল	ল্যান্স নায়েক
মোহাম্মদ মাখন খান	—	সিপাই
মোহাম্মদ শাহজাহান	—	সিপাই
সামসুল হক	—	সিপাই
রবিউল হক	—	সিপাই
মোহাম্মদ শরিফ	—	সিপাই
নূরুল হক	—	সিপাই
গুল মোহাম্মদ ভুঁইয়া	—	সিপাই
আবদুল মান্নান	—	সিপাই
ইলিয়াসুর রহমান	—	সিপাই
আবদুল জলিল	—	সিপাই
সাজিদুর রহমান	—	সিপাই

www.MurchOna.com

নাম	সেক্টর	পদবী
ফারুক লস্কর	—	সিপাই
আবদুল মালেক	—	সিপাই
জাহাঙ্গীর হোসেন	—	সিপাই
বাচ্চু মিঞা	—	সিপাই
আবদুল ওয়াহাব	—	সিপাই
আবদুল হাসেম	—	সিগনালম্যান
আলী আকবর	—	সিপাই-কুক
আবু সালেক	৯ম ইস্ট বেঙ্গল	সিপাই
হযরত আলী	১ম ইস্ট বেঙ্গল	সিপাই
আশরাফ আলী খান	—	সিপাই
তরিকুল ইসলাম	—	সিপাই
সফিউদ্দিন	—	সিপাই
সাইদুর রহমান	—	সিপাই
মোঃ ইদ্রিস	সেক্টর-৭	মুক্তিবাহিনী
নজরুল ইসলাম	নৌ-বাহিনী	এম ই আর
মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ	নৌ-বাহিনী	চীফ আর ই এ
মোহাম্মদ আবদুল হাকিম	নৌ-বাহিনী	এ বি
আবদুল আওয়াল	নৌ-বাহিনী	বি.ও.আর.এস.
মোফাজ্জল হোসেন	নৌ-বাহিনী	এল টি ও
এ.এস. ভূইয়া	নৌ-বাহিনী	এল টি ও
আহসানউল্লাহ	নৌ-বাহিনী	এম ই আর
এম. সদর উদ্দিন	সেক্টর-৬	স্কোয়ার্ড্রন লিডার
এম. হামিদউল্লাহ খান	সেক্টর-১১	স্কোয়ার্ড্রন লিডার
সহিদ উল্লাহ	বিমান বাহিনী	সার্জেন্ট
মি. হক	বিমান বাহিনী	কর্পোরাল
রুস্তম আলী	বিমান বাহিনী	এল এ সি
সৈয়দ রফিকুল ইসলাম	বিমান বাহিনী	সার্জেন্ট
জয়নাল আবেদীন	বিমান বাহিনী	কর্পোরাল
নজরুল ইসলাম	বিমান বাহিনী	কর্পোরাল
আলী আশরাফ	বিমান বাহিনী	কর্পোরাল
শেখ আজিজুর রহমান	বিমান বাহিনী	কর্পোরাল
রেজওয়ান আলী	বিমান বাহিনী	কর্পোরাল
হেলালউজ্জামান	বিমান বাহিনী	কর্পোরাল
রতন শরীফ	বিমান বাহিনী	কর্পোরাল
মোহাম্মদ সুলাইমান	—	কনস্টেবল
নিজামুদ্দিন	—	কনস্টেবল
ফারুক-ই-আজম	সেক্টর-১	নৌ-কমান্ডো
মোহাম্মদ খোরশেদ আলম	সেক্টর-১০	নৌ-কমান্ডো

www.MurchOna.com

নাম	সেক্টর	পদবী
মোঃ নূরুল হক	সেক্টর–১	নৌ-কমান্ডো
মোঃ আমির হোসেন	সেক্টর–১	নৌ-কমান্ডো
এস.এম. মাওলা	সেক্টর–১	নৌ-কমান্ডো
এ.কে.এম. ইসহাক	সেক্টর–১	ইঞ্জিনিয়ার
মোহাম্মদ হোসেন	সেক্টর–১	নৌ-কমান্ডো
মোহাম্মদ মতিউর রহমান	সেক্টর–৯	নৌ-কমান্ডো
মোহাম্মদ শাহজাহান কবির	সেক্টর–২	নৌ-কমান্ডো
মমিনউল্লাহ্ পাটোয়ারী	সেক্টর–২	নৌ-কমান্ডো
এ. এস.এম. এ. খালেক	বিমান বাহিনী	প্রাক্তন ক্যাপ্টেন পিআইএ
আলমগীর আবদুস ছাত্তার	বিমান বাহিনী	প্রাক্তন ক্যাপ্টেন পিআইএ
আবদুল মুকিত	বিমান বাহিনী	প্রাক্তন ক্যাপ্টেন পিআইএ
গিয়াস উদ্দিন	সেক্টর–২	এফ এফ
গোলাম দস্তগীর গাজী	সেক্টর–২	এফ এফ
মুসুরুল আলম দুলাল	সেক্টর–২	এফ এফ
জয়নুল আবেদিন খান	সেক্টর–২	এফ এফ
মুহাম্মদ জিয়া	সেক্টর–২	এফ এফ
মুহাম্মদ জাকির	সেক্টর–২	এফ এফ
মাহমুদ	সেক্টর–২	এফ এফ
শেখ আবদুল মান্নান	সেক্টর–২	এফ এফ
হাবিবুল আলম	সেক্টর–২	এফ এফ
এ.এম.মোহাম্মদ ইসহাক	সেক্টর–২	এফ এফ
ডব্লিউ.এ.এস.ওয়াডারল্যান্ড	সেক্টর–২	এফ এফ
মোহাম্মদ এ. আজিজ	সেক্টর–২	এফ এফ
খায়রুল জাহান	সেক্টর–২	এফ এফ
সেলিম আকবর	সেক্টর–২	এফ এফ
আব্দুল্লাহেল বাকী	সেক্টর–২	এফ এফ
মোজাম্মেল হক	সেক্টর–২	এফ এফ
নওয়াব মিঞা	সেক্টর–২	এফ এফ
মানিক	সেক্টর–২	এফ এফ
সামসুল হক ফিটার	সেক্টর–২	এফ এফ
আনোয়ার হোসেন	সেক্টর–২	এফ এফ
আলমগীর করিম	সেক্টর–২	এফ এফ
মমিন	সেক্টর–২	এফ এফ
আবুল হোসেন	সেক্টর–২	এফ এফ
মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ	সেক্টর–২	এফ এফ

www.MurchOna.com

নাম	সেক্টর	পদবী
নূরুল হক	সেক্টর–২	এফ এফ
রফিকুল ইসলাম	সেক্টর–২	এফ এফ
মমিনুল হক ভুইয়া	সেক্টর–২	এফ এফ
মোহাম্মদ ইব্রাহীম খান	সেক্টর–২	এফ এফ
সেরাজ উদ্দিন আহমেদ	সেক্টর–২	এফ এফ
মোঃ তৈয়ব আলী	সেক্টর–২	এফ এফ
আবদুস সামাদ	সেক্টর–২	এফ এফ
বাহারউদ্দিন রেজা	সেক্টর–২	এফ এফ
জামাল	সেক্টর–২	এফ এফ
মোহাম্মদ আশরাফ	সেক্টর–৩	এফ এফ
আবদুস সালাম	সেক্টর–৩	এফ এফ
রফিকুল হক	সেক্টর–৩	এফ এফ
নুরুল ইসলাম খান পাঠান	সেক্টর–৩	এফ এফ
শাহজাহান মজুমদার	সেক্টর–৩	এফ এফ
এ. কে. এম. মিরাজউদ্দিন	সেক্টর–৩	এফ এফ
মাহফুজুর রহমান	সেক্টর–৩	এফ এফ
আমির হোসেন	সেক্টর–৩	এফ এফ
মফিজুল ইসলাম	সেক্টর–৪	এফ এফ
এ.কে.এম. আতিকুল ইসলাম	সেক্টর–৪	এফ এফ
আশরাফুল হক	সেক্টর–৪	এফ এফ
মাহবুবুর রব সাদী	সেক্টর–৪	এফ এফ
রফিক উদ্দিন	সেক্টর–৪	এফ এফ
নূরুদ্দিন আহমেদ	সেক্টর–৪	এফ এফ
সিরাজুল ইসলাম	সেক্টর–৫	এফ এফ
মোহাম্মদ আবদুল মজিদ	সেক্টর–৫	এফ এফ
ফখরুদ্দিন চৌধুরী	সেক্টর–৫	এফ এফ
এম.এ. হালিম	সেক্টর–৫	এফ এফ
ইনামুল হক চৌধুরী	সেক্টর–৫	এফ এফ
মোহাম্মদ ইদ্রিস	সেক্টর–৫	এফ এফ
মোহাম্মদ বদরুজ্জামান	সেক্টর–৬	এফ এফ
হাছির উদ্দিন সরকার	সেক্টর–৩	এফ এফ
আবদুল হাই সরকার	সেক্টর–৬	এফ এফ
এম.এ. সরকার	সেক্টর–৬	এফ এফ
এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান	সেক্টর–৭	এফ এফ
মোহাম্মদ মহসীন আলী সরদার	সেক্টর–৭	এফ এফ
মোহাম্মদ আজাদ আলী	সেক্টর–৭	এফ এফ
মোঃ নূর হামিম	সেক্টর–৭	এফ এফ
মোঃ বদিউজ্জামান	সেক্টর–৭	এফ এফ

www.MurchOna.com

নাম	সেক্টর	পদবী
গোলাম আজাদ	সেক্টর–৮	এফ এফ
সদর উদ্দিন আহমেদ	সেক্টর–৮	এফ এফ
আব্দুর রহিম	সেক্টর– ৮	এফ এফ
নাছির উদ্দিন	সেক্টর–৮	এফ এফ
হাবিবুর রহমান	সেক্টর–৮	এফ এফ
নজরুল ইসলাম	সেক্টর–৮	এফ এফ
হারুনুর রশিদ	সেক্টর–৮	এফ এফ
আবদুল মালেক	সেক্টর–৯	এফ এফ
হাজারী লাল তরফদার	সেক্টর–৯	এফ এফ
শামসুদ্দিন আহমেদ	সেক্টর–৯	এফ এফ
ইশতিয়াক হোসেন	সেক্টর–৯	এফ এফ
কে. এম. রফিকুল ইসলাম	সেক্টর–৯	এফ এফ
দিদার আলী	সেক্টর–৯	এফ এফ
মোহাম্মদ গোলাম ইয়াকুব	সেক্টর–৯	এফ এফ
আবদুল আলীম	সেক্টর–৯	এফ এফ
কুদ্দুস মোল্লা	সেক্টর–৯	এফ এফ
আনোয়ার হোসেন	সেক্টর–৯	এফ এফ
রফিকুল আহসান	সেক্টর–১০	এফ এফ
কে.এস.এ.মহিউদ্দিন(মানিক)	সেক্টর–১	এফ এফ
রফিকুল ইসলাম	সেক্টর–১০	এফ এফ
দেবদাস বিশ্বাস (খোকন)	সেক্টর–১০	এফ এফ
এ.টি.এম. খালেদ	সেক্টর–১১	এফ এফ
জহিরুল হক মুন্সি	সেক্টর–১১	এফ এফ
মোহাম্মদ আনিছুর রহমান	সেক্টর–১১	এফ এফ
আবদুল মজিদ	সেক্টর–১১	এফ এফ
মোছাম্মত তাহামুন বেগম	সেক্টর–১১	এফ এফ
ভুঁইয়া	সেক্টর–১১	এফ এফ
নূর ইসলাম	সেক্টর–১১	এফ এফ
বশির আহমেদ	সেক্টর–১১	এফ এফ
আনিছুল হক আখন্দ	সেক্টর–১১	এফ এফ
মতিউর রহমান	সেক্টর–১১	এফ এফ
মোহাম্মদ জহুরুল হক মুন্সি	সেক্টর–১১	এফ এফ
আবুল কালাম	—	এফ এফ
মোহাম্মদ মাহবুব ইলাহী রঞ্জু	—	এফ এফ
এ.টি.এম.খালেদ	—	এফ এফ
মোহাম্মদ নূরুল হক	সেক্টর–১১	এফ এফ
আদুল্লাহ আল মাহমুদ	সেক্টর–১১	এফ এফ
বাহার	সেক্টর–১১	এফ এফ

www.MurchOna.com

নাম	সেক্টর	পদবী
সৈয়দ সদরুজ্জামান	সেক্টর–১১	এফ এফ
বেলাল হোসেন	সেক্টর–১১	এফ এফ
মোহাম্মদ এনায়েত হোসেন	সেক্টর–১১	এফ এফ
ওয়ারেছাত হোসেন	সেক্টর–১১	এফ এফ
সাখাওয়াৎ হোসেন	সেক্টর–১১	এফ এফ
মিজানুর রহমান খান	সেক্টর–১১	এফ এফ
হাবিবুর রহমান তালুকদার	সেক্টর–১১	এফ এফ
খোরশেদ আলম তালুকদার	সেক্টর–১১	এফ এফ
ফজলুল হক	সেক্টর–১১	এফ এফ
আবদুল গফুর মিয়া	সেক্টর–১১	এফ এফ
মোহাম্মদ আবদুল্লাহ	সেক্টর–১১	এফ এফ
আবদুল হাকিম	সেক্টর–১১	এফ এফ
সৈয়দ গোলাম মোস্তফা	সেক্টর–১১	এফ এফ
আনোয়ার হোসেন পাহাড়ী	সেক্টর–১১	এফ এফ
ছায়েদুর রহমান	সেক্টর–১১	এফ এফ
হামিদুল হক	সেক্টর–১১	এফ এফ
ফয়েজুর রহমান	সেক্টর–১১	এফ এফ
মোহাম্মদ খসরু মিয়া	সেক্টর–১১	এফ এফ
শহীদুল ইসলাম	সেক্টর–১১	এফ এফ
আনিছুর রহমান	সেক্টর–১১	এফ এফ

www.MurchOna.com

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, সম্পাদক : হাসান হাফিজুর রহমান, তথ্যমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২. Surrender at Dacca Birth of a Nation, Lt. Gen. JFR Jacob, The University Press Limited

৩. ৭১-এর দশ মাস, রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, কাকলী প্রকাশনী

৪. একাত্তরের ঢাকা, সেলিনা হোসেন, আহমেদ পাবলিশিং হাউজ

৫. বাংলাদেশের তারিখ, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, মাওলা ব্রাদার্স

৬. আমি বিজয় দেখেছি, এম আর আখতার মুকুল, সাগর পাবলিশার্স

৭. মুক্তিযুদ্ধ ডেটলাইন আগরতলা, হারুন হাবিব, সাহিত্য প্রকাশ

৮. স্বাধীনতা যুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা, মোঃ আবদুল হান্নান, পূর্বা প্রকাশনী

৯. মুক্তিযুদ্ধ মুক্তির জয়, সুফিয়া কামাল, সময় প্রকাশন

১০. একাত্তরের স্মৃতিচারণ, আহমেদ রেজা, প্যাইওনিয়ার পাবলিকেশন্স

১১. রক্তভেজা একাত্তর, মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, সাহিত্য প্রকাশ

১২. বিদেশী সাংবাদিকের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, মাহবুব কামাল অনূদিত, তাজমহল বুক ডিপো

১৩. গেরিলা থেকে সম্মুখযুদ্ধে, মাহবুব আলম, সাহিত্য প্রকাশ

১৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, এম এ ওয়াজেদ মিয়া, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

১৫. স্মৃতি : ১৯৭১, সম্পাদনা : রশীদ হায়দার, বাংলা একাডেমী

১৬. একাত্তরের দিনগুলি, জাহানারা ইমাম, সন্ধানী প্রকাশনী

১৭. স্মৃতি অম্লান ১৯৭১, আবুল মাল আবদুল মুহিত, সাহিত্য প্রকাশ

১৮. মুক্তিযুদ্ধ ও প্রবাসী বাঙালি সমাজ, তাজুল মোহাম্মদ, সাহিত্য প্রকাশ

১৯. একাত্তরের স্মৃতি, বাসন্তী গুহঠাকুরতা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

২০. একাত্তরের রণাঙ্গন, শামসুল হুদা চৌধুরী, আহমদ পাবলিশিং হাউস

২১. মুক্তিযুদ্ধের দু'শো রণাঙ্গন, মেজর রফিকুল ইসলাম পি এসসি সম্পাদিত, অনন্যা

২২. মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধ আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত, আতিউর রহমান, সাহিত্য প্রকাশ

২৩. মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি, মোঃ বদরুজজামান মিয়া, বীর প্রতীক, কাশবন প্রকাশনী

২৪. মুক্তিযুদ্ধে সুনামগঞ্জ, সম্পাদক মোহাম্মদ আলী ইউনুছ

২৫. বাংলাদেশ ও বাঙালি রেনেসাঁস স্বাধীনতা-চিন্তা ও আত্মানুসন্ধান, অনুপম সেন, অবসর

www.MurchOna.com

২৬. শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মারকগ্রন্থ, বাংলা একাডেমী
২৭. ডেটলাইন বাংলাদেশ : নাইন্টিন সেভেনটি ওয়ান সিডনি শনবার্গ, মফিদুল হক অনূদিত, সাহিত্য প্রকাশ
২৮. মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ, মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহ বীরউত্তম, আগামী প্রকাশনী
২৯. বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা ও বিবৃতি, রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত, অন্যপ্রকাশ
৩০. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নানা প্রসঙ্গ, মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র
৩১. পরাজিত পাকিস্তানী জেনারেলদের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ, মুনতাসীর মামুন, সময় প্রকাশনী
৩২. মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান, সম্পাদনা সেলিম রেজা, বাংলা একাডেমী
৩৩. সত্তায় বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ, আলমগীর সাত্তার, সাহিত্য প্রকাশ
৩৪. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা, এম আর আখতার মুকুল, আগামী প্রকাশনী
৩৫. স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি, সংকলন ও সম্পাদনা ফরিদ কবির, মাওলা ব্রাদার্স
৩৬. বাংলাদেশের অভ্যুদয় একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য, রেহমান সোবহান, ভোরের কাগজ প্রকাশনী
৩৭. মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত প্রবন্ধ, হারুন হাবিব, অন্যপ্রকাশ
৩৮. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, বেলাল মোহাম্মদ, অনুপম প্রকাশনী
৩৯. ১৯৭১ উত্তর রণাঙ্গনে বিজয়, আখতারুজ্জামান মণ্ডল, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
৪০. অন্তরাগে স্মৃতি সমুজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু তার পরিবার ও আমি, মুমিনুল হক খোকা, সাহিত্য প্রকাশ
৪১. মুক্তিযুদ্ধের কিছু কথা পাবনা জেলা, আবুল কালাম আজাদ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
৪২. মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের চা-শ্রমিক, দীপঙ্কর মোহান্ত, সাহিত্য প্রকাশ
৪৩. একাত্তরের স্মৃতিগুচ্ছ, তাজুল মোহাম্মদ সম্পাদিত, সাহিত্য প্রকাশ
৪৪. স্মৃতিময় '৭১, হেনা দাস, সাহিত্য প্রকাশ
৪৫. বাংলাদেশ রক্তের ঋণ, এ্যান্থনি ম্যাসকার্নহাস, হাক্কানী পাবলিশার্স
৪৬. যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা, মেজর নাসির উদ্দিন, অনুপম প্রকাশনী
৪৭. দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ, এ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস, রনক্রি অনূদিত, পপুলার পাবলিশার্স
৪৮. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ : ঐতিহাসিক ভাষণ ইশতেহার ও চিঠি, মেজর রফিকুল ইসলাম, পিএসসি সম্পাদিত, আহমদ পাবলিশিং হাউস
৪৯. একাত্তরে পাকবর্বরতার সংবাদ ভাষ্য, আহমদ রফিক, সময় প্রকাশন
৫০. ১৯৭১ : ভয়াবহ অভিজ্ঞতা, সম্পাদনা : রশীদ হায়দার, সাহিত্য প্রকাশ
৫১. Memoirs of Le. Gen. Gul Hassan Khan, OXFORD
৫২. বন্দিশালা পাকিস্তান, সৈয়দ নাজিমুদ্দীন হাশেম, সাহিত্য প্রকাশ
৫৩. মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস, মেজর জেনারেল এম এস এ ভুঁইয়া, আহমদ পাবলিশিং হাউস
৫৪. আমার একাত্তর, মোহাম্মদ নুরুল কাদের, সাহিত্য প্রকাশ
৫৫. একাত্তরের গণহত্যা, নির্যাতন এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, শাহরিয়ার কবির, সময় প্রকাশন
৫৬. একাত্তর করতলে ছিন্নমাথা, হাসান আজিজুল হক, সাহিত্য প্রকাশ
৫৭. যুদ্ধে যুদ্ধে নয় মাস, সাহিদা বেগম, সাহিত্য প্রকাশ
৫৮. মুক্তিযুদ্ধের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন, আতিউর রহমান, সাহিত্য প্রকাশ
৫৯. মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস, আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন সম্পাদিত, সাহিত্য প্রকাশ
৬০. মুক্তিযুদ্ধ : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, ছদরুদদীন, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

www.MurchOna.com

৬১. মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর, শামসুল হুদা চৌধুরী, বিজয় প্রকাশনী
৬২. একাত্তরের ঘাতক ও দালালদের বিচার, মোস্তাক হোসেন, অবয়ব প্রকাশন
৬৩. একাত্তরের শহীদ ডাক্তার আলীম চৌধুরী, শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
৬৪. গৌরবাঙ্গনে, মেজর (অব.) হাফিজউদ্দিন আহমদ, কাকলী প্রকাশনী
৬৫. বাংলাদেশ : জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব, আবুল মাল আবদুল মুহিত, সাহিত্য প্রকাশ
৬৬. মুক্তিযুদ্ধের ভিন্ন ছবি চট্টগ্রামের কাকলী, এনায়েত মাওলা, সাহিত্য প্রকাশ
৬৭. দি ডিক্লাইন এন্ড ফল অব শেখ মুজিব, রায়হান ইন্টারন্যাশনাল
৬৮. বাঙালির সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ, সাহিত্য প্রকাশ
৬৯. স্বাধীনতা '৭১, কাদের সিদ্দিকী, বঙ্গবন্ধু প্রকাশনী
৭০. মুক্তিযুদ্ধের গল্প, সম্পাদনা আবুল হাসনাত, অবসর
৭১. স্বাধীনতা আমার রক্ত ঝরা দিন, বেগম মুশতারী শফী, অনুপম প্রকাশনী
৭২. মুক্তিযুদ্ধ ও রাইফেলস, সম্পাদনা : সুকুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশ রাইফেলস
৭৩. স্বাধীনতা যুদ্ধে বৃহত্তর কুষ্টিয়া, মোঃ আব্দুল হান্নান, পূর্বা প্রকাশনী
৭৪. দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গন ১৯৭১, মেজর রফিকুল ইসলাম, পিএসসি, সূচয়নী পাবলিশার্স
৭৫. যখন বঙ্গভবনে ছিলাম, ব্রিগেডিয়ার শামসুদ্দীন আহমেদ, আগামী প্রকাশনী
৭৬. বাংলাদেশ : জাতির অবস্থা, আবদুর রাজ্জাক, সাহিত্য প্রকাশ
৭৭. স্বাধীনতার বাইশ বছর, মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, কাকলী প্রকাশনী
৭৮. অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলি, জি. ডব্লিউ. চৌধুরী, হককথা প্রকাশনী
৭৯. অসহযোগের দিনগুলি মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব, আতিউর রহমান, সাহিত্য প্রকাশ
৮০. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, বেলাল মোহাম্মদ, অনুপম প্রকাশনী
৮১. Contribution of India in the War of Liberation of Bangladesh, Salam Azad, Ankur Prakashani
৮২. মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত প্রবন্ধ, হারুন হাবিব, অন্যপ্রকাশ
৮৩. একাত্তরের নয় মাস, রাবেয়া খাতুন, আগামী প্রকাশনী
৮৪. আমার একাত্তর, আনিসুজ্জামান, সাহিত্য প্রকাশ
৮৫. The Cruel Birth of Bangladesh, Archer K Blood, University Press Limited.
৮৬. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : ভারত, রাশিয়া, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা, মেজর রফিকুল ইসলাম পি এসসি, আহমদ পাবলিশিং হাউস
৮৭. মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান, এ. এস. এম. শামছুল আরেফিন, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড
৮৮. দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা, মুহাম্মদ নুরুল কাদির, মুক্ত প্রকাশনী
৮৯. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব : এ লিডার উইথ ডিফারেন্স, ওবায়দুল হক
৯০. পাকিস্তানের কারাগারে শেখ মুজিবের বন্দিজীবন, আহমেদ সালিম, অনুবাদ মফিদুল হক, সাহিত্য প্রকাশ
৯১. মুক্তিযুদ্ধ, সিদ্দিকুর রহমান, আগামী প্রকাশনী
৯২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণহত্যা : ১৯৭১ জগন্নাথ হল, আগামী প্রকাশনী
৯৩. উত্তাল মার্চ : ১৯৭১, আহমেদ ফারুক হাসান, আগামী প্রকাশনী

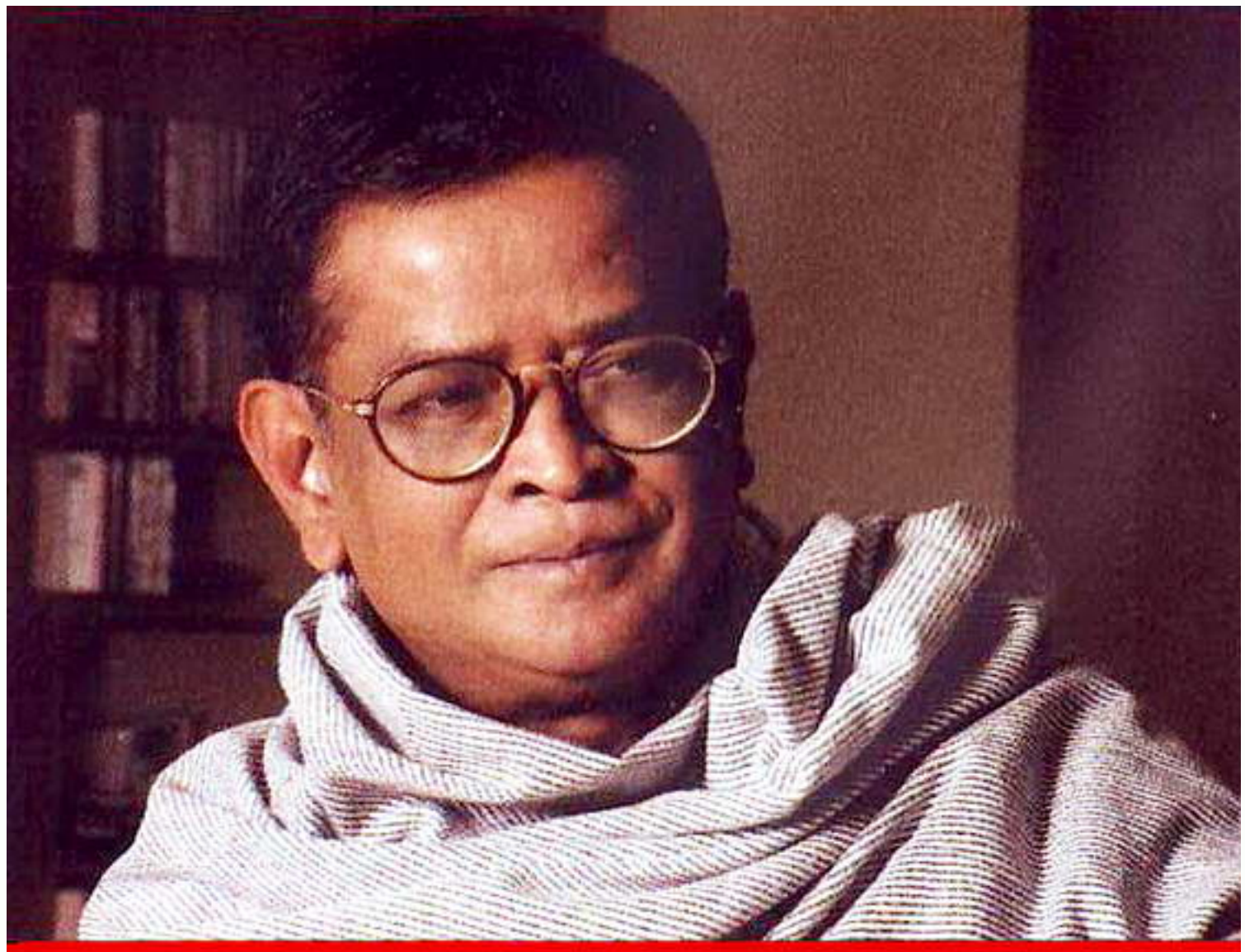

বাংলাদেশের লেখালেখির ভুবনে প্রবাদ পুরুষ। গত ত্রিশবছর ধরেই তাঁর তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তা। এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনা ছেড়ে হঠাৎ করেই চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। *আগুনের পরশমণি, শ্রাবণ মেঘের দিন, দুই দুয়ারী, চন্দ্রকথা....* ছবি বানানো চলছেই। ফাঁকে ফাঁকে টিভির জন্যে নাটক বানানো।

এ দেশের সর্বোচ্চ সম্মান একুশে পদকসহ অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। দেশের বাইরেও তাঁকে নিয়ে প্রবল আগ্রহ। জাপান টেলিভিশন NHK তাঁকে নিয়ে একটি পনেরো মিনিটের ডকুমেন্টারি প্রচার করেছে Who is who in Asia শিরোনামে।

মানুষ হিসেবে তাঁকে তাঁরই সৃষ্ট চরিত্র হিমু এবং মিসির আলির মতোই রহস্যময় বলে মনে হয়। একা থাকতে পছন্দ করেন। এখন তাঁর বেশিরভাগ সময় কাটে নিজের তৈরি নন্দন কানন 'নুহাশ পল্লীতে'।

Jochna O Jononir Golpo by Humayun Ahmed

[Part.3]

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com